

~~২৫৮~~
৭
৩৩০

পরতত্ত্ব-গৌরঃ

১৩

477

শ্রী হরিদাস দাস

শ্রী হরিদাস দাস

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছঃ—

পরতত্ত্ব-গৌরঃ

অর্থাৎ

[শ্রীমদ্ রামনারায়ণ গোস্বামি-কৃতটীকয়া বায়ুপুরাণোক্ত-
শ্রীগৌরান্ধচন্দ্রোদয়াধ্যায়ঃ ; তথা প্রাচীনমহাজন-
কৃত-টীকয়া 'অনর্পিতচরী' শ্লোকঃ]

শ্রীহরিদাস দাসেন সঙ্কলিতঃ

[শ্রীধাম নবদ্বীপ—হরিবোল কুটীরতঃ]

শ্রীগৌরান্দঃ—৪৫৮

[সর্বস্বত্বং সুরক্ষিতম্]

প্রকাশক—
শ্রী হরিদাস দাস
নবদ্বীপ, গোড়াবাড়ি
মুর্শিদাবাদ ।

প্রিন্টার—শ্রী নিমাইচরণ বিশ্বাস
অক্ষয় প্রেস
২৭।৫ নং তারক চ্যাটার্জি রোড,
কলিকাতা ।

বিস্তৃতি ।

কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন—‘ন চৈতন্যং কৃষ্ণাং জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ’ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই পরম পরতত্ত্ব। আবার তৎপরবর্তী ‘অনপিতচরী’ শ্লোকেই তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতারের কারণ নির্ণয়-প্রসঙ্গে জগতের প্রতি আশীর্বাদ-জ্ঞাপন করিয়াছেন। সুতরাং এই পুস্তিকায় শ্রীমদ্গৌরান্বয়ের অবতারবাদ এবং তৎকারণ নিবদ্ধ হওয়ার গ্রন্থখানির নামও ‘পরতত্ত্ব-গৌরঃ’ দেওয়া হইল। কৃপাময় পাঠকগণ প্রকাশকের সর্বপ্রকার ক্রটি বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া মূলগ্রন্থের তাৎপর্য্য আশ্বাদন করিলেই ধন্য হইব।

শ্রীবায়ুপুরাণোক্ত ‘শ্রীগৌরান্ব-চন্দ্রোদয়’ নামক অধ্যায়টি সংপ্রতি শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামি প্রভুপাদের অনুবায়ী শ্রীরামনারায়ণ গোস্বামি-বিরচিতা ‘প্রভা’ টীকা সহ মুদ্রিত হইলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতারবাদ সম্বন্ধে এই পুস্তিকার উক্তিসমূহ ‘শতানন্দ-গৌতম’-সম্বাদের একাংশ। এই উক্তিসমূহের স্থলবিশেষ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতার সপ্রমাণ করিতে বহুস্থলে উল্লিখিত হইতে দৃষ্ট হইয়াছে। প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্বে শ্রীরামনারায়ণ ইহার টীকা রচনা করিয়াছেন। ইনি শ্রীমদভাগবতের শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের “ভাবভাব-বিভাবিকা” নামী টীকা রচনা করিয়া স্বীয় অগাধ পাণ্ডিত্য ও রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন।

ছঃখের বিষয় মুদ্রিত বায়ুপুরাণ সমূহে এই অধ্যায়টি দেখিতে পাওয়া গেলনা। বোম্বাইর সংস্করণ, কি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির সংস্করণ বা বঙ্গবাসী সংস্করণে এই অধ্যায় নাই। শ্রীল রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং বঙ্গবাসী সংস্করণের অনুবাদক শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহারা সমগ্র বায়ুপুরাণ পান নাই। বায়ুপুরাণের শ্লোক-সংখ্যা ২৩০০০ কিন্তু প্রচলিত সংস্করণ সমূহে ১১ কি ১২ হাজার শ্লোক। ইহাতে অনুমান হয় যে ইহার অধিকাংশ লুপ্ত হইয়াছে। অত্যাশ্চর্য্য পুরাণ সম্বন্ধেও এই কথা। সে বাহা ইউক শ্রীরাধারমণের সেবাইত শ্রীশ্রীপূজারি গোস্বামিপ্রভুর অধস্তন শ্রীদামোদর দাস—তাঁহার শিষ্য হরিনাথেরই শিষ্য শ্রীরামনারায়ণ অনুন ৩৫০ বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন এবং এই পুস্তিকার টীকা রচনা করিয়াছেন।

বায়ুপুরাণের পরিচয় ও অপূর্ণতা-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মিত্র মহাশয়ের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

R. L. Mitra's Preface to the Vayu Puranam Vol. II.

The history of the Vayu Purana is involved in considerable obscurity. From an early period in the annals of mediæval Indian literature, opinion has been divided regarding the class to which it belongs. The Matshya and the Bhagabat Puranas reckon it among maha or ‘the great’ Puranas,

while others relegate it to the class of minor or 'Upa Puranas'. Even its name is not free from confusion arising out of sundry aliases. The Siva Purana is said to be the same with the Vayu, and the Vayaviya Sanhita is, according to one authority, the same with it, but quite different according to another. There is a Siva Sanhita which also lays claim to be the same with the Vayu or to be the Maha Purana which should occupy the place of the Vayu. Extant Mss. in this respect come not to the aid of the enquirer. Instead of unravelling the mystery, hitherto they only added to the confusion. Mss. are met with having all the different names, and their contents are different.

[For the apparent discrepancy in counting verses be adds.....]

An attempt is sometimes made to explain the discrepancy by saying that in its entirety the work is made up of many appendices or mahatmyas, of which the texts are lost and if these could be put together, the traditional extant would be completed.

তিনখানা পুঁথির সাহায্যে এই পুস্তিকার পাঠ নির্ধারণ হইয়াছে। প্রথম খানা শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণমন্দিরের সেবাইত শ্রীযুক্ত বনমালিনাল গোস্বামিজির গ্রন্থ ও টীকা। দ্বিতীয়খানা শ্রীরাধাদামোদর গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত। ইহার পাঠ প্রথম খানার অনুরূপ। তৃতীয়খানা শ্রীবৃন্দাবনেই পরিত্যক্ত কাগজের স্তূপ হইতে সংগৃহীত। প্রথম ও দ্বিতীয় খানার পাঠই মূলে গৃহীত হইয়াছে এবং তৃতীয়খানার পাঠই পাদটীকায় পাঠান্তররূপে 'গ' চিহ্নিত হইয়া ধৃত হইয়াছে। ঐ পুঁথিখানায় বহু ত্রুটি ও ভ্রান্তি দৃষ্ট হইল। টীকাকার স্বীয় ওজস্বিনীভাষায় মূলগ্রন্থের যে বিবৃতি দিয়াছেন—তাহারই সঙ্কলন করিবার জন্ত এ পুস্তিকা প্রকাশিত হইলেন। এই পুস্তিকার পাঠে কেহ যদি বিন্দুমাত্রও আনন্দলাভ করেন, অথবা ইহা যদি কাহারও সত্যপথ-প্রদর্শনে আলোক-বর্তিকার কার্য্য করে, তবেই আমি কৃতকৃতার্থ হইব। অলমতিবিস্তরণে—

শ্রীধাম নবদ্বীপ
শ্রীহরিবোল কুটীর

আশ্রব—
শ্রীহরিন্দাম দাস

বায়ুপুরাণোক্ত-

শ্রীগৌরান্দ্রোদয়ঃ

শ্রীরাধারমণো জয়তু ।

শ্রীশতানন্দ উবাচ—ব্রহ্মি তাত কৃপাসিন্ধো ভক্তানুগ্রহকাতর ।
পরিব্রাণায় লোকানাং হেতুং কল্মষ-চেতসাং ॥ ১

শ্রীমদ্ রামনারায়ণ-গোস্বামি-বিরচিতা

প্রভাটিকা :

শ্রীশ্রীগণেশ-সরস্বতী-গুরু-দ্বিজ-হরিতত্ত্ববিদভক্তিমদভ্যো নমঃ । ভগবদ্রূপ-
নিখিল-চরাচরপ্রপঞ্চায় নমঃ ॥

একাত্মানো দ্বিধাভূতো গৌরশ্রামল-রূপিণো ।
রাধাকৃষ্ণাবহং বন্দে নানালীলো মনোহরো ॥ ১
নিত্যলীলো রমানাথো প্রকৃটীকৃতচিন্তনু ।
বৃন্দাবিপিন-সঙ্কেতকৃতকেতো ভজে সদা ॥ ২
একতত্ত্বং দ্বিধাভূতং তচৈক্যং সমপত্তত ।
গৌরান্দ্রং কৃষ্ণচেতন্ত্বং বন্দেহং কলিতারণং ॥ ৩
কৃষ্ণদেহোপি গৌরঃ শ্রাদ্ যদ্ভাসেতি শ্রুতীরিতা ।
তদভেদেন গৌরান্দ্রং কৃষ্ণং বন্দে মহাপ্রভুং ॥ ৪
সুবর্ণবর্ণো হেমাক্ষো বরান্দ্রশ্চন্দনান্দ্রদী ।
ইতীতিহাস-সঙ্গীতং গৌরান্দ্রং সততং ভজে ॥ ৫
কৃষ্ণবর্ণ-দ্বিষাহকৃষ্ণং কৃষ্ণবর্ণনং-তৎপরং ।
গৌরান্দ্রং বৈষ্ণবাকারং ভজে জাতান্দ্রপার্ষদং ॥ ৬
কৃষ্ণ-কীর্ত্য কলিং কৃত্বা কলৌ কৃত্বা কৃতং কৃতী ।
কৃতধোয়াকৃতিঃ কৃষ্ণঃ কৃত্বঙ্গোভাতি তং মুখং ॥ ৭
হরিনাথমহং বন্দে হরিনামপ্রদং গুরুং ।
ভবানীদাস-শর্মাণং গায়ত্রীব্রতদং ভজে ॥ ৮
বোধদং রামসিংহাখ্যং বিদ্যানন্দ-প্রদারকং ।
সদাসুখমহং বন্দে সদাসুখকরং গুরুম্ ॥ ৯
সুচেতরামরাজানং প্রেমপাত্রৈকজন্মদং ।
তাতং নত্বা যথাপ্রজ্ঞং ব্যাখ্যেয়ং ক্রিয়তে ময়া ॥ ১০
রাধামাধব-গৌরান্দ্র-গুরুণাং করুণাবলাং ।
গৌরান্দ্রাখ্যান-সদব্যাক্ষ্য প্রতত্ত্বতেহধুনা ময়া ॥ ১১
স্বং কৃষ্ণাক্ষিতগৌরান্দ্রোদয়মহো শুভং ।
তৎ প্রভেদ্যং বিষ্ণুসখ্যা রাগরাগেণ রঞ্জিতা ॥ ১২

ন তপশ্চ ন চেজ্যা চ ন ধ্যানং জ্ঞানমব্যয়ম্ ।
ন দানং সত্বসংযুক্তং কলৌ ন দীর্ঘজীবনম্ ॥ ২

কৃষ্ণকীর্তীরিতি জ্ঞানো স্বাভূতাং বৈষ্ণবৈব মূদা ।

কৃষ্ণচৌষাধিবৎ কীর্তৌ করতাং তৈ ন দূষণং ॥ ১৩

শ্রীবেদব্যাসঃ সব্রজনোদ্ধরণায় তত্ক্ষণার-বীজং প্রশ্নমবতারয়তি—শ্রীশতানন্দ
ইতি । কলিকায়দ্বয়কৃষ্ণভক্তি-প্রবর্তক-শ্রীগৌরাদমাহাশ্রয়-প্রসিদ্ধি-বীজভূতপ্রশ্নেন
শতং সংখ্যাতানানন্দয়তীতি শতানন্দঃ । শ্রীয়া বাস্তব্যা লক্ষ্যা হরিভক্তিরূপরা
যুক্তশ্চাসৌ শতানন্দশ্চ শ্রীশতানন্দঃ । স উবাচ । অনেন ভগবদ্ভক্তানাং
স্বয়ং ভক্তিশ্রীয়া পূর্ণানামপি দীনজনোদ্ধরণায়ৈব হরিকথালাপ-প্রবৃত্তিঃ । তত্ক্ষণং
তু কথং ভাগবত-প্রবৃত্তি-নিরূপণে—‘অধ্যায়াগ্রহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ং
(ভাগ ১৭।১১) ইতি ; কৃষ্ণকথাপ্রশ্নে চ ত্রিবিধসকলজনপাবনত্বমপি ভাগবত
এবাবিহিতং । ‘বাসুদেব-কথা-প্রশ্নঃ পুরুষাং জীন্ পূণ্যতি হি । বক্তারঃ
প্রচ্ছকং শ্রোতৃং ত্বংপাদসলিলং যথা’ ইতি [১০।১।১৬] । শতানন্দ-প্রশ্নমেবাহ—
কুহি তাতেতি । অত্র তাৎ-শব্দেন নিরূপাধি-সৌহৃদ-দ্যোতকেন বদ্ রহস্ত্রমপি
তং পুত্র-সৌহৃদান্নহং কথনীয়মিতি ধ্বনিতং । নহু পুত্র ! স্বং ভক্তি-শ্রীয়া
পূর্ণোহসি, অত্যাধ-প্রশ্নে তু তথাবিধ-সৌহৃদাভাবাৎ কথং রহস্ত্রোদ্ঘাটনং ?
তত্রাহ কৃপাসিকো ইতি । নহি সিকোঃ সলিল-ব্যয়ে ক্ষয়শঙ্কা, ন চ তদ্বাদে
পাত্রাপাত্রবিভাগঃ ; অত স্তব সর্বানুকম্পিত্বাদ্ ঘটত এব রহস্ত্রোক্তিরিত্য-
ভিপ্রায়ঃ । নহু সিকোরপি জনঃ স্বপ্রযত্নেন জলমাহরতি । নহি সিন্ধুনা,
জনমুদ্দিশ্য স্বয়ং সলিলং দীয়তে । যে রহস্ত্র-জিজ্ঞাসব স্তেযাং প্রশ্নে বদিত্যামি
নতু তব ভক্ত্যা পূর্ণস্ত, তত্রাহ—ভক্তোতি । দীনানাং সংসারিণাং ভগবৎপথা-
প্রবৃত্তাবপি ভক্তানামুত্তমঃশ্লোকানুযায়িনাং নারদাদীনাং স্বয়মুত্তমা ভগবৎপথ-
প্রবর্তক-দর্শনাং ত্রয়্যপি তথৈব রহস্ত্রোপদেশঃ কার্য্যঃ । তত্ক্ষণং—‘ভগবন্
ভবতো যাত্রা স্বস্তয়ে সর্ব-দেহিনাং । কৃপণানাং যথা পিত্রোরুত্তমঃশ্লোক-
বদ্যনাং । [১১।২।৪] বিষ্ণো ভূতানি লোকানাং পাবনায় চরন্তি হি’
ইতি চ । নষ্টেবমপি কিমিতি ত্বরয়া, নাধুনা কলি-প্রবৃত্তি, স্তংপ্রবৃত্তৌ
পাপহংস-মজ্জতো জনানুদ্दिष्ट তত্ত্বরণোপায়ো বাচ্যঃ, অত্থথা জলমদ্বী
পাদকঙ্ককোত্তরণ-প্রসঙ্গঃ । তত্রাহ—অনুগ্রহকাতর ইতি । পরতাপানুতপ্তানা-
মনুকম্পা-বিবশানাং সতাং হৃৎসদর্শনাবধ্যাপেক্ষা নোচিতোতি ভাবঃ । বক্তব্যার্থমেব
নির্দিশতি—পরিত্রাণায়েতি । লোকানাং পরিতঃ সর্বত ঐহিকামুদ্বিকতাপত্রাদ
বাহ্যভাবশ্রুতভ্যো রক্ষণায় যো হেতু স্তং কুহি । ননুভ্রমেব সর্বত্র শ্রুতিস্মৃত্যাদৌ
স্বধর্ম্মানুষ্ঠানং । তত্রাহ—কন্ম-চেতসামিতি । নহি পাপাভিভূত-মনসাং যথাবৎ
স্বধর্ম্মানুষ্ঠানং সম্ভবতীতি ভাবঃ । ন চ ধর্মেণ পাপমপনুদতীতি শ্রুতে
স্বধর্ম্মানুষ্ঠানেনৈব কন্মক্ষয় ইতি বাচ্যং । চেতসঃ কন্মবানভিভবে যথাবৎ
স্বধর্ম্মানুষ্ঠানং, তদনুষ্ঠানে কন্ম-ক্ষয় ইত্যন্তোত্তাশ্রয়পত্তেঃ ॥ ১ ॥

নহু তপসা কন্মসং অপনুদতীত্যাধিবচনাতপসা কন্ম-ক্ষয়ে স্বধর্মে গৈবোদ্ধার

ইতি চেত্তব্রাহ—ন তপ ইতি । অয়মাশয়ঃ—তপঃশব্দেনাত্র ‘স্ববর্ণাশ্রমধমেণ তপসা হরিতোষণা’-দিত্যাদিবচনা স্বধর্মরূপং বা, ‘যশ্চ জ্ঞানং পরন্তপ’ ইত্যাদিনা জ্ঞানং বা, ‘মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চ ঐকাগ্র্যং পরমং তপ’ ইত্যাদিভিঃ শমাди বা । রূঢ়া কায়ক্ৰেশাশ্রকো বা । কায়ক্ৰেশাশ্রকত্বে চ পঞ্চাশ্রাদি বা রুচ্ছ চান্দ্রিয়াণাদি-প্রায়শ্চিত্ত-রূপং বা । নাশ্রং, তত্র পরিহারশ্রোক্তত্বাৎ ; ন দ্বিতীয়ং, তস্তাগ্রে পৃথগুপাদানাৎ ; ন তৃতীয়ং, তস্তাপি ধ্যানশব্দেনাত্র পৃথক্ নিঃক্ষেপাৎ । চতুর্থে তু ন প্রথমং, বানপ্রস্থাশ্রমশ্চ কলিধর্মেণ নিষেধাত্তদধর্মানাং পঞ্চাশ্রাদীনামধি কার্য্যভাবেন দূরনিপাতাৎ ; নাপি দ্বিতীয়ং,—কলৌ শরীরসামর্থ্যাভাবাদ্ যথাবৎ রুচ্ছচান্দ্রিয়াণ-প্রাজাপত্যাদেবনুষ্ঠানাশক্যত্বাৎ, কৃত্যপি যথাকথঞ্চিৎ কল্মষচেতসাং পুনঃ পাপ-প্রবৃত্তৌ কুঞ্জর-শৌচত্বাপত্তেঃ । তদ্বক্তং—‘দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং যৎ পাপং জানন্নপ্যাশ্রনো হিতং । করোতি ভূয়ো বিবশঃ প্রায়শ্চিত্তমথো কথং ? [ভাগ৩।১৯] কচিন্নিবর্ততেহভদ্রাৎ কচিচ্ছরতি তৎ পুনঃ । প্রায়শ্চিত্তমথোহপার্থং মন্ত্রে কুঞ্জর-শৌচবিদिति [৬।১।১০] নহু ব্রহ্মহত্যাশ্রমেধাভ্যাং ন পরং পাপপুণ্যয়োঃ’ । ‘তরতি ব্রহ্মহত্যাং তরতি সর্বপাপানং যোহশ্রমেধেন যজতী’ত্যাди বচনাৎ অশ্রমেধাদিবাগৈঃ সর্বকল্মষক্ষয় উদ্ধারশ্চেতি চেত্তব্রাহ—ন চেজ্যাদ্যোতি । অয়মভিপ্রায়ঃ—কলৌ অগ্ন্যাধান-নিষেধাৎ সাগ্নিযজ্ঞানাং সম্ভাবনায়া অপভাবাৎ । দ্রব্যাত্তভাবেন কৰ্ত্তুমশক্যত্বাৎ, সত্যপি দ্রব্যাদৌ তচ্ছূদ্যত্বাচ্চ বিঘ্নবাহুল্যেন প্রত্যবায়াত্তাকুলত্বাচ্চ । ন চ সাগ্নিবাগাসম্ভবেহপি নিরগ্নিপঞ্চমহাবাগৈঃ সর্বপাপ-ক্ষয় ইতি বাচ্যং । তেষাং পঞ্চস্থনা-পাতকক্ষয় এবোপক্ষীণত্বাৎ, স্বধর্মাস্তুঃ-পাতিত্বেন প্রযুক্তত্বাচ্চ । নহু ‘ধর্ম্মমেধমিমং প্রাহুঃ সমাধিং যোগবিত্তমাঃ । বর্ষত্যেষ যতো ধর্ম্মমৃতধারাঃ সহস্রশঃ’ ইত্যাদি বচনাৎ ধ্যান-পরিপাক-লক্ষণ-সমাধিনা সর্বপাপক্ষয়-সম্ভবাৎ ধ্যানমেবাহুষ্ঠেয়মिति চেত্তব্রাহ—ন ধ্যানমिति । ইদমত্র জ্ঞেয়ং ; মূঢ়ং ক্ষিপ্তং বিক্ষিপ্তং ঐকাগ্র্যং নিরোধশ্চেতি পঞ্চ মনোভূময়ঃ । তত্র পাপৈ প্তমঃপ্রাবল্যে নিদ্রা-প্রমাদাদি-গ্রস্তং মনো মূঢ়ং, রজঃপ্রাবল্যে বাহবিষয়াভিমুখং ক্ষিপ্তং, তয়োস্ত ন ধ্যানাধিকারোহপি । যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহারৈঃ পাপক্ষয়ে সঙ্ক-প্রাচ্ছভাবেন তমোরজসোরভিভবে কদাচিৎ কদাচিৎ বিষয়েভাঃ পরাবৃত্ত্য তত্ত্বাভিমুখং মনঃ ক্ষিপ্তাদ্ বিশিষ্টত্বেন বিক্ষিপ্তং ; তত্র ধারণাধিকারঃ । পুনশ্চ ধারণয়া সমস্তপাপ-নিবৃত্ত্যা প্রত্যয়েকতানতয়া তত্ত্বাভিমুখং মন একাগ্রং ; তত্র ধ্যানাধিকারঃ । ততো ধ্যানপরিপাকেমনো নিরোধাবস্থায়ং সমাধিঃ । তত্র কল্মষচেতসামনধিগতযোগাঙ্গানামধিকারপক্ষ-প্রবিষ্ট-তৃতীয়ভূমিকৈবাসংভাব্যা, কুতস্তরাং চতুর্থী কুতস্তমাং পঞ্চমী বা ? অতঃ কলৌ ধ্যানমপি হুঃসাধ্যমেব । ননুপনিষৎপ্রমাণ-বিচারেণ জ্ঞানশ্চ সুসম্পাদনীয়ত্বাৎ ‘ন চ জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে । জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥’ ‘ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ।’ ‘নৈবং বিদি পাপং কর্ম্ম শ্লিযতি ।’ ইত্যাদিভিঃ সর্বপাপক্ষয়হেতুত্বাৎ, ‘তরতি শোকমাত্মবিৎ, ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমি’ত্যাदिনা সংসার-তারক-পরমাত্মসুখপ্রাপকত্বাৎ জ্ঞানমেব সম্পাদনীয়মिति চেত্তব্রাহ—জ্ঞানমिति । ইদমত্রাকৃতং—অত্রোপনিষদ্-বিচারমাত্রাৎ জ্ঞানশ্চ সুসম্পাদনীয়ত্বং বদতা কিং বাচ্চাতুর্য্যমাত্রসংপাদকজ্ঞানং

কেনোপায়েন নিস্তারো ভবিষ্যতি কলৌ যুগে । ৩

বিবক্ষিতং অপরোক্ষং বা ; নাদ্য স্তস্তাক্ষিকিংকরত্বাং ; 'সর্বৈ ব্রহ্ম বিদিত্ব
সংপ্রাপ্তে হি কলৌ যুগে । নানুতীৰ্ণন্তি মৈত্রেয় ! শিশ্নোদর-পরাক্রমাঃ
অজ্ঞশ্রান্ন-প্রবুদ্ধস্ত ব্রহ্মৈবাস্মীতি যো বদেৎ । মহানিরয়জালেষ্ণু স চে
বিনিপাতিতঃ ॥' ইত্যাদিনা প্রত্যুত দোষহেতুত্বাং । দ্বিতীয়ং নিরাকৰ্ত্ত্বং জ্ঞান
বিশিনষ্টি—অব্যয়মিতি । তাদৃশজ্ঞানস্ত স্বসংপাদনীয়ত্বাভাবাৎ 'তমেতং বেন্দু-
বচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিসন্তি, যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন শাস্তো দান্তপ্তিতিক্তি-
সমাহিতো ভূত্বাশ্রিত্তেবাত্মানং পশ্যেৎ (বৃহদা-৪।৪।২২) ইত্যাদিনা জ্ঞানস্ত
স্বোৎপত্তৌ সর্বসাধন-সাপেক্ষত্বাচ্চতুৰ্থয়-সাধনসংপন্নশ্চৈব শ্রবণাধিকারায় ;
অধিকারাত্বে প্রোৎসাহমাত্রেন প্রবৃত্তৌ তু 'জ্ঞানমুৎপত্ততে পুংসাং কৰ্মা-
পাপস্ত কৰ্মণ' ইত্যাদি-বচনাং কল্প-চেতসামপ্রতিবন্ধ-জ্ঞানানুদয়াৎ । ন
দানে কায়ক্লেশবুদ্ধি-কৌশলসাধনাগ্নপেক্ষা-ভাবাৎ পামরৈরপি সুকরহাতেনৈব
সমুদ্বার ইতি চেত্তত্রাহ—ন দানমিতি । ইদমত্র বিবেচনীয়ং—উদ্ধারকামৈ-
বাদিনা সংমতং দানং তামসং রাজসং সাত্ত্বিকং বা ? নাগ্নদ্বিতীয়ো, 'অদেশকায়-
চ যদানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে । অসংকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাসিতং ॥ তে
প্রতাপকারার্থং ফলমুদ্दिश্ব বা পুনঃ । দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদানং রাজসং
স্বতং ॥' ইতি ভগবদুক্ত-লক্ষণয়ো স্তামস-রাজসয়ো রুদ্ধারকত্বাসম্ভবাৎ । রাজসস্ত
যথা কথঞ্চিদৃ যশাদিকুদ্রফল-প্রযোজকত্বেহপি তামসস্ত প্রত্যুত পাপহেতুত্বাৎ
তৃতীয়ং প্রতাহ—সত্ত্বসংযুক্তমিতি । 'দাতব্যমিতি বদ দানং দীয়তেহুৎপ-
কারিণে । দেশে কালে চ পাত্রে চ তদানং সাত্ত্বিকং মতং ॥' ইত্যুক্ত-
লক্ষণস্ত সত্ত্বসংযুক্তদানস্ত কলৌ কল্প-চেতসাং ফলপ্রতাপকারাত্ত্বমুদ্दिश্ব বধোক্ত-
সংকারাদিপূর্বক-প্রবৃত্তানুপপত্তেঃ । প্রবৃত্তৌ চ দ্রব্যাদিশুদ্ধেঃ সংপাত্তস্ত চ
লাভাৎ কৰ্ত্ত্বুমশক্যত্বাৎ । ননু ভবতাং ব্যাখ্যানেনাত্র ন-কারা তপস্বাদি
সাধন-প্রতিষেধকাঃ, কিন্তু তদুৎকরত্বাবগমকাঃ প্রতিভাস্তি, তথা নতি 'অজ্ঞনস্ত
ক্ষয়ং দৃষ্ট্বা বন্ধীকস্ত চ সঞ্চয়ং । নিত্যমেব হি কুর্যাদানাদায়রনাদিকী ক্রিয়া
ইতি শ্রায়াং স্বশক্তিমনতিক্রম্য স্বল্পং স্বল্পমপি প্রতিদিনং অনুষ্ঠিতদানাদায়র-
দ্যপলক্ষিত-পূর্বোক্ত-সাধনজাতং মহতা কালেন সঞ্চিতং সচ্ছদ্ধারকং শ্রাদ্বে
তত্রাহ—কলৌ ন দীর্ঘজীবনমিতি । ইদমত্র ধ্যেয়ং—যথপি শ্রীমদ্ভাগবতাদিশাস্ত্রে
আয়ুষঃ শতবর্ষত্বং স্বীকৃত্য বাল্যবার্দ্ধক্যানিশাশ্রাযুষো বৈয়র্থ্যদর্শনেন শেষস্তান্নহনুজ্ঞা-
তদপ্যাস্তাং বালানাং নীরুজাং চ মরণোপলম্বাং, একদিনেপ্যেকস্বাদমপি
বিশ্বাসানর্হত্বাৎ সাধুক্তং ন দীর্ঘজীবনমিতি । তদপ্যুক্তং 'অরে বদ হরে নদ
ক্ষেমধাম ক্ষণে ক্ষণে । বহিঃ স হি সরতি নিঃস্বাসঃ বিশ্বাসঃ কঃ প্রবর্ততে ॥' ২

ননুেবং সমস্তসাধনজালস্ত নিষেধে মা ভবতু কল্প-চেতসাং পরিভ্রাণঃ, ত
তু তাবদভক্তিপ্রিয়া পূর্ণোহসীতি কিং তচ্চিন্তয়া ? ইতি চেত্তদদিনমনহনানা
পুনঃ পৃচ্ছতি—কেনোপায়েনেতি । এবং পূর্বোক্তসাধনাসম্ভবাৎ অতোহত্বে
কেনোপায়েন কলৌ যুগে কল্প-চেতসাং নিস্তারো ভবিষ্যতি, তং ব্রহ্ম—ইতি
পূর্বেণৈব সম্বন্ধঃ । অয়মভিপ্রায়ঃ—নহি শতানন্দস্ত মম স্বশ্রবৈকস্ত সুধেন

শ্রীগৌতম উবাচ—সাধু পৃষ্ঠং স্বয়া পুত্র ! গুহাদ্ গুহতমং মম ।
সমাহিতমনা ভূষা শৃণু তৎ পরমাদৃতং ॥ ৪

সন্তোষো, ন চ সর্বজ্ঞস্ত কৃপাসিন্ধো ভক্তস্তানুগ্রহ-কাতরস্ত চ তব দীনজনোপেক্ষো-
চিতামিতি হেতো কৃপায়ো বাচ্য এব । তদুক্তং দীনজনানুকম্পিনা প্রহ্লাদেন
[ভাগ ৭।২।৪৩] নৈবোদ্বিজে পর-দুরতায়-বৈতরণ্যা স্বদ্বীর্ঘা গায়ন্ মহামৃত-
মগ্নচিত্তঃ । শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থমারা-সুখায় ভরমুদ্বহতো
বিমূঢ়ান্ ॥ প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামাঃ মোহং বরন্তি বিজ্ঞেনে পরমাখনিষ্ঠাঃ ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুনুক একো নাত্যং হৃদস্ত শরণং ভ্রমতো হু
পশ্চে ॥ ইতি ৩ ॥

এবং ভক্তিশ্রিয়া পূর্ণেন অসংখ্যাতজ্ঞানানন্দকেন মহতি প্রস্নে কৃতে তদুক্তং
বক্তু যোগ্যতাং তন্মায়ৈব সূচয়ন্নাহ—শ্রীগৌতম ইতি । শ্রিয়ং ভগবতঃ শোভাং
গায়তীতি শ্রীগো বেদ তদ্বিনোতা মা প্রমাকৃপা বৃদ্ধি যন্ত স শ্রীগৌতমঃ ;
শব্দব্রহ্মানুবেদপারগ ইত্যর্থঃ । তথা শ্রিয়ং লক্ষ্মীকৃপাং জগদ্ব্যবস্থিতি-সংযমহেতু-
ভূতাং স্বাং প্রকৃতিং অধিষ্ঠানতয়া আধারতয়া স্বামিত্বেন বা গচ্ছতি প্রাপ্নোতীতি
শ্রীগঃ, শ্রিয়ং স্বাহ্লাদিনীশক্তিং শ্রীরাধাং রাসাদৌ গায়তীতি বা শ্রীগঃ সর্বেশ্বরঃ
সচ্চিদানন্দবিগ্রহো রসিক-শিরোমণিঃ শ্রীপুরুষোত্তম তদ্বিনোতা মা প্রমাদিকা
ধী যন্তেতি শ্রীগৌতমঃ পরব্রহ্মনিষ্ঠ ইত্যর্থঃ । ‘তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং’ । ‘তস্মাদ্ গুরুং প্রপশ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়
উত্তমং । শাক্যে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যপশমাশ্রয়’মিতি (১১।৩।২১)
শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত্যচার্য্যালক্ষণায়িত উবাচ । তত্র শব্দব্রহ্মানভিজ্ঞে পরবোধনদ্বাসম্ভবঃ,
পরব্রহ্মানুভবভাবে ‘শাক্যে ব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াং পরে যদি । শ্রমস্তস্ত
শ্রমফলঃ হৃদেহুমিব রক্ষতঃ ।’ (১১।১১।১৮) ইত্যাদি বচনৈঃ বার্থকৌশলঃ
স্বয়মজ্ঞাত্বা কথমত্যাং বোধয়েদতোহর্থদ্বয়-ব্যাখ্যানং শ্রুতিযুক্তানুমতমিতি মন্তব্যং
হে পুত্রোতি । আত্মজ্ঞেয়ানাতিস্নেহবিষয়ত্বাদ্ গুহাদ্ গুহতমং প্রকাশন-যোগ্যতা ।
পুত্ররকাং ত্রাতীতি পুত্রঃ কলিজন-নরকত্রাণায় সংপ্রবৃত্তত্বাং সম্বোধনং—পুত্রোতি ।
স্বয়া সাধু পৃষ্ঠং সমস্তান্তসাধনজালং নিরাকৃতা কলিত্রাণ-প্রশ্নং কৃষ্ণকথামলাঙ্ক্যাব,
তথা চ ‘বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাং জ্ঞীন্ পুন্যতি হি । বক্তারং পৃচ্ছকং
শ্রোতৃং স্তবপাদসলিলং যথা—[ভা, ১০।১।১৬] ইতি সমস্তজন-নরকত্রাণ-
হেতুত্বাং প্রশ্নস্ত সাধুত্বং পৃচ্ছকস্ত নরক-ত্রাতৃত্বং । কি পৃষ্ঠং তদেবাহ—গুহাদ্
গুহতমং নিষ্কাম-কর্মমার্গং, কর্মত্বৈপি সংসৃতিবন্ধাননুবন্ধিত্বেন বিবিদিষা-শ্রুতৈক-
গম্যত্বেন শুদ্ধিদ্বারা প্রবলজ্ঞানভক্ত্যঙ্গত্বেন শাস্ত্ররহস্তত্বাং গুহ্যং, তদেবেশ্বর্যাপিতং
গুহাদ্গুহ্যং, অসহায়ত্বেন বিবিধবিঘ্নাভিবশঙ্কাপঙ্কাকুলান্ত্রয়াং সপ্রবলসহায়ত্বেন
সর্ববিঘ্নোপমর্দকত্বাদসংপূর্ত্যাবপি স্বল্পশ্চৈব মহদভয়-রক্ষকত্বাচ্চ । তদুক্তং
‘নেহাভিক্রম-নাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিঘ্নতে । স্বল্পমপ্যস্ত ধর্মস্ত ত্রায়তে মহতো
ভয়াৎ ।’ তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদ্ ভ্রষ্টান্তি মার্গান্তয়ি বন্ধসৌহৃদাঃ ।
স্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপ-মূর্খসু প্রভো’ ইত্যাদি । ততোহপি
গুহাদ্ গুহতরং জ্ঞানং তদুপেয়ত্বাং, তৎস্বরূপনিষ্ঠত্বাচ্চ । ততোহপি আয়াসস্বথেন

এতদ্ গুহ্যতমং বাক্যং ব্রহ্মা লোক-পিতামহঃ ।
বৈকুণ্ঠঃ নগরং গত্বা সৈন্দ্রে দেবগণৈঃ সহ ।
বক্তা শ্রীলোকনাথং বৈ করুণাময়-বিগ্রহম্ ॥৫

খাদিত্যনয়ে দর্পণাদিত্যদীপ্ত্যা প্রকাশবৈগুণ্যং অনাবৃতত্বাং স্বতঃ স্মুরিতত্বেন
প্রেমবৃত্তৌ প্রতিবিম্বিতত্বেন নানালীলাতরঙ্গোল্লাসিতত্বেন চ বহুগুণাপন্নতৎফলভূত-
স্বরূপানন্দপ্রাপকত্বাদ্ গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং ভক্তিমার্গমিতার্থঃ । তদপ্যুক্তং—
'ক্লেশোদ্ধিকতরস্তেবামব্যক্তাসক্তচেতসাং । অব্যক্তা হি গতি দুঃখং দেহবদ্বি-
রবাপ্যতে । তেষামহং সমুদ্রভী মৃত্যুসংসার-সাগরাং । ভবামি ন চিরাং পার্থ ।
মর্যাবেশিতচেতসাং । সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ । ইষ্টোহসি মে
দৃঢ়মতি স্ততো বক্ষ্যামি তে হিতং । মনুনা ভব মদভক্তো মদ্যাজী মাং
নমস্কুরু । মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে ॥ সর্বধর্মান
পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ । অহং ত্বাং সবপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা-
শুচঃ ॥ [গীতা ১৮] নৈকর্ম্যমপ্যচ্যুতভাব-বজ্রিতং ন শোভতে জ্ঞানমনঃ
নিরঞ্জনং । কুতঃ পুনঃ শব্দভদ্রমীশ্বরে ন চাপিতং কর্ম যদপ্যাকারণমিতাদি
[ভাগ ১।৫।১২] অকারণং নিক্ষামমিতার্থঃ । অপারসংসার-সমুদ্রস্ত বৎসগদ-
বতারকত্বাং লক্ষ্মীপতেরানন্দসিকোঃ 'তুলসীজলমাত্রেন জলস্ত চুলুকেন বা ।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ।' 'বিসৃজতি হৃদয়ং ন যন্ত
সাক্ষাৎকরি রবশাভিহিতোহপ্যযোবনাশঃ । প্রণয়রশনয়া ধৃতাজ্জিহ্বাঃ স ভবতি
ভাগবত-প্রধান উক্তঃ ।' [১১।২।৫৫] ইত্যাদিবচনৈ স্তুলসীদলজলমাত্রেন
বিক্রয়-হেতুত্বা দ্রিত্যমুক্তাপরাজিতস্বতন্ত্রস্ত ভগবতো বন্ধন-বশীকৃতত্ব-পরতন্ত্র-
ত্বাপাদকত্বাচ্চ পরমদ্রুতং, তন্মম সকাশাৎ সমাহিতমনাঃ শৃণু, ভক্তিশ্রিয়া সংপন্নস্ত
শতানন্দস্ত স্বাভাবিক-সমাহিতমনস্তেহপি সর্বসাধারণোহয়ং শ্রবণ-বিধূপদেশঃ ॥৫॥

তত্র ভবিষ্যদাখ্যানমাহ—এতদ্ গুহ্যতমমিতি । ব্রহ্মা প্রজাপতিপতি যতো
লোকপিতামহঃ, সর্বলোক-জনকত্বাং তৎপিতরো মরীচ্যাদয় স্তেষামপি পিতৃত্বাত্থা
স্বস্বপ্রজাভিঃ সৈন্দ্রেঃ দেবগণৈঃ সহ বৈকুণ্ঠস্ত ব্রহ্মাণ্ডানন্তর্গতত্বেন প্রলয়ানভি-
ভূতো ভগবল্লোকো বিকুণ্ঠ স্তত্র ভব স্তৎস্বামী বৈকুণ্ঠো বিষ্ণু স্তন্নগরং শ্বেত-
দ্বীপং 'ন কর্মিণ স্তাং গতিমাণুবন্তী'ত্যাদিবচনাদিভ্রাদি-দেবানাং বিকুণ্ঠলোক-
গমনাসম্ভবাং গত্বা শ্রীলোকনাথং শ্রিয়ো লক্ষ্ম্যা লোকস্ত বিকুণ্ঠাখ্যস্ত সমস্ত-
লোকানাং বা নাথং । করুণাময়বিগ্রহং করুণয়া ব্রহ্মাণ্ডান্তঃপ্রদেশে আবিস্কৃত-
চিদানন্দ-বিগ্রহং এতৎ পৃষ্ঠমেব বাক্যং গুহ্যতমমিত্যত্রানপিত-নিষ্কামকর্মণঃ
সকামাপেক্ষয়া পূর্বোক্তরীত্যা শ্রেষ্ঠত্বেনপি ভগবদসম্বন্ধিত্বেন তস্ত গুহ্যত্বাবিবক্ষ্যা
প্রথম-গুহ্যশব্দোপেক্ষা, ন তু বাক্যান্তরবোধনায় ; এতচ্ছব্দেন তন্ত্ৰৈব প্রত্যা-
জ্ঞানাং । বক্তা বদিস্যতীতি শতানন্দ-প্রশ্নাদ্ ভবিষ্যৎকথা-সর্বজ্ঞতয়া শ্রীগৌতমো
নির্দিশতি, এবমুপক্রমে (৫) বক্তা, উপসংহারে চ গতান্তর (৬৬) ইতি ভাবী
প্রয়োগদর্শনেণ ভাবিত্ব-নিশ্চয়ে মধ্যে কচিদ্ ভূতশব্দানাং প্রয়োগঃ কথা-
সৌন্দর্য্যায় ॥ ৫

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রোদয়ঃ ।

শ্রীশতানন্দ উবাচ—কথং বৈ ব্রহ্মণা তাত পৃষ্টেঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ* ।

কারণং তত্র বা কিং বৈ কথাতাং মুনিপুঙ্গব ॥ ৬

শ্রীগৌতম উবাচ— শৃণু পুত্র । প্রযত্নেন কলৌ কল্মষ-সংজ্ঞকে†

সৰ্বে পাপরতা লোকা ‡চণ্ডা মিথ্যাবিবাদিনঃ ॥ ৭

স্বাধ্যায়াদিনা রহিতাঃ দেবতাতিথি-বঞ্চকাঃ ।

পরস্বলোলুপাঃ কেচিৎ পরদারাভিগামিনঃ ॥ ৮

ইতি বীক্ষা সমুদ্রিগ্না ধরণী ভার-সঙ্কুলা ।

ধেনুরূপধরা দীনা রূপণা মলিনাননা ॥ ৯

ভবিষ্যৎকথোপদেশেন গুরুকরণাতিশয়ং দৃষ্টা সোৎসাহঃ পুনঃ সবিভাগং
পৃচ্ছতি—কথমিতি । হে তাত হে মুনিপুঙ্গব সর্বজ্ঞত্বেন ভবিষ্যদ্বজ্জ্ঞান্মুনি-
শ্রেষ্ঠ ! ব্রহ্মণা শ্রীপুরুষোত্তমঃ কথং পৃষ্ট ইতি সর্বজ্ঞত্বেনপি লোকোপকারায়
প্রশ্নপ্রকার-প্রশ্নঃ । কিঞ্চ তত্র ভগবৎসমিধাবতিপ্রয়াসেন গন্ধা ব্রহ্মণঃ প্রশ্নে
কিং বা কারণমিতি কথাতাং । অয়মার্শয়ঃ—‘ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি
তথৈব তান্ । ছায়েব কর্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলা’ ইতি বচনাৎ অনুৎপন্নৈঃ
কলিজনৈঃ ভজনানুপপত্তা দেবকরণা-বিষয়াত্মাসম্ভবাৎ পরমভাগবতত্বেন ব্রহ্মণঃ
প্রশ্নে করণৈব কারণং, অত্রাৎ কিমপি বা ? ৬

তৎকারণং সপ্রস্তাবমাহ—শৃণ্বিতি । হে পুত্র ! শৃণু । কল্মষসংজ্ঞকে পাপ-
বাহুল্যেন তদাত্মকে কলৌ সৰ্বে জনাঃ প্রযত্নেন প্রয়াস-পূর্বকং পাপরতাঃ
পাপানুরাগেণৈব তত্যাগাশক্তাঃ । চণ্ডা বহুকোপিনঃ । মিথ্যাবিবাদিনঃ তদ্বা-
নির্ণয়কত্বেন মিথ্যা ব্যর্থো যো বিরুদ্ধো ব্রহ্মরাক্ষসত্ব-ফলকো জল্ল-বিতণ্ডাত্মকো
বাদ স্তৎকর্তারঃ । তদুক্তং—গুরুং হংকৃত্য হংকৃত্য বিপ্রং নির্জিত্য বাদতঃ ।
অরণ্যে নির্জলে দেশে ভবতি ব্রহ্মরাক্ষসঃ ইতি ।’ মিথ্যাভিবাদিন ইতি পাঠে
তু মিথ্যাভাষিণ ইত্যর্থঃ ॥ ৭

স্বাধ্যায়ো বেদপাঠঃ স আদি র্যস্য গুরুমেবনবিহিত-ব্রতাদে স্তেন রহিতা
ইতি ব্রহ্মচর্যাশ্রমধর্মাভাব উক্তঃ । গৃহস্থাদিধর্মলোপোপলক্ষণমাহ—দেবতা-
তিথিবঞ্চকা ইতি । অগ্নিহোতাদীজ্যাদান-বিমুখাঃ । নিষিদ্ধকর্মপ্রবৃতিমাহ—
পরস্বলোলুপাঃ অধর্মেণ পরধনং হর্ন্তু মিচ্ছন্তঃ । পরদারাভিগামিনঃ, উপলক্ষণ-
মেতৎ স্বভার্য্যোতরাগম্যাগমনাদি-নিষিদ্ধমৈথুনমাত্রশ্চ, সর্বেষাং দোষণামর্থকাম-
মূলত্বাদনয়ো রেবাস্তর্ভাবঃ । অগ্নিন্ গ্রহে বহুকলিদোষ-কথনশ্চ ভগবৎপ্রভাব
সূচন-ফলকত্ববৎ ॥ ৮

ধরণী ভূমণ্ডলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইতি । ভবিষ্যৎ-পাপাভিবৃদ্ধিং বীক্ষ্যালক্ষ্য
ভারেণ সঙ্কুলা ভাবিচিন্তয়া বিহ্বলাশয়া, অতএব সমুদ্রিগ্না সম্যগ্জাতোদ্বিগ্না ।
কারণোৎপাদনায় ধেনুরূপা ধরা দীনা থিন্না রূপণা নিরুৎসাহা মলিনাননা
বিকৃতমুখী ॥ ৯

গত্বা বৈ ব্রহ্মসদনং রোদমানা পুনঃ পুনঃ ।
 সগদগদবচো ভূত্বা স্তূত্বা ব্রহ্মাণমীশ্বরং ॥ ১০
 সর্বৈ কলিমলগ্রস্তাঃ পাপিষ্ঠা লোভতৎপরাস্তে ।
 মহাপাতক-সংযুক্তা দেবদ্বিজ-বিনিন্দকাঃ ॥ ১১
 তেষাং পাদপ্রহারেণ কম্পতে মামকী তনুঃ ।
 তস্মাৎ লোক-পরিভ্রাণং পৃথিব্যাং কেন জায়তে ॥ ১২
 তদেব কুরু দেবেশ ! যেন শান্তি ভবেন্মম ।
 ইত্যুক্ত্বা ধোমুখীভূয় স্থিতা ভূ রসুরাকুলা ॥ ১৩*
 ততঃ সঙ্কিন্ত্য দেবেশং ব্রহ্মা লোক-পিতামহ ।
 বৈকুণ্ঠনগরং গত্বা স্তূত্বা তং পুরুষোত্তমং ॥ ১৪

ব্রহ্মোবাচ— জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ ! জয় বৈকুণ্ঠ-নায়ক ।
 জয় দেব কৃপাসিন্ধো জয় লক্ষ্ম্যাঃ পতে প্রভো ॥ ১৫

পুনঃ পুনঃ রোদমানা সতী ব্রহ্মসদনং মেরুবত্তিনীং ব্রহ্মসভাং গত্বা সগদ-
 গদবচঃ কণ্ঠরোধেন বথাবাদনভিব্যক্তবাক্ ভূত্বা ব্রহ্মাণং ঈশ্বরং স্বনিবৃত্তাপা-
 নমর্থং আহতি শেষঃ ॥ ১০

কিমাহেতাপেক্ষায়ামাহ—সর্বৈ ইতি সন্ধ্যাদৌ কেবাঞ্চিক্রম প্রবৃত্তাবপি ব্রহ্ম-
 হত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুৰ্বদ্বনাগমঃ । পাতকানি মহান্তোতৎসংসর্গী চৈব পঞ্চমঃ ॥
 ইত্যাদি বচনাং সংসর্গিণোহপি পাতকিত্ব-স্মরণাৎ কলৌ পাতক-সংসর্গস্তা দুষ্পরি-
 হরত্বাৎ সর্বৈ ইত্যুক্তং । কলি-প্রভবমলেন সংসর্গাদিনা গ্রস্তাঃ কবলীকৃতাঃ
 প্রারম্ভে স্তত এব পাপিষ্ঠাঃ, পাপ-প্রবৃত্তৌ হেতুমাং—লোভ-তৎপরাস্তে । পাপ-
 প্রবৃত্তেরবধিমাং মহাপাতকসংযুক্তা দেবানাং ধর্মারাদ্যানাং দ্বিজানাং চ ধর্মোপ-
 দেষ্টৃণাং বিনিন্দকা ইতি । সৎ-প্রবৃত্তি-সম্ভাবনাশূন্যা ॥ ১১

তেষাং পাদপ্রহারভয়েন মামকী তনুঃ লোকাধারভূতী ভূমিঃ কম্পতে,
 তস্মাৎ পৃথিব্যাং লোক-পরিভ্রাণং কেনোপায়েন জায়তে ইতি বিমৃশেতি শেষঃ ॥ ১২

বেন নমস্তজনোদ্ধারকেণ নম ভার-ভর-নিবৃত্ত্যা শান্তি শিচতোদেগ-নিবৃত্তি
 ভবেত্তদেব কুরু ইত্যুক্ত্বা অসুরাকুলা অসুরভাবাপন্নজন-সংভাবনা-বিকলা অধো-
 মুখীভূয় বদা স্থিতা ॥ ১৩

ততঃ স্তদনন্তরং বতো লোক-পিতামহঃ অতঃ স্বপ্রজাত্বঃখসম্ভাবনোদভূত-
 কুরুণয়া ব্যাপ্তো ব্রহ্মা 'নহং রজ স্তম ইতি প্রকৃতে গুণা স্তৈ যুক্তঃ পরঃ
 পুরুষঃ এক ইহাস্ত্র ধত্তে স্থিত্যদরে হরিরিবিধিহরেতি সংজ্ঞাঃ শ্রেয়াংসি তত্র ধনু
 নহতনো নৃণাং স্মারিত্যাদি বচনাং জনোদ্ধারকং দেবানামীশং বিষ্ণুমেব
 সঙ্কিন্ত্য বৈকুণ্ঠং নগরং স্বেতদ্বীপং গত্বা তং পূর্বচিন্তিতং পুরুষোত্তমং স্তূত্বা
 উবাচেতি ভ্বেদঃ । 'স্তূত্বোবাচ' ইত্যনেন কথং ব্রহ্মাণা মধুসূদনঃ পৃষ্ট ইতি
 প্রশ্নপ্রকারপ্রশ্নন্যোত্তরো দত্তঃ, স্তুতিপূর্বকং পৃষ্ট ইতি ॥ ১৪

স্তুতিনেবাং—জয় কৃষ্ণেতি । হে কৃষ্ণ ! নিত্যানন্দবিগ্রহ শরণাপন্নজনা-

জয় নীলান্বজ-শ্রাম নীলজীমূত-সৌভগ ।
 কন্দর্পকোটি-সৌন্দর্য্য জয় শ্রীবৎস-লাঞ্জন ॥ ১৬
 জয় পীতাম্বরধর জয় কৌস্তভ-ভূষণ ।
 জয় পদ্মপলাশাক্ষ জয় পদ্মানন প্রভো ॥ ১৭
 জয় পদ্মপদদ্বন্দ্ব তিলপুষ্প-সুনাশিক ।
 জয় নাথ জগদ্বন্ধো বিনতাসুত-বাহন ॥ ১৮ ॥
 জয় চক্রেগদা-পদ্ম-শঙ্খহস্ত চতুর্ভূজ ।
 [সংসারমত্তমাতঙ্গ নাগবিক্রম-কেশরিন্]

জয় পদ্মা-ধরিত্রীভ্যাং নিষেবিত-পদান্বজ ॥ ১৯

শ্রীগৌতম উবাচ—ইতি সংস্কৃত্যমানোহপি শ্রীকৃষ্ণঃ করুণানিধিঃ ।

ক্লিষ্টকরণ হং জয় কলিদোষান্ শময় । তদ্বক্তং শ্রুত্যা—‘সচ্চিদানন্দ-রূপায়
 কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকর্মণে । নমো বেদান্ত-বেত্তায় গুরবে বুদ্ধি-সাক্ষিণে ॥’ কৃষি ভূবাচকঃ
 শব্দো গশচ নির্বৃতিবাচকঃ । তরোরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥
 ইত্যাদি । হে জগন্নাথ বিশ্বস্বামিন্ ! সর্বস্বামিত্বেনাপি সর্বোদ্ধারঃ কার্য্যঃ ।
 জয় বৈকুণ্ঠ-নাথক । বিকুণ্ঠ এব বৈকুণ্ঠ স্তস্য নাথক, বরস্ত বৈকুণ্ঠকিঙ্করা
 স্বমেব তন্নায়কত্বেন সর্বস্বামীতি জয় জয় দেব ত্বোতমানচিদ্রূপ জয় জগদ্বিক্রম-
 ক্রীড়েতি বা, তব ক্রীড়রৈব উদ্ধার ইতি ন কোহপি প্রবত্তঃ । হে কৃপাসিন্ধো !
 করুণয়া মা বিনষ্টং কুরু, লক্ষ্ম্যাঃ সর্বেশ্বর্য্যাঃ পতে প্রভো সমর্থ ॥ ১৫

জয় নীলান্বজবৎ শ্রাম, উপলক্ষণমেতৎ মৃদুস্ব-সৌরভরোঃ । জীমূতো মেব
 স্তদ্বৎ সৌভগং সর্বজীবনপ্রদহং যন্ত, নতু বর্ণঃ পৌনরুক্ত্যাপত্তেঃ, তথাচ
 নীলৈতিবিশেষণং সিতান্বন্ত শরদাদৌ জীবনপ্রদত্বাদর্শনাত্ত্যাবৃত্তার্থং । কন্দর্প
 কোটিসৌন্দর্য্য কন্দর্পঃ কামঃ কোটিশব্দসংখ্যাত এব, ভগবৎসৌন্দর্য্যস্ত পরিমিত
 ত্বাসম্ভবাৎ । জয় শ্রীবৎসলাঞ্জন শ্রীবৎসো দক্ষিণাবর্ত্ত-রোমাবলীকৃপোহসাধারণ-
 চিহ্নবিশেষো যন্ত ॥ ১৬

পীতে অম্বরে নীলসরোরুহকেশরবৎ যনে তড়িদিব ধারয়তীতি, হে
 পীতাম্বরধর হং জয় । হে কৌস্তভস্তাপি ভূষণ শোভাপ্রদ ‘ভূষণভূষণাক্ষমি-
 ত্যুক্তেঃ । উত্তরার্দ্ধং স্পষ্টম্ ॥ ১৭ ॥ পদ্মবৎ পদয়ো দ্বন্দ্বং যন্ত । তিলপুষ্পবৎ সূচু
 শোভনা নানিকা যন্ত । নাথ্যতে সর্বজনৈর্বাচ্যতে ইতি নাথঃ । জগতাং বন্ধুঃ
 সহায়কঃ । বিনতায়ঃ স্নতো গরুড়ো বাহনো যন্ত তন্ত্ৰ সন্মোদনানি ॥ ১৮

জয় চক্রেগদা-পদ্ম-শঙ্খহস্ত । পদ্মা লক্ষ্মী ধরিত্রী সর্ববিধারিকা শক্তিঃ । ধরন্যা
 অপি তদংশদেব ধরিত্রীতি সংজ্ঞা ‘গামাবিশ্ণু চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসেতি’
 ভগবদ্বচনাৎ । তাভ্যাং নিষেবিতে পদান্বজে যন্তেতি তৎসন্মোদনং । অথবা
 ধরণী হৃৎখনিবেদনার্থমাগতত্বাৎ তন্নিষেবিদ্র-পর্য্যবসানং । অয়মাশয়ঃ—‘তাবতাপো
 দেহিনাং তেহজ্জিমূলং নো সেবেরন্ বাবদাশানুবন্ধাঃ ।’ ইত্যাদি বচনাত্তৎসেবা-
 রতারা ভূমে স্তাপো মা ভবহিতি প্রার্থনাপি স্মৃতিত ॥ ১৯

শ্রীকৃষ্ণঃ শরণাগত-হৃৎখকর্ষণঃ স্বভাবত এব করুণানিধি স্তথাপি ব্রহ্মণা

ব্রহ্মাণং দেবদেবেশো জগাদ রূপায়িতঃ ॥ ২০
 কিং বৃত্তং জগতীনাথ ক্রহি কিং করবামি তে ।
 ইত্যুক্তঃ পদ্মযোনিশ্চ প্রোবাচ শ্রীগদাগ্রজম্ ॥ ২১

শ্রীব্রহ্মোবাচ—কলৌ পাপরতা লোকাঃ স্বাধায়-বিধি-বর্জিতাঃ ।
 শূদ্রবৃত্তিবিজাঃ শূদ্রা ব্রাহ্মণ-দেবকারিণঃ ॥ ২২
 দ্বিজানাং গুণতো নীচাঃ শূদ্রাঃ মন্ত্র-প্রদায়িনঃ ।
 শিশ্নোদরপরা বিপ্রা বিপ্রহে সূত্রধারিণঃ ॥ ২৩
 মহাহারাঃ খর্বকায়া অলসা মন্দবুদ্ধয়ঃ ।
 জনা হৃদবিমুখাঃ সর্বে পরদ্রব্যানাভিলাষিণঃ ॥ ২৪
 অসংপথরতাঃ সর্বে অগম্যাগামিন স্তথা ।
 ত্যক্তস্বধর্ম্ম-কর্ম্মাণো দেবদ্বিজ-বিনিন্দকাঃ ॥ ২৫

ইত্যেবং স্ততোতএব স্তুরমাণ এব রূপায়িতঃ প্রাহুভূতো দেবদেবেশো দেব-
 দেবৌ ব্রহ্মরূদ্রৌ তরোরপি দৈশো ব্রহ্মাণং জগাদ ॥ ২০

কিং জগাদেতাপেক্ষারামাহ—কিং বৃত্তমিতি ! হে জগতীনাথ ভূম্যপলক্ষিত
 ব্রহ্মাণ্ডাধিপতে ! কিং বৃত্তং কিংশক্যোহত্র প্রশ্নে, যদ্ বৃত্তং তদক্রহি কথয় কিঞ্চ তে
 হৃদর্থমহং কিং করবাণি তদপি ক্রহি ইত্যেবং ভগবতোক্তঃ । পদ্মযোনি
 স্তম্নাভাবুৎপন্নত্বেনাতিকরুণাবিষয়ঃ শ্রীগদাগ্রজঃ শ্রীপ্রেমলক্ষণা ভক্তি স্তদযুক্তা
 ভগবত্তত্ত্ব-নিরূপিকা গদা বেদান্তরূপা বাণী তস্তা অগ্র এব প্রাহুর্ভবতীতি তথা
 তং প্রেমায়িত স্ততিরূপরা বাচা প্রাহুভূতমিত্যাভিপ্রায়ঃ প্রোবাচ ॥ ২১

তদেবাহ—কলাবিত্তি স্পষ্টং । শূদ্রবৃত্তরো দ্বিজা যেষু তথাভূতা ব্রাহ্মণদেব-
 কারিণ ইতি ব্রাহ্মণশব্দো দ্বিজমাত্রোপলক্ষণঃ ॥ ২২

দ্বিজানামিতি স্পষ্টং । ‘শূদ্রা মন্ত্রপ্রদায়িন’ ইত্যত্র অনচ্যুতগোত্রা অচ্যুত-
 গোত্রেষু জাতিবুদ্ধিনিবেধাৎ । ‘বিষৃচ্চায়াং শিলাধী গুরুষু নরমতি বৈষ্ণবে
 জাতিবুদ্ধি বিষণে বী বৈষ্ণবাণাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেহম্বুবুদ্ধিঃ । সিদ্ধে তন্নাশি
 মন্ত্রে নিখিলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি বিষণে সর্বৈশ্বরেশেতরসমধী র্যস্ত বা নারকী
 ন’ ইত্যাদি-বচনাৎ । শিশ্নোদরপরা ধর্ম্মতোহ ধর্ম্মতো বা শিশ্নোদর-ভোগার্থঃ
 জ্ঞানধনাদ্বৈষণপরা উপলক্ষণমেতদধর্ম্মাতিক্রমেণেন্দ্রিয়ভোগাভিলাষস্তাপি, বিপ্রহে
 সূত্রৈকচিহ্নবত্তঃ ॥ ২৩

খর্বকায়াঃ পাপপ্রভাবেণ অহুচ্চশরীরা অলসা মন্দবুদ্ধয় ইতি শাস্ত্রার্থ-পরি-
 জ্ঞানাসমর্থ্যঃ । সর্বদোষাধিপমাহ—হৃদবিমুখা ইতি । ‘স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণো
 বিশ্লভব্যং ন জাতুচিং । সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্ম্যরেতরোরৈব কিঙ্করাঃ ॥’ ইত্যাদি-
 বচনৈর্ভগবদ্বিমুখত্বস্ত সর্বদোষাধিপস্বাভিধানাৎ ॥ ২৪

অসংপথরতাঃ অসন্তো বেদাপ্রামাণ্যবাদিনো নাস্তিকা স্তেবাং পথি প্রীতি-
 মন্তঃ অতএবাগম্যাগামিনঃ পাষাণ্ডিণাং শ্লেচ্ছানাং ভগিত্যাদি-বিবাহ-স্বীকারাং
 তৎপ্রীতিমচ্ছেষ্টায়ামপি নিঃশঙ্কত্বাপত্তেঃ । ত্যক্ত-স্বধর্ম্মকর্ম্মাণ ইতি, কামতোহ

ইতি তদ্বারমগ্না সা ধরণী রুদতী পুনঃ ।*

তস্মাল্লোকপরিভ্রাণং পৃথিব্যাং কেন জায়তে ।

তৎ কুরুষ জগন্নাথ দীনদুর্গতি-নাশন ॥ ২৬

শ্রীগৌতম উবাচ—ইতি সংজ্ঞাপিতো দেবো ব্রহ্মণা প্রভুরচ্যুতঃ ।

স দেবানাং তদ্ বিষ্ণু গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং বচঃ ॥ ২৭

দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ ।

কলৌ সংকীৰ্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ † ॥ ২৮

কৃতে জপৈ মর্ম শ্রীতি স্ত্রেতায়াং হোম-কর্মভিঃ ।

দ্বাপরে পরিচর্য্যাভিঃ কলৌ সংকীৰ্ত্তনৈরপি ॥ ২৯

ব্রহ্মোবাচ—ক্রহি মে করুণাসিন্ধো ! কীৰ্ত্তনং কিংস্বরূপকং ।

কথং বাত্র ভগবতঃ পরা শ্রীতি ভবিষ্যতি ॥ ৩০

শ্রদ্ধা বা ন তু হরিভক্তিতৎপরতয়া, তথা ত্যাগস্ত তু 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য
মানেকং শরণং ব্রজে'ত্যাদৌ বহুশ উদ্ঘোষিতত্বাৎ ॥ ২৫ ॥

ইতি তদ্বারমগ্না এবং ভবিষ্যতাং তেবাং ভারচিস্তারাং নগ্না সা স্বংপাদাজ-
সেবিকা ধরণী পুনঃ পুনঃ যতো রুদতী তস্মাং পৃথিব্যাং যেন প্রকারেণ লোক-
পরিভ্রাণং জায়তে, হে জগন্নাথ ! দীনানাং দুর্গতিং নাশয়তীতি দীনদুর্গতি-
নাশন তৎ কুরুষ ॥ ২৬

স প্রভু রচ্যুতঃ অপ্রচ্যুতৈশ্বর্যো বিষ্ণুঃ বিঘল্ ব্যাণ্ডাবিত্যস্মাং ব্যাপক-
ত্বেন সর্বান্ত-রভিপ্রায়ং জানন্নপি ব্রহ্মণা সংজ্ঞাপিতঃ প্রার্থিতঃ সন্ গুহ্যাদ্
গুহ্যতমং বচো দেবানাং ॥ ২৭

দিবিজা হে দেবা ভুবি কলৌ ভক্তরূপিণো জায়ধ্বং ইতি বীপ্‌সা আবশ্যক-
জ্ঞোতনার্থা । নম্র ভগবন্তং বিনা কিমস্মাভি ভবিষ্যতি তত্রাহ—যুস্মাভিঃ সংকীৰ্ত্তনা-
রম্ভে কৃতে সত্যহমপি শচীসুতো ভবিষ্যামি । তৎসুতত্বেন প্রাদুর্ভবিষ্যামি ।
সংকীৰ্ত্তনমেবাবির্ভাবহেতুঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ । উক্তঞ্চাত্ৰাপি—নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে
যোগিনাং হৃদয়ে ন চ । মদভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ ২৮

যুগভেদেন স্বতোষহেতুং বদন্ কলৌ কীৰ্ত্তনশ্চৈব প্রাধাত্যমাহ—কৃতে জপৈ-
রিতি । কৃতে সত্যযুগে জপৈ র্জপান্বিতধ্যানৈ, বাক্যান্তরে ধ্যান-প্রয়োগ-দর্শনাৎ
উভয়ত্রোভাবনুসন্ধেয়ো । ত্রেতায়াং হোমকর্মভি মর্মবিশেষৈঃ, দ্বাপরে পরি-
চর্য্যাভিঃ পূজাদিভিঃ কলৌ সংকীৰ্ত্তনৈরপিত্যপিশব্দাৎ পূজায়া অপি সংগ্রহ
স্তত্র কীৰ্ত্তনস্ত প্রাধাত্যাং সাক্ষাৎ গ্রহণং ; তদুক্তং 'যজ্ঞেঃ সংকীৰ্ত্তন-প্রাটৌ
যজন্তি হি স্নুমেষদঃ ।' (১১।৫।৩২) 'কৃতে যদধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো
মথৈঃ । দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্বরি-কীৰ্ত্তনাদিতি [ভাগ ১২।৩।৫২] ॥ ২৯

এবং কীৰ্ত্তনশ্চৈব প্রাধাত্যেন কলিতারকত্বং শ্রদ্ধা ব্রহ্মা কীৰ্ত্তন-স্বরূপং তত্র

* কেন শোক-পরিভ্রাণং পৃথিব্যা ভারহারকং (গ) ।

† ইতঃ ৪৩ শ্লোক-পর্যন্তং 'গ' পুস্তকে নাস্তি ।

শ্রীভগবান্নুবাচ—শৃণু ব্রহ্মান্ প্রবক্ষ্যামি সংকীৰ্ত্তনমতঃপরং ।
 সমাহিতমনা ভূদ্বা সারাৎসারতরং হি যৎ ॥ ৩১
 মৃদঙ্গৈঃ করতালৈশ্চ স্বর-ভাব-সমম্বিতেঃ ।
 রাগরাগান্বিতং গানং যতঃ শ্রাস্তুল্যকীৰ্ত্তনং ॥ ৩২
 তে শব্দেনোচ্যতে রাধা না শব্দেনোচ্যতে জনঃ ।
 তেনেতি শ্রুতিমাত্রেণ যথৈবাব্দিতরোভবঃ ॥ ৩৩
 তথা চাত্র ভবিষ্যামি ভক্ত্যানুগ্রহ-কাম্যয়া ।
 সহস্রশোহবতারা মে গীতা ব্রহ্মান্ যুগে যুগে ॥ ৩৪
 বাণমার্গে বেদমার্গে রিপুণাং তত্র সংক্ষয়ঃ ।
 ভক্তানাং তারণং কৃদ্বা খ্যাপিতং স্বয়শঃ ক্ষিতৌ ॥ ৩৫

শ্রীতি-প্রকারং চ পৃচ্ছতি—কহীতি । হে করুণামিকো ! যথা মিকোঃ মণি-
 ক্ষয়ো নাস্তি, তথা কৃত্যামপোভাবত্যাং করুণায়াং স্বকরুণা-তাদবস্থ্যাবদৈব
 কীৰ্ত্তনং কিংস্বরূপকমিতি তৎস্বরূপমপি ক্রহি । কথং বাত্র কীৰ্ত্তনে ভগবত
 স্তব পরা শ্রীতি ভবিষ্যতি, তদপি ক্রহি ॥ ৩০

ইতি বিজ্ঞাপিতো ভগবান্ কীৰ্ত্তন-স্বরূপমাহ—শৃণ্বিতি । হে ব্রহ্মণ্ ! অতঃ
 পরং যৎ সারাৎসারতরং সংকীৰ্ত্তনং তৎ প্রবক্ষ্যামি ; স্বং চ সমাহিতমনা ভূদ্বা
 শৃণু ॥ ৩১ ॥ মৃদঙ্গৈঃ রূপলক্ষণমেতৎ তদ্বাদে বাগ্মনাত্ত্র । করতালৈঃ করণ
 দীপ্যমানকতালী-প্রতিম-হাদিতালৈঃ স্বরভাব-সমম্বিতেঃ স্বরৈঃ বড়জুবভগাক্ষা-
 রাদিভিঃ ভাবৈর্গানার্থানুকূলে নেত্রমুখকরাদি-চেষ্টাভিঃ সহকৃতেঃ যদ্ রাগরসান্বিতং
 গীতোচ্চারণং যত স্তব্যং সমানং মিলিতস্বরং কীৰ্ত্তনং শ্রাৎ, তৎ সংকীৰ্ত্তনমিতি
 শেষঃ ॥ ৩২

তত্র গান-স্বরাদার-শব্দমুপদিশতি শব্দেনেতি । ‘তে’ শব্দেন রাধা উচ্যতে,
 ভক্তমুখেন ‘তে’ ইত্যুক্তে সম্বোধ্যমানদৃষ্টদাভিধেয়-ভগবতঃ শক্তিস্বাং, ‘না’
 শব্দেন ‘নৃ’ শব্দ-প্রথমাস্তরূপেণ পুরুষ-বোধকেন তৎস্বামী পুরুষোত্তমোহজ্ঞো
 জন্মরহিত উচ্যতে—ইতি হেতোঃ ‘তেনা’ শব্দ-শ্রবণমাত্রেণাহং যথৈব যথা-
 বদেবাব্দিতরো দ্রবিতচিত্তো ভবং, তয়ো রস্মৎপরপ্রেমাম্পদ-স্বরূপদ্বাং ॥ ৩৩

এবং সংকীৰ্ত্তন-স্বরূপং তত্ত্ব চান্ননঃ প্রীতিকরদ্বয়ভিদ্ভায় স্বাবির্ভাবমাহ—
 তথাচেতি । হে ব্রহ্মণ্ ! যথা যুগে যুগে মে সহস্রশোহবতারা অতীত স্তথা-
 হং ভক্ত্যানুগ্রহকাম্যয়া করুণা-পরবশো ভবিষ্যামি প্রাচুর্ভাবং করিষ্যামি ॥ ৩৪

পূর্বাবতারাণাং চরিতং সমাসেনাহ—বাণমার্গেরিতি । বাণমার্গে রিপুণাং
 সংক্ষয়ং বিনাশং বেদমার্গেঃ কর্মজ্ঞান-ভক্তিবোঁগে ভক্তানাং তারণং কৃদ্বা স্বয়শঃ
 ক্ষিতৌ খ্যাপিতং—ইত্যয়ং । তত্র ভক্তানাং তারণং কৃদ্ব্যতেনেনাভক্তানাং
 কর্মাদিভিরতরণং স্বচয়ন্ কর্মাদিসিদ্ধে ভক্ত্যধীনত্বাদেদমার্গেষপি স্বতন্ত্রতয়া
 ভক্তিরেব শ্রেয়স্বরীতি ধ্বনিতং । ‘বস্ত্র’ শ্বত্যা চ নামোক্ত্যা তপোবজ্রক্রিয়াদিবু ।
 ন্যূনং সম্পূর্ণতাং যাতি সত্ত্বো বন্দে তমচ্যুতং ॥’ আরাধিতো যদি হরি স্তপসা
 ততঃ কিং নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ? অন্তর্বহি যদি হরি স্তপসা

কলৌ নষ্টদশামেষ মংপত্কার্ক উদেষ্যতি ॥ ৩৬

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ৩৭

সকৃদ্ দ্বি স্ত্রি যথাশক্তি যাবজ্জীবমথাপি বা ।

ব্যাহরন্ স্বপচোহপি স্তান্ম ভক্তো ন সংশয়ঃ ॥ ৩৮

সর্ববেদবিদো বিপ্রাঃ পুরাণাগম-পারগাঃ ।

ততঃ কিং নাস্তবহি যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং ?” ঈশ্বর-প্রণিধানাদাসন্নঃ সমাধিনাভঃ ‘যুজ্ঞানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভি মর্নঃ । অক্ষীগবাসনং রাজন্ ! দৃষ্টতে কচিৎস্থিতং ।’ (১০।৫।১৬০) নৈকর্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাববজিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং । কুতঃ পুনঃ শব্দভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণং । (১।৫।১২) মদভক্তিবিমুখানাং হি শাস্ত্র-গর্ভেষু মুহুতাং । ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষং স্তাত্তেবাং জন্মশতৈরপি’ ইত্যাদি-বচনাং ॥ ৩৫

কনাবতীর্ণস্থান্ননঃ কৃত্যমাহ—কনাবিতি । কলিযুগে পাপাত্মকে ন তপতা ? নষ্টদশামলকৃষ্ণতিজ্ঞানদৃষ্টীনাং লঙ্ঘ্যপি জ্ঞানে বিষয়রাগাদিনা পরিভূতজ্ঞানা-নামেষ স্তমো-নিঃশেষকরঃ মংপত্কার্কঃ মহুদিতো মংস্বরূপ-প্রত্যয়ক-শ্লোকাত্মকোহর্ক উদেষ্যতি মচ্চক্ষুষঃ স্বর্ঘ্যবন্মুখাং প্রাহুর্ভবিষ্যতি ॥ ৩৬

পঞ্চমেবাহ—হর ইতি । অত্র হরিশব্দেন ভক্তানাং সর্বদৃষ্টাদৃষ্ট-প্রতিবন্ধক-দোষহরত্বং মনোহরত্বং চোক্তং । ‘কৃষ্ণ’ শব্দেন শ্রামস্বন্দরস্ত ভগবতঃ সদানন্দা-ত্বকত্বং । রামশব্দেন চ স্ববাৎসল্যা-ভাবেন ভগবৎসংযোগমিচ্ছতাং যোগিনাং রমণার্থারত্বমুচ্যতে । সন্থোধন-প্রয়োগস্বাভির্ভাবাকাজ্জর, তদাবৃতিঃ প্রেম্না ॥ ৩৭

অধিকারি-ভেদেন তদুচ্চারণ-বিভাগং তৎফলঞ্চাহ—সকৃদিতি । নামাপরাধ-হীনঃ সকৃদেকবারমেব, তদুচ্চারণং ‘সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরবহুং । বন্ধঃ পরিকরন্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি’ ইত্যাদি । অজ্ঞাত-নিষ্পন্ননামাপরাধে তু দ্বিঃ, অজ্ঞাত-স্বল্পে ত্রিঃ, অজ্ঞাতনামাপরাধ-বাহুল্যে যথাশক্তি । জ্ঞাতিপূর্বক-প্রসহ নামাপরাধাচরণে তু য যাবজ্জীবং ব্যাহরন্মুচ্চারণং কুর্বন্ স্বপচোহপি নিঃসংশয়ঃ মম ভক্তঃ স্তাং ; কিমুতাং ? তদুচ্চারণং—‘অহো বত স্বপচোহতিগরীষান্ যজ্জি-হ্বাথ্রে বর্ততে নাম তুভ্যং । তেপু স্তপন্তে জুহবুঃ সন্মুরায্যা ব্রহ্মানুচূর্নাম গৃণন্তি যে তে ।’ [৩।৩৩।৭] ইত্যাদি । যাবজ্জীবমিতি সুষুপ্তেরামরণং ‘সতা সৌম্য তদা সংপন্নো ভবতীত্যাদিশ্রুতেঃ সুষুপ্তৌ জীবতাবাপগমাং, তত্রোচ্চারণা-সম্ভবাচ্চ । ন চান্তকৌ শাস্ত্রীয়কর্ম্মানুপযোগাং কথং যাবজ্জীবং বিধিরিতি বাচ্যং, ‘চক্রায়ুধস্ত নামানি সদা সর্বত্র কীর্ত্তয়েৎ । নার্শেচং কীর্ত্তনে তস্ত স পবিত্রকরো বতঃ । ‘অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাংস্তাং গতাপি বা । যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরী-কাক্ষং ন বাহ্যভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥’ ইত্যাদি-বচনাং তৎস্বতাবশুদ্রস্তাসম্ভবাং, নামা-পরাধাস্ত স্বতৌ সংগৃহীতাঃ—‘সমিলাংসতি নামবৈভবকথা শ্রীশেষায়ো ভেদধী রশ্রদ্ধা শ্রুতিশাস্ত্রদেশিকগিরাং নাম্মার্থবাদভ্রমঃ । নামাস্তীতি নিষিদ্ধবৃতি-বিহিত ত্যাগো চ ধর্ম্মান্তরেঃ সাম্যং নামনি শঙ্করস্ত চ হরে নামাপরাধা দশ’ ইতি । অত্র ‘ভেদধীঃ’ শব্দেন বিরোধবুদ্ধেরপরাধ-নির্দেশঃ । অত্থথা স্বরূপতো ভেদো

ন চেন্দ্রভক্তভক্তা স্তে দূরে তিষ্ঠন্তি বারিতাঃ ॥ ৩৯
 অপি চেৎ সুহুরাচারো পুরুষঃ স্বপচোহথবা ।
 মদভক্তভক্তিকৃৎ স শ্রান্নম কৌস্তভ-সন্নিভঃ ॥ ৪০ ॥
 ভক্তরূপমহং ধৃত্বা ভক্তাজ্ঞা-প্রতিপালকঃ ।
 মৎপরানুদ্বরিষ্যামি ঘোরসংসার-সাগরাৎ ॥ ৪১
 তিলকাঙ্কিতভালাঃ শ্রীতুলসীকণ্টিকাশ্রিতাঃ ।
 শঙ্খচক্রলসদ্বাহুমূলাঃ কোপীন-বাসসঃ ॥ ৪২

নাস্ত্যেব প্রতীতিভেদ ইতি । তত্রাসতি নামাপরাধে সৰ্ব্বদুষ্কার-মাহাত্ম্যং পূৰ্ণ-
 দর্শিতং, সত্যপরাধে তদনুসারেণাবৃত্তিবিধানং তু পদ্মপুরাণে দর্শিতং—‘সৰ্বাপরাধ-
 কৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ । হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্যাদ্ দ্বিপদপাংসনঃ । নামা-
 শ্রয়ঃ কদাচিৎ শ্রাত্বরেদেব স নামতঃ ॥ নাম্নোহপি সৰ্বস্বহৃদো হপরাধাৎ পত-
 তাধঃ । নামাপরাধ-যুক্তানাং নামাশ্চেব হরন্ত্যধঃ ॥ অবিশ্রান্ত-প্রযুক্তানি তাত্ত্বে-
 বার্থকরাণি চেতি । নামাপরাধহীনশ্চ তু নামাবৃত্তিঃ প্রভোঃ কৃতজ্ঞতয়া প্রেমোদ্-
 গারেণ বা, মদভক্তিঃ শ্রাদ্ধিতি পুরুষার্থ-সীমাকথনং । ভক্তো নিরাবরণ-স্বরূপা-
 নন্দশ্চ নানালীলাতরঙ্গোল্লসিতত্বেন প্রেমবৃত্তিষু প্রতিফলিতত্বেন বহুগুণাপত্তা-
 নন্দ-সমানভানাত্মক-মুক্তেরপি ভক্তে গরীয়সীত্বাৎ । অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ
 সিদ্ধে গরীয়সী’ত্যাदि (৩২৫।৩৩) বচনাৎ ॥ ৩৮

ব্যতিরেকেণ ভক্তিমাহাত্ম্য-দাঢ্যগায়ভক্তানাং স্বরূপাপ্রাপ্তিমাং—সৰ্বেতি । বে-
 বর্ণতোহপি শ্রেষ্ঠা বিপ্রা বোধতোহপি সৰ্ববেদবিদঃ পুরাণাগমসমাপ্তিং গতা অপি
 মদভক্তভক্তা নোচেত্তর্হি বেদাদিরহস্তপরিজ্ঞানাতন্মহত্বাদপি বারিতা দূর এব
 তিষ্ঠন্তি । ‘বিপ্রা রাজহুবেশৌ চ প্রাপ্তা হরিপদাস্তিকং । শ্রোতেন জন্মনাথাপি
 মুহন্ত্যাম্নায়বাদিনঃ’ । ‘বিপ্রাদ্ধিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দ-বিমুখাং স্বপচং
 বরিষ্ঠং । মন্ত্রে তদপি তমনোবচনেহিতার্থং প্রাণং পুনাতি সকুলং ন তু ভূরিমানঃ
 (৭।২।১০) ॥ ৩৯

ভক্তভক্তানাং স্বরূপাপ্রাপ্তিমভিধায় ভক্তভক্তানামতিপ্রিয়ত্বমাং—অপি-
 চেদिति । স্তুষ্ঠু অতিশয়েন হুরাচারোপি চেদिति কর্মতো নীচতামুক্তা জাতি-
 তোহপ্যাহ পুরুষঃ স্বপচোহথবা ইতি । এবমতিনিচোহপি যদি মদভক্তানাং
 ভক্তিকৃৎ অনুরাগসেবানিরতঃ, তর্হি স মম কৌস্তভসন্নিভ ইতি নিত্যং কণ্ঠ-
 সংলগ্নঃ শ্রাৎ । ভক্তভক্তানাং কৌস্তভাপেক্ষয়া হতিপ্রিয়ত্বেহপি ভগবন্মুখেনেত্রাদে-
 শচন্দ্রপদ্মাদিবদগতোপমোক্তিঃ । তদুক্তং ‘ন তথা মে প্রিয়তমঃ পদ্মযোনি ন
 শঙ্করঃ । নৈব সঙ্কর্যণো ন শ্রীনৈবাত্মা চ যথা ভবান্’ [১১।১৪] ইত্যাদি ॥ ৪০

যস্মাদ্ ভক্তা আত্মনোহপ্যতিপ্রিয়া স্তস্মাদহমপি ভক্তরূপং ধৃত্বা তত্রাপি
 ভক্তানামাজ্ঞাপরিপালকঃ সন্ মৎপরান্ মদেকশরণান্ ঘোরাৎ দুঃখাত্মকং
 সংসাররূপ-সাগরাৎ তর্ভূমশক্যাদহমুদ্বরিষ্যামি । সংসারান্নিঃসার্যোদ্ধ্বস্বপদে
 ধরিষ্যামি । তদুক্তং গীতায়ামপি—‘তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যুসংসার-সাগরাদিতি ॥১১

ভক্তানাং বাহুচিহ্নাগ্রাহ—তিলকেতি । তিলকাঙ্কিতভালা ইতি সান্তরালোঙ্ক-
 পুণ্ড্রধরাঃ, নিরন্তরালোঙ্কযন্তশ্চ তির্যক্পুণ্ড্রশ্চ চ নিষেধাৎ । ‘উর্দ্ধপুণ্ড্রশ্চ মথো

মদভক্তা বিচরিস্যন্তি কলৌ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৪৩

স্বর্ণদীতীরমাস্থায় নবদ্বীপ-জনালায়ঃ ।

তত্র দ্বিজকুলং প্রাপ্তো ভবিষ্যামি জনালায়ে ॥ ৪৪

ভক্তিযোগ-প্রদানায় লোকস্থানুগ্রহায় চ ।

সন্ন্যাসরূপমাস্থায় কৃষ্ণচৈতন্য-নামধুক্ ॥ ৪৫

আনন্দাশ্রকলাপূর্ণঃ পুলকাবলি-বিহ্বলঃ ।

ভক্তিযোগং প্রদাস্তামি হরিকীর্তন-তৎপরঃ ॥ ৪৬

তু বিশালে স্তমনোহরে । লক্ষ্মী সহ সমাসীনো দেবদেবো জনার্দনঃ । নিরন্ত-
রালং যঃ কুর্যাদুর্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজাধমঃ । স হি তত্র স্থিতং বিষ্ণুং লক্ষ্মীধৈব
ব্যপোহতি' ইতি । তিৰ্য্যক্ পুণ্ড্রং ন কুর্বাতি সংপ্রাপ্তে মরণেহপি চেত্যাদিবচনাৎ ।
শ্রীতুলসী-কণ্টিকাশ্রিতা ইত্যত্র কণ্টিকাশকেন শ্রীতুলস্যাঃ কণ্ঠসংলগ্নত্বং বিবক্ষিতং ।
তদপ্যুক্তং 'যে কণ্ঠলগ্নতুলসী-নলিনাকমালা যো বা ললাটপটলে লসদুর্দ্ধরেখাঃ ।
যে বাহুমূল-পরিচিহ্নিত-শঙ্খচক্রা স্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাণ্ড পবিত্রয়ন্তীতি'; শঙ্খ-
ত্যাদি স্পষ্টং । কুংসিতং পীনত্বমপ্যোতি কুপীনং লিঙ্গমাচ্ছাদয়তীতি কোপীনং
তদ্বাসো ঘেষামিত্যেনান্তরবৈষ্ণবত্ব-ছোতকঃ বিরাগোহপি ধ্বনিতঃ । তদুক্তং
'বৈষ্ণবো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো বাহ্যোহভ্যন্তর এব চ । বাহ্যস্ত শংখচক্রাভ্যামান্তরো
বীতরাগতঃ ।' ইতি ॥ ৪২

আন্তরং মুখ্যং চিহ্নমাহ—মদভক্তা ইতি । মদনুরাগিণঃ মৎপ্রীত্যতিশয়েনা-
তত্র গতরাগা ইত্যর্থঃ । তদপ্যুক্তং—'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে' ইতি । এবং
দ্বিবিধ-লক্ষণযুক্তত্বেন ভাগবতোত্তমাঃ স্বপ্রয়োজন-রহিতা অপি কলিজনোদ্ধারণায়
বিচরিস্যন্তি । 'মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাং । নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্
কল্পতে নাগ্রথা ক্চিৎ (১০।৮।৪) । বিষ্ণো ভূতানি লোকানাং পাবনায়
চরন্তি হি' ইত্যাদি বচনাৎ ॥ ৪৩

ভক্তেবু স্ব-প্রার্থভাব-স্থানমাহ—স্বর্ণদীতি । গঙ্গাতীরং আস্থায় স্থিতো যো
নবদ্বীপাখ্যো জনালয় স্তত্র জনালায়ে দ্বিজকুলং প্রাপ্তো ভবিষ্যামীত্যর্থঃ । যদ্বা
স্বর্ণদীতীরে যো নবদ্বীপজনালায়ঃ পুনস্তত্র জনালায়ে দ্বিজকুলমাস্থায় সর্বভোয়া
ভক্তেভ্যঃ প্রাপ্তো ভবিষ্যামি । পদপরিণামাপেক্ষয়া ব্যবহিতাঘ্রয়স্ত্রাঘাত্যৎ ॥ ৪৪

স্বপ্রার্থভাব-প্রয়োজনং বিশদয়তি—ভক্তিযোগপ্রদানায়ৈতি । ভক্তৌ প্রেম-
লক্ষণায়াং যোজয়তীতি ভক্তিযোগঃ শ্রবণাদিভক্তিঃ তস্ত প্রকর্ষণে দানায় লোকস্ত
শ্রবণকীর্তনাদি-প্রবৃত্তস্ত অনুগ্রহায় তৎফলভূতপ্রেম-সুখোৎপত্তৌ চ সন্ন্যাসরূপ-
মাস্থায় কৃষ্ণচৈতন্যনামধুক্ ভবিষ্যামি ইতি পূর্বেণৈবান্বয়ঃ । তত্র 'কৃষিভূ'বাচকঃ
শব্দো গশচ নিবৃতিবাচকঃ ।' ইতি সত্যানন্দাত্মকত্বস্ত কৃষ্ণশব্দার্থত্বেহপি ভানং
বিনানন্দত্বাপুরুষার্থত্বমাশঙ্ক্যক্তং কৃষ্ণচৈতন্যেতি ॥ ৪৫

আবিভূতস্ত ভক্তিযোগ-প্রদান-প্রকারমাহ—আনন্দাশ্রকলাপূর্ণ ইতি ।
আনন্দাশ্রুণা কলা ধারা স্তাভিঃ পূর্ণঃ ক্লিন্নাঙ্গঃ পুলকো রোমহর্ষ স্তস্তাবলিঃ পর-
স্পরা তয়া বিহ্বলঃ ক্ষণে ক্ষণে প্রফুটদঙ্গঃ । এবং স্বস্মিন্ ভক্তিচিহ্নাভাবিকৃতা

তেনৈব সর্বলোকানাং নিস্তারো বৈ ভবিষ্যতি ।
 মন্যম-স্মরণাং কিঞ্চিং কলৌ নাস্ত্যেব বৈদিকং ॥ ৪৭
 মদভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নিশ্চিতং । *
 তৎ স্ময়ং ভুবি ভক্তা বৈ জায়ঞ্চং ভক্তিতংপরাঃ ॥ ৪৮
 যেন লোকস্য নিস্তার স্তং কুরুঞ্চং মমাজ্জয়া ।
 ধরিত্রী ভবিতা 'চাভী ম' যৈব দ্বিজদেহিনা' † ॥ ৪৯
 সত্ত্ব স্তত্র 'স্বগোপানাং শান্তা' ‡ তু কমলালয়া ।
 নাম্না গদাধর ইতি বিখ্যাতো ধরণীতলে ॥ ৫০

তদ্ দর্শয়ন্ হরিকীর্তনতংপরঃ সন্ জনেভ্যো ভক্তিবোগং প্রদাশ্চামি প্রকর্ষণ
 রোমহর্ষাশ্রয়িত-কীর্তন-প্রচারং করিষ্যামি । রোমহর্ষাদীন্যং ভক্তিচিহ্নং চোক্তং
 'কঞ্চং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা । বিনানন্দাশ্রকনরা শুক্লোং ভক্ত্যা
 বিনাশরঃ' (১১।১৪।২৩) ইতি ॥ ৪৬

তথা তেনৈব কীর্তনেন সর্বলোকানাং নিস্তারো নিঃশেষেণ সংসার-তরণং
 মোক্ষো ভবিষ্যতি । নতু কিমিতি তেনৈবেতি নিরম্যতে । অনে' বৈদিকধর্মৈ-
 রপি নিস্তারো ভবতু ; তত্রাহ—মন্যমস্মরণাদন্তং কলৌ কিমপি বৈদিকং
 নাস্ত্যেব । তদপ্যুক্তং 'হরেন' মৈব নামৈব নামৈব মম জীবনং । কলৌ নাস্ত্যেব
 নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্তথা' ইতি ॥ ৪৭

স্বকর্তব্যমুক্তা স্বসহবাসেন লোভয়ন্ দেবানাজ্ঞাপয়তি—মদভক্তা ইতি । যতো
 মদভক্তা যত্র গানং কুর্বন্তি, তত্রাহং নিশ্চিতং তিষ্ঠামি, তস্মাদ্ যুয়ং সাক্ষাৎ
 ন ত্বংশৈঃ ভুবি ভরতখণ্ডে ভক্তিতংপরা ভক্তা জায়ঞ্চং ॥ ৪৮

যেন সংকীর্তনেন লোকস্য নিস্তার স্তন্মমাজ্জয়া কুরুঞ্চং । ততশ্চ মমৈব
 দ্বিজদেহিনা ব্রাহ্মণাকার-প্রাজ্জ্বলেন ধরিত্রী অভী নির্ভয়া ভবিতা ভবিষ্যতি ॥ ৪৯

অন্তাবতারানপ্যাহ—সত্ত্ব ইত্যাদি । সত্ত্বঃ শীঘ্রমেব মম প্রাজ্জ্বল্যবোৎসাহেন
 তত্র নবদ্বীপ-মণ্ডল এব বা স্বীরানাং মর্যাদাসাধুতানাং ব্রজগোপোপলক্ষিত-
 মদনুরাগিণাং বা শান্তা সাত্বিকী সংসারানুবন্ধিনী মদেকপরা কমলালয়া
 মনুখকর-চরণাভ্যুপমানমালক্ষ্য কৃতপদ্মবনবাসা লক্ষ্মী নাম্না গদাধর ইতি 'গদ
 ব্যক্তারাং বাচী' তস্মাদ্ গদা ব্যক্তা বাক্ নাম্না নিমিত্তভূতেন প্রেমোচ্চৈ
 ম' ন্নামানুকীর্তনেন সফলব্যক্তবাক্ত্যাদ্ গদাধর ইতি ধরণীতলে বিখ্যাতো ভবিষ্যতি ।
 'সা বাগ্ যরা তস্ত গুণান্ গৃণীতে ।' (১০।৮।৩) যস্তাং ন মে পাবনমঙ্গ
 কম' স্থিত্যন্তবপ্রাণনিরোধমস্ত । লীলাবতারেপ্সিতজন্ম বা স্তাদ্ বক্তাং
 গিরং তাং বিভ্রাণ ধীরঃ (১১।১১।২০) ॥ তদ্বাগ্'বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো
 যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্বব্যতপি । নামাশ্রনন্তস্ত যশোহিতানি যচ্ছৃণ্বি গায়ন্তি

* তত্র স্থিতি ম' মাচ্যুতা (গ) ।

† নারী মমৈব দ্বিজদেহিনঃ । ভূদেবী-দেহমাস্থায় মদভক্তি-রসলালসা (গ) ।

‡ মমাংশস্ত কর্তৃত্ব (গ) ।

বলরামো মমৈবাংশঃ সোহপি মৎপৃষ্ঠমেব্যতি ।

নিত্যানন্দ ইতি খ্যাতো গ্রাসিচূড়ামণিঃ ক্ষিতৌ ॥ ৫১*

কৃৎসাবধূত-বেশং স ধর্মান্ ভাগবতান্ বহুন্ ।

গ্রাহয়িত্ব জনানিথং গৃহিণামাশ্রমং ততঃ ॥ ৫২

জাহুব্যাদিভি রাগ্নানং দর্শয়িষ্যতি মানবান্ ॥ ৫৩

গুণন্তি সাধবঃ (১৫।১১) । ন যদবচশ্চিত্রপদং হরে যশো জগৎ পবিত্রং
প্রগুণীত কহিচিৎ । (১৫।১০) তদধ্বাজ্জীর্থাং ন তু হংস-সেবিতং বদ্রাচ্যুত
স্তত্র হি সাধবোহমলাঃ ॥* ইত্যাদিভিরন্য-ব্যতিরেকাভ্যাং ভগবদ্রামানুজীর্ভনেনৈব
বাক্যসাফল্যাভিধানাৎ । লক্ষ্যঃ পুংস্বং তু নিরন্তর-মদনুধ্যানেন ভূদ্বীকীটস্থারেন
মদাকারত্বাপত্ত্যা ॥ ৫০

ব্রজলক্ষ্যবতারমুক্তা শেবাবতারমাহ—বলরামো ইতি । বলরামো মমৈবাংশঃ
স্বরূপঃ সংকর্ষণবাহবতারত্বাৎ । সোহপি মৎপৃষ্ঠমেব্যতি মদনুগমনং করিষ্যতি ।
তদুক্তং—নিত্যানন্দস্ত ভগবতো রামশকাভিধেয়পরব্রহ্মাত্মকত্বমনস্তাবতারত্বং চ
সর্বজ্ঞাতারা শ্রুতাপি ‘রমন্তে যোগিনোহনন্তে নিত্যানন্দে চিদাশ্রয়িণি । ইতি
রামপদেনাসৌ পরব্রহ্মাভিধীয়তে’ ইতি । যস্মাদ যোগিনো ভক্তিবোগ-পারগা
অদ্বৈত-রূপ-সনাতন-জীব-গোপালভট্টাদয়ঃ নিত্যানন্দে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভৌ
অভিরমন্তে পরাং প্রীতিং কুর্বন্তি । কথমুতে—অনন্তে শেবাবতারে চিদাশ্রয়িণি
ক্লৃষ্টচৈতন্যস্থানভূতে ইতি হেতো রসৌ পরং ব্রহ্ম রামশব্দেন বলরামত্বেনাভি
ধীয়ত ইত্যর্থঃ । তস্ম লোকসিদ্ধাং সংজ্ঞামাহ—নিত্যানন্দ ইতি খ্যাত ইতি
মদংশত্বেন নিত্য-নিরতিশয়-মদনুগবলান্নিত্যঃ কালাপরিচ্ছিন্ন আনন্দো যস্য
তথাভূতঃ সন্ নিত্যানন্দ ইতি ক্ষিতৌ খ্যাতঃ লোকেহপি তথাহেন প্রসিদ্ধিঃ
গতঃ । স কথমুতো গ্রাসিচূড়ামণিঃ ঐহিকামুগ্নিক-সুখতিরস্বারেণ তৎসাধন-
পরাঙমুখীভূয় নৈকম্যজ্ঞাননিরতানাং পরমহংসানাং মদভক্তত্বেন শিরোভূষণঃ ।
‘নৈকম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনমি’ত্যাদি (১৫।১২)
বচনৈঃ ভগবদ্ভাবহীনস্ত নৈকম্যস্তাপি শোভাভাব-শ্রবণাৎ ॥* ৫১

শ্রীনিত্যানন্দভগবতো ভবিষ্যচ্চরিতমাহ—কুত্থেতি । স এব শ্রীনিত্যানন্দো
হবধূতবেশমাশ্রমাচারশৃঙ্গমাকার-বিশেষং নাট্যেতিপ্রসিদ্ধং ‘জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো
বা মদভক্তো বানপেক্ষকঃ । সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যজ্ঞা চরেদবিধিগোচরঃ ।’ (১১।১৮।২৮)
যং ন সন্তং ন চাসন্তং নাশ্রুতং ন বহুশ্রুতং । ন স্তব্ধং ন হ্রব্ধং বেত্তি
কশ্চিৎ স বৈ পরি’ ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত-ভগবদ্ভক্তিমার্গঃ দর্শয়ন্ কৃৎসাবহুন্
ভাগবতান্ ধর্মান্ জনানিথং গ্রাহয়িত্ব নিবৃত্তিমার্গনিরতান্ মুখ্যাধিকারিণো
‘ইত্যর্হিতং হি পূর্বমিতি’ ত্রায়েন শিক্ষয়িত্ব ততঃ প্রবৃত্তিমার্গেন নিরয়াত্মকে
সংসারে পতমানানুদ্রিয়ন্ গৃহিণামাশ্রমং যথা ভবতি তথা, নতু গৃহী সন্
জাহুব্যাদিভি রাগ্নানং দর্শয়িষ্যতি । জাহুবী রেবত্যবতারভূতা প্রথমা ভার্যা ।

কামদেব ইতো গত্বা ধ্রুবানন্দেতি সংজ্ঞিতঃ ।

জাহ্নবীশিষ্যতামেতা লোকানিস্তারয়িষ্যতি ॥ ৫৪

নৈচীং তনুং সমাস্থায় লোকশিক্ষার্থ-তৎপরঃ ।

বিখ্যাতো হরিদাসো যো মম ভক্তিং করিষ্যতি ॥ ৫৫

আদি-শব্দেন বারুণ্যবতারভূতবসুধাখ্যা দ্বিতীয়া ভাষ্যা, বীরভদ্রাখ্যা পুত্রশ্রুত্যা চ যে সম্বন্ধিন স্তেবাং গ্রহণং; তৈঃ সহ স্বাত্মানং স্বাঘট-ঘটনাপটীয়াচিন্ত্যাক্ষা শক্ত্যা কেবলং দর্শয়িষ্যতি । নতু তৎসঙ্গী ভবিষ্যতি । ‘অসঙ্গো নহি সজ্জতে’ ইতি শ্রুতেঃ । কথমুতঃ স মানবান্ স্বতঃ প্রমাণভূত-শ্রুতেশাস্ত্বেন সর্বজ্ঞত্বা প্রমাণ-কুশলো নতু কিঞ্চিদপি বেদবিরুদ্ধকারী, ঈশ্বরীনাং স্বতন্ত্রাচারস্তাপি ‘কুশলাচরিতে নৈবামিহ চার্খো ন বিদ্যতে । বিপর্যয়েণ বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো । কিমুতখিলসত্ত্বানাং তিৰ্য্যঙ্-মর্ত্যাদিবৌকসাং । ঈশিতুশ্চেচিশিতব্যানাং কুশলাকুশলহরোঃ ।’ [১০।৩৩।৩৩-৩৪] ইত্যাদিবচনাচ্ছাস্ত্রসম্মতত্বাৎ ॥ ৫২-৫৩

বাসুদেব-সংকর্ষণ-বৃহদ্বয়-প্রাচুর্য্যবমুক্তা প্রচ্যন্নবৃহাবিভাবমাহ—কামদেব ইতি । কামস্ত লোকপ্রজনস্ত দেবোহধিষ্ঠাতা মদবৃহঃ প্রচ্যন্নাত্মা ইতো মদংশত্বাং মৎসন্নিধানাদ্ গত্বা, নতু স্বর্গাদিল্লসন্নিধানাং, অতএব ধ্রুবো নিত্যঃ ভগবৎ-স্বরূপোল্লাসাত্মকো আনন্দো যশ্রেতি ব্যুৎপত্ত্যা ধ্রুবানন্দেতি সংজ্ঞিতঃ, লৌকিক-দেবাদি-কামস্বতন্ত্রাধ্রুবত্বাং তদব্যাবৃত্তৌ ধ্রুবেতি বিশেষণং, সংকর্ষণ-বৃহান্তর-গণত্বাং প্রচ্যন্নবৃহস্ত জাহ্নব্যাখ্য-সংকর্ষণাবতার-শক্তিশিষ্যতাং তদান্নুকূল্যমেতা মদনুকীর্ণানুরাগাদ্যপদেশেন লোকান্ নিস্তারয়িষ্যতি ॥ ৫৪

অনিরুদ্ধস্ত ভগবত স্তন্মিয়মানাভিপদ্বোভূত-ব্রহ্মাভেদেনাবতারমাহ—নৈচী-মিতি । ‘তদ্ ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটবাং যদ্ গোকুলেহপি কতমাজ্জি-রজোহভিষেক’ মিত্যাदिনা [১০।১৪।৩৪] ভক্তরজোযোগ্যং বপুঃ প্রার্থ্য লব্ধ্বা তত্র ব্রজবাসি-রজোভিষেকেন ভক্তজন্মযোগ্যতামবাপ্য তত্রোত্তমবর্ণেষু বিবিধ মহত্ব-বৃত্তেষু মহত্ব-সাক্ষর্য্যেণ ভক্তিমাহাত্ম্য-বথাবদক্ষুরগশঙ্করা স্বকর্ম্মফলনির্দিষ্টাং ‘বাং বাং যোনিং ব্রজামহং । তত্র তত্রাচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্ত সদা হরি’ ইত্যাদিনা ভক্তানাং ভক্তাবেবাগ্রহবতাং যোষ্ঠাগ্রহাদর্শনাং নৈচীং তনুং স্বীকৃত্য ‘ন নীচো যবনাং পর’ ইত্যাদি বচনানীচত্বাবধিভূতাং যবনতনুং সমাস্থায় অজো ব্রহ্মা সর্বদেবশ্রেষ্ঠোহপি লোকশিক্ষার্থ-তৎপরঃ সন্ যবনখসপুক্স স্বপচানামপি নামানুকীর্ণাদিনা সর্বলোকপূজ্যত্বং পাবনত্বং শ্রতিস্মৃত্যাদিষু দর্শনেন সর্ববিষয়াভিলাষ-মানমদাদিকং হিত্বা তৎপরতৈব কার্য্যেতি স্বহারা লোক-পূজ্যত্বাদিপ্রখ্যাপনেন যো লোকশিক্ষারূপার্থং তৎপরো ভূত্বা হরিদাস ইতি বিখ্যাতো মম ভক্তিং করিষ্যতি । তদুক্তং ভগবৎকীর্ণাদিপরীনাং অতিনীচা-নামপি শ্রেষ্ঠং শ্রুত্যাদিষু অপি । যশচণ্ডালঃ শিব ইতি বাচং বদেত্তেন সহ ভূঞ্জীত, তেন সহ বসেৎ, তেন সংবদেৎ । বিপ্রাদ্বিষড়্-গুণযুতাদরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দবিমুখাং স্বপচং বরিষ্ঠং । মত্তো তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থং প্রাণং পূনাতি সকুলং ন তু ভূরিমানঃ । [৭।৯।১০] অহো বত স্বপচোহতোগরীয়ান্

রুদ্রোহবতীৰ্য্য মদভক্তিং শ্রীমদদৈত-সংজ্ঞকঃ ।

গ্রাহয়িষ্যতি লোকাংশ্চ যত্নাৎ কারুণিকঃ প্রভুঃ ॥ ৫৬

নারদঃ শ্রীনিবাসেতি রামানন্দেতি তুষ্ণুরূঃ ।

বিখ্যাতিং প্রাপ্য মদভক্তৌ কুরুতাং ভক্তিমব্যয়ে ॥ ৫৭*

যজ্জিহ্বাগ্রে বর্জতে নাম তুভ্যং । তেপু স্তপস্তু জুহবুঃ সন্নুরাৰ্য্যা ব্রহ্মানুচুনাম
গৃণন্তি যে তে ॥ [৩৩৩৭] কিরাতহুণাক্স পুলিন্দপুক্ষসা আভীরশুক্ষা যবনাঃ
খসাদয়ঃ । অস্ত্রেপি জীবা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুদ্ধান্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥
[২।৪।১৮] মহাপাপপ্রসক্তোহপি ধ্যায়ন্নিমিষমচ্যুতং । সত্ত স্তপস্বী ভবতি পংক্তি-
পাবনপাবন' ইত্যাদি । ননু তথাপ্যাস্ত্র-সংপদ্যুক্তশরীর-গ্রহণং ভক্তানামানু-
চিতমিতি চেন্ন, 'হৌ ভূতসর্গো লোকেহস্মিন্ দৈব আস্ত্র এব চ । বিষ্ণুভক্তিপরো
দৈব আস্ত্র স্তদ্বিপর্য্যয়' ইতি বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুভক্তিবিহীনসৈবাস্ত্রস্ব-
নিশ্চয়াৎ । ভক্তিযুক্তায়া নীচযোনেরপি দেবসর্গস্তু নিশ্চয়াৎ ॥ ৫৫

রুদ্রাবতারমাহ—রুদ্রোহবতীৰ্য্যোতি । রুদ্রঃ সদাশিবঃ অবতীৰ্য্য ভূমৌ
গোড়দেশে এব আবিভূয় শ্রীমদদৈতসংজ্ঞকঃ । 'উভয়োঃ প্রকৃতিরেকা প্রত্য-
ভেদাত্ম ভিন্নবদ্ ভাতি । কলয়তি কশ্চিন্ মূঢ়ো হরিহর-ভেদং বিনা
শাস্ত্রমি'তাদি-বচনাং শ্রীমতা ময়া স্বরূপতো দ্বৈতাভাবাৎ শ্রীমদদৈতঃ সংজ্ঞয়া
নামোচ্চারণেন কং সুখং যশ্চ ইতি সংজ্ঞকঃ ; তদপ্যুক্তং শিবেন 'রকারাদীনি
নামানি শৃণ্বতো মম পার্বতি ! মনঃ প্রমুদতামেতি রামনামাভিধ্বয়া' ইতি ।
শ্রীমদদৈতাশ্চাসৌ সংজ্ঞকশ্চেতি শ্রীমদদৈতসংজ্ঞকঃ । নচৈতদ্ বিষ্ণুশিবয়োঃভেদ-
ব্যাখ্যানং গোড়সম্প্রদায়বিরুদ্ধমিতি বাচ্যং, চৈতন্ত্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাসকবিরাজে-
নাপি তথোক্তত্বাৎ । 'অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তি-শংসনাৎ । ভক্তাবতার-
নীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে' ইতি তথাভূতঃ সন্ যতঃ কারুণিকঃ পরমদয়ালুঃ প্রভুঃ
সমর্থঃ । সমর্থশ্চ দয়ালুতাভাবে পীড়কত্বমেব পর্য্যবশ্যতি, দয়ালোশ্চ সামর্থ্যাভাবে
পীড়িতত্বমেবেতি হেতোঃ দোষদ্বয়-ব্যাবৃত্তার্থমত্র বিশেষণদ্বয়ং জ্ঞেয়ং । তদপ্যুক্তং—
'দয়ালোরসমর্থশ্চ হুংখারৈব দয়ালুতা । কিশ্বোদ্ধারধুরীণশ্চ সা তবৈকস্য শোভতে ।'
ইতি ভগবতঃ শাস্তো নার্মকীর্তনানুরাগঃ নামদানসদাবৃত্তস্বভাবশ্চ তেনৈব
স্বমুখাদপি নির্দিষ্টঃ । 'অহং ভবনাম গৃণন্ কৃতার্থো বসামি কাশ্মামনিশং ভবাশ্চ ।
মুর্ম্মমানশ্চ বিমুক্তয়েহহং দিশামি মন্ত্রং তব রাম নাম' ইতি ॥ ৫৬ ॥

দেবর্ষিভ্যেন ভগবদ্গুণগান-নৃত্যনিরতত্বেন চ দেবেভ্যোহভ্যহিতত্বাৎ প্রথমং
নারদাশ্রবতারমাহ—নারদ ইতি । নারদঃ নারং নরশ্চ পুরুষোত্তমশ্চেদং নারং
ভক্তিযোগং তদান্বকং ভাগবতাখ্যাপুরাণং বা প্রহ্লাদধ্রুববাসাদিভ্যো দদাতীতি
তথা নরশ্চ জীবশ্চ উপাধিং হার্দং সংশয়াদি বা নারং তৎ ঋতি অবতগুণতীতি
তথা স শ্রিয়ো বাস্তববক্ষ্যা হরিভক্তিরূপায়া নিতরাং নিত্যং বাসোহস্মিন্নিতি
ব্যাপ্ত্যা শ্রীনিবাস ইতি । 'মদভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ' ইতি
বচনাদ্ ভগবতো গুণগানপ্রিয়ত্বান্নিত্যগুণগাননিরতে তস্মিন্ ভগবতো
নিত্যমভিব্যক্তিতয়া নিবাসাৎ তদব্যভিচারিণ্যাঃ শ্রিয়োহপি নিতানিবাসাদ্বা তথা

বৃহস্পতি বাসবগুরুঃ সার্বভৌমো ভবিষ্যতি ।
 নানান্তেবাসিন স্তত্র শাস্ত্রাণ্যধ্যাপয়িষ্যতি ॥ ৫৮
 পুনঃ শিরোমণি ভূঁত্বা গ্রায়াদীন্ প্রথয়িষ্যতি ॥ ৫৯
 চন্দ্রো ভবেদ্ বর্দ্ধমানো যস্ত দয়ালুতাবধিঃ ।
 এবমন্ত্রে ভবিষ্যন্তি দেবাঃ স্বাংশেন ভারতাঃ ॥ ৬০
 তত্রৈব ভবিতা ব্রহ্মন্ ব্যাসঃ কেশব-ভারতিঃ ।
 সন্ন্যাসস্ত্রোপদেশেন ভবিষ্যতি গুরু মর্ম ॥ ৬১

বিখ্যাতিং প্রাপ্য তথা তুষ্মরোরপি নিত্যনারদ-সংসঙ্গেন ভগবদ্গুণগান
 পরত্বাদ্ রমন্তে পরমভাগবতা অগ্নিন্ ভগবানেব বা গানপ্রিয়ত্বাদ্রমত্যগ্নিন্
 ইতি রামং ভগবদ্গুণগানং তস্মিন্নানন্দো যন্তেতি ব্যুৎপত্ত্যা রামানন্দেতি
 বিখ্যাতিং প্রাপ্য তাবুভৌ মদভক্তৌ অব্যয়ে অবিনাশস্বরূপে ময়ি ভক্তিং
 কুরুতাং করিষ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৭

দেবগুরুত্বাভ্যঃ প্রথমং বৃহস্পতেরবতারমাহ—বৃহস্পতিরিতি । বাসব-
 স্ত্রোত্রস্ত গুরু স্তস্তাপি ভগবন্মার্গে প্রবর্তকো বৃহস্পতিঃ সমস্তভূমৌ ভক্তিশাস্ত্র-
 প্রবর্তকত্বাৎ সার্বভৌম স্তন্যমকো ভবিষ্যতি । তদেব শাস্ত্র-প্রবর্তকত্বং নির্দিশতি
 —নানেতি । তত্রৈবাবতারে নানান্তেবাসিনো বহুবিধান্ শিষ্যান্ মম ভক্তিপ্রতি-
 পাদকানি শাস্ত্রাণ্যধ্যাপয়িষ্যতি ॥ ৫৮

অতিললিত-সুরভি-মধুমত্যা ভক্তিলতায়্য হৃষ্টপশুগুণপনাস্তিকাদিপ্রতিপক্ষভঞ্জন-
 মালক্ষ্য তদরোধনায় কণ্টকাবরণবন্ গ্রায়াদীনাং বাশুকত্বমাকল্যা মাধুর্য্যময়ে ভক্ত-
 শরীরে কর্কশ-তর্কভাষণাযোগ্যতামবগম্য রূপান্তরেণ গ্রায়াদি-প্রবর্তকত্বমাহ—পুন-
 রিতি । পুনর্দ্বিতীয়-জন্মনি শিরোমণি ভূঁত্বা গ্রায়স্তর্কাত্মকমনুমানং তদেবাদি
 প্রধানং যেষু তানন্ত্যং প্রমাণপ্রমেয়-নির্ণয়ান্ প্রথয়িষ্যতি বিস্তারয়িষ্যতি । তত্ক্ষণ-
 ভগবত্তত্ত্ববোধক-শাস্ত্ররক্ষক-কণ্টকাবরণত্বং তর্কশাস্ত্রস্ত । “আত্মনো যত্নু নানাং
 ময়া প্রোচ্যা প্রকল্পিতং । এতত্ত্ব কণ্টকাবরণং তত্ত্বং তু বাদরায়ণে ॥ ৫৯

শ্রীকৃষ্ণপ্রাচুর্ভাব-কুলবীজত্বেন সর্বদেব-প্রাধাত্তেন চন্দ্রাবতারমাহ—চন্দ্র ইতি ।
 যস্ত দয়ালুতায়্য অবধিঃ সর্বজনাহ্লাদকশ্চন্দ্রঃ স মিথ্যাভূতানিত্যাহ্লাদজনকত্ব-
 নাত্বাবধি স্বনামবৈয়র্থ্যমাজ্জায় ভগবদ্ভক্তি-প্রবর্তকত্বেন পারমাথিকাহ্লাদজনকতয়া
 স্বনাম-সার্থক্যমিচ্ছন্ ভক্তিকলয়াহরহো বর্দ্ধমানতয়া বর্দ্ধমান-সংজ্ঞকো ভবিষ্যতি ।
 চন্দ্র-সদৃশত্বেন তৎসন্নিধাবেবাগ্ৰহতারাগ্ৰবতারমাহ—এবমন্ত্রে ইতি । এবমন্ত্রেহপি
 যে দেবাঃ স্বয়ং স্তোতমানা গ্রহাদয় স্তেপি যতো ভারতা অত্বাবভাতেন রতিমন্তো
 হতএব মিথ্যানিত্যপ্রকাশে তোষমনবাপ্য ভক্তিপ্রকাশ-প্রবর্তনায় স্বাংশেন
 স্বীয়েন সাদ্বিক্যমাত্রাংশেন ভক্তরূপেণ ভবিষ্যন্তি । ভোগোপযুক্ত-রাজসাংশস্ত
 ভক্তাবনুপযোগাং ॥ ৬০

লোকে গুরুশিষ্যসংপ্রদায়স্তোদ্ধার-বীজত্বাদাবশুকত্বখ্যাপনায় গুরু গুরুতমো
 ধাম ইত্যাদিনা প্রথিতঃ সর্বশ্রুতিমূলো জগদ্গুরুরপি স্বগুরুত্বেন ব্যাসাবতার
 মাহ—তত্রৈবেতি । হে ব্রহ্মন্ ! তত্রৈব গৌড়মণ্ডলে মৎপ্রেরিতান্ মনুখনিঃসৃত-
 বেদান্ বিভজ্য ব্যাখ্যাত্বাদ্ ব্যাসঃ সর্ববেদরহস্তং ভগবদ্ভক্তিং জানন্ কেশববিষয়েব

ইন্দ্রোহবতীৰ্য্য মতিমান্ পৃথিব্যাং পৃথিবীপতিঃ ।

প্রতাপরুদ্রো বিখ্যাতো মদভক্তানাং সমাশ্রয়ঃ ॥ ৬২

অন্ত্রে দেবগণাঃ সর্বে মদভক্তাঃ মৎপরায়ণাঃ ।

কুৰ্বন্তি মামকীং ভক্তিং শৃণু ব্রহ্মন্ সমাহিতঃ ॥ ৬৩

ভারতী বাণী যন্ত তথাভূতঃ কেশব-ভারতি স্তন্যামকো ভবতি ইত্যেকং বাক্যং । তদ্বক্তং সর্ববেদরহস্যং ভক্তে ভগবদ্ব্যাসেন—‘আলোড্য সর্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্যেব পুনঃ পুনঃ । ইদমেকং স্তনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা’ ইতি । সতু সন্ন্যাসো-পদেশেন, যথা জন্মব্যাজেন নন্দাবতারো জগন্নাথমিশ্রঃ, যশোদাবতারভূতা শচী চ, তথা সন্ন্যাস-প্রবৃত্তিব্যাজেন মম বিশ্বগুরোরপি গুরু ভবিষ্যতীতি দ্বিতীয়ং বাক্যং । তথাচ বাক্যভেদেন নাত্র ক্রিয়া-পৌনরুক্তিদোষঃ ॥ ৬১

পূরন্দরাবতারমাহ—ইন্দ্রোহবতীৰ্য্যেতি । ইন্দ্রঃ ইদী পরমৈশ্বর্য্যে ইত্যস্মাদধি-কৈশ্বর্য্যবান্ সর্বদেবগণরাজঃ স যতো মতিমান্ সৈশ্বর্য্যত্মস্ত তদীয়মুহূর্ত্তাবচ্ছেদেন ক্ষয়িত্বং বস্তুতো মিথ্যাং, তত্রাপীৰ্য্য-মাংসর্য্যাদি-সংগ্রস্তত্বমসুরভরাগাকুলত্বং বিমৃশ্য পরমৈশ্বর্য্যত্বোতকে নান্নি লজ্জমানো মদভক্তো জাতসম্যঙ্মতিঃ স্বর্গে ভোগাতিশয়েন বিক্লেপাধিক্যাদ্ যথাবদ্ ভক্তিমসংভাব্য পৃথিব্যামবতীৰ্য্য তত্রাপি কলিদোষগণাং পৃথ্যা মদভক্ত্যা পালয়ন্ বস্তুতোহপি পৃথিবীপতিঃ স প্রতাপেন প্রকৃষ্টেন সংসারানলতাপেন রোদিতীতি প্রতাপরুদ্রঃ । অনেন বৈরাগ্যং সূচিতং । যদা ভক্তি-প্রতাপেন মাহাত্ম্যাৎকর্ষণে হর্ষবেগান্ধর্ষাশ্রুতিঃ স্মর্য্যং রোদিত্যাত্মাংচ রোদয়তীতি তথা । যদা ভক্তিপ্রতাপেন কলিদোষাণাং রুদ্রঃ প্রলয়কর্ত্তা তথাভূতঃ সন্ প্রতাপরুদ্র ইতি বিখ্যাতো মদভক্তানাং সমাশ্রয়ঃ সমাগ্ বাহ্যভ্যন্তরচৌরভয়-রক্ষণাং সংবাদাদিনা চাশ্রয়ো ভবিষ্যতীতি শেষঃ ॥ ৬২

এবমন্দাবতারমুক্ত্য স্বপরিকরাবতারাণামতিরহস্যত্বাত্ সুরসহকারেণৈব সূচয়ন্ সুরাণামবতারানাহ—অত্র ইতি । অন্ত্রেহপি যে সর্বে দেবগণা মদভক্তা মৎসেবনরতা স্তথা মৎপরায়ণা অহমেব পরময়নং আশ্রয়ো যেষাং তে মামকীং ভক্তিং কুৰ্বন্তি করিষ্যন্তীত্যর্থঃ । অতো মাতৃদ ভূমে কলিভয়মিত্যভিপ্রায়ঃ । হে ব্রহ্মন্ ! এতৎ সমাহিত একাগ্রচিত্ত স্বং শৃণু । স্বপরিকর-পক্ষে দিবিধাতুঃ ক্রীড়ার্থকতয়া দেবগণাঃ ক্রীড়ারতা গোপীগোপসমূহাঃ । তদগান্ধরগণরতাঃ প্রহ্লাদাদিভক্তগণাশ্চ, যে মদভক্তা মদনুরাগিণোহতএব মৎপরায়ণা মন্নিবিষ্ট-মনঃপ্রাণদ্বেন মদেকাশ্রয়া ইত্যর্থঃ । তত্র শ্রীজগন্নাথমিশ্রঃ শ্রীনন্দঃ । শ্রীশচী-দেবী শ্রীযশোদা । শ্রীহাড়াই পণ্ডিতঃ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভোঃ পিতা শ্রীবৃন্দদেবঃ । শ্রীপদ্মাবতী শ্রীদেবকী । অথ **সখীগণঃ**—শ্রীলক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণিণী । শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীসত্যভামা । শ্রীদামোদরঃ—শ্রীললিতা । শ্রীরায় রামানন্দঃ শ্রীবিশাখা । শ্রীশিবানন্দ সেনঃ শ্রীসুচিত্রা । শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীরূপমঞ্জরী । শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী । শ্রীগোবিন্দানন্দ শ্রীইন্দুলেখা । শ্রীগোবিন্দবোষঃ শ্রীরঙ্গদেবী । শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীরতিমঞ্জরী । শ্রীরঘুনাভট্ট গোস্বামী শ্রীগুণমঞ্জরী । শ্রীলোকনাথঠাকুরঃ শ্রীমঞ্জুলালী । শ্রীগদাধরদাসঃ চন্দ্রকান্তিঃ পূর্ণানন্দা চ ।

শ্রীনরহরিঠাকুরঃ মধুমতী । অথ প্রিয়সখা :—শ্রীআচার্য্যরত্নঃ শ্রীরত্নরেখা ।
 শ্রীরত্নগর্ভাঠাকুরঃ শ্রীরতিকলা । শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যঃ শ্রীসুভদ্রা সখী । শ্রীদামোদর
 পণ্ডিতঃ শ্রীধনিষ্ঠা । শ্রীকৃষ্ণদাসঃ শ্রীকলহংসী । শ্রীকৃষ্ণানন্দঠাকুরঃ শ্রীকলাপিনী ।
 শ্রীআচার্য্যচন্দ্রঃ শ্রীরত্নপ্রভা । শ্রীনারায়ণঠাকুরঃ শ্রীসুমুখা । এতাবর্ষ্ঠে এক-
 যোথিকাঃ । শ্রীমাধবাচার্য্যঃ মাধবী । শ্রীনীলাশ্বর চক্রবর্তী শ্রীমালতী । শ্রীরাম-
 পণ্ডিতঃ শ্রীচন্দ্ররেখা । শ্রীবাসুদেব দত্তঃ শ্রীকুঞ্জরী । শ্রীনন্দনাচার্য্যঃ শ্রীহরিনী ।
 শ্রীশঙ্করঠাকুরঃ নীলা । শ্রীসুদর্শনঠাকুরঃ শ্রীস্বলী । শ্রীসুবুদ্ধিমিশ্রঃ শ্রীশুভাননা ।
 ইতি দ্বিতীয়যোথিকাঃ । শ্রীমানপণ্ডিতঃ শ্রীরসালিকা । শ্রীজগন্নাথদাসঃ শ্রীতিলকিনী ।
 শ্রীজগদীশঠাকুরঃ শ্রীসৌরশেনী । শ্রীরায় মুকুন্দঃ শ্রীকমলা । শ্রীপুরন্দরাচার্য্যঃ
 শ্রীনাগরী । শ্রীসদাশিবকবিরাজঃ শ্রীনাগবেলী । শ্রীকুমুদকবিরাজঃ শ্রীকামনপরী ।
 শ্রীজগন্নাথপণ্ডিতঃ শ্রীসুগন্ধিকা । ইতি তৃতীয়যোথিকাঃ । শ্রীমকরধ্বজঠাকুরঃ
 শ্রীকুরঙ্গাঙ্গী । শ্রীদ্বিজ রঘুনাথঃ সুচরিতা । শ্রীমধু পণ্ডিতঃ শ্রীমণ্ডলী । শ্রীবিষ্ণুদাসঃ
 শ্রীমণীকুণ্ডলী । শ্রীপুরন্দরমিশ্রঃ শ্রীচন্দ্রিকা । শ্রীগোবিন্দাচার্য্যঃ শ্রীচন্দ্রতিলকা ।
 শ্রীপরমানন্দ গুপ্তঃ কুন্দলাঙ্গী । শ্রীবলরাম দাসঃ শ্রীসুমন্দরা । ইতি চতুর্থ
 যোথিকাঃ । শ্রীকাশীমিশ্রঃ শ্রীকলকণ্ঠী । শ্রীশ্রীধরপণ্ডিতঃ শ্রীকামনতিকা ।
 শ্রীকবিচন্দ্রঠাকুরঃ শ্রীইন্দরা । শ্রীহিরণ্যগর্ভাঠাকুরঃ শ্রীকন্দর্পমঞ্জরী । শ্রীজগদানন্দ-
 সেনঃ শ্রীকামলতা । শ্রীপীতাম্বর দ্বিজঃ শ্রীপ্রেমমঞ্জরী । শ্রীনিধিঠাকুরঃ শ্রীমধুরী ।
 ইতি পঞ্চমযোথিকাঃ ॥ শ্রীরাঘবপণ্ডিতঃ শ্রীকাবেরী । শ্রীগোপীনাথঃ শ্রীচারুকবরী ।
 শ্রীআচার্য্য বনমালী শ্রীসুকেশিনী । শ্রীকংসারিসেনঃ শ্রীমঞ্জুকেশী । শ্রীজীবপণ্ডিতঃ
 হারহীরা । শ্রীমুকুন্দদেব কবিরাজঃ মহাহীরা । কনিষ্ঠশ্রীহরিদাসঃ শ্রীহারকণ্ঠী ।
 শ্রীকবিচন্দ্রঃ শ্রীমনোহরা । ইতি ষষ্ঠযোথিকাঃ । শ্রীবল্লভসেনঃ শ্রীমঞ্জুমেধা ।
 শ্রীবিদ্যানিধি বাচস্পতিঃ শ্রীসুমধুরা । শ্রীগোবিন্দঠাকুরঃ শ্রীসুমধ্যা । শ্রীকবি-
 কর্ণপূরঃ শ্রীমধুরসা । শ্রীশ্রীনাথঠাকুরঃ তনুমধ্যা । শ্রীআচার্য্য মাধবঃ শ্রীমধুমদা ।
 শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রীগুণচূড়া । ইতি সপ্তমযোথিকাঃ । শ্রীপরমানন্দঃ
 শ্রীতুঙ্গভদ্রা । শ্রীবল্লভঃ শ্রীরসতুঙ্গা । শ্রীজগদীশপণ্ডিতঃ শ্রীরঙ্গরাজী । শ্রীবনমালী
 দাসঃ শ্রীসুমঙ্গলা । শ্রীশেখরপণ্ডিতঃ শ্রীচিত্ররেখা । শ্রীশ্রীনাথমিশ্রঃ শ্রীবিচিত্রাঙ্গী ।
 শ্রীলক্ষণাচার্য্যঃ শ্রীমোদনী । শ্রীপুরুষোত্তমপণ্ডিতঃ শ্রীমদলালসা । ইত্যষ্টম-
 যোথিকাঃ ॥ অথ গোপাবতারাঃ । শ্রীঅভিরামঠাকুরঃ শ্রীদামা । শ্রীগৌরীদাস
 পণ্ডিতঃ সুবলঃ । শ্রীধনঞ্জয়পণ্ডিতঃ বসুদামা । শ্রীসুন্দরানন্দঃ সুদামা ।
 শ্রীকমলাকরপিপিলায়ী মহাবলঃ । শ্রীউদ্ধারগদত্তঃ শ্রীসুবাহুঃ । শ্রীপুরুষোত্তমঃ
 স্তোককৃষ্ণঃ । শ্রীকাশীধর পণ্ডিতঃ কিঙ্কিণিঃ । শ্রীমহেশপণ্ডিতঃ ভদ্রসেনঃ ।
 শ্রীবলরাম ওঝা অর্জুনঃ । শ্রীবক্রেশ্বরপণ্ডিতঃ কোকিলঃ । শ্রীনরহরিঃ মধুমঙ্গলঃ ।
 ইতি গোপালাঃ । অথ ভক্তাবতারাঃ—শ্রীপরমানন্দপুরী উদ্ধবঃ । শ্রীমুরারি-
 চৈতন্যঃ প্রহ্লাদঃ । শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষঃ বাম্বীকিঃ । শ্রীমুরারিগুপ্তঃ হনুমান্ ।
 শ্রীপুরন্দর পণ্ডিতঃ অঙ্গদঃ । শ্রীগোবিন্দানন্দঃ সুগ্রীবঃ । ইত্যাদি পূর্বভক্তাঃ ।
 অথ দেবাঃ—শ্রীভাস্করঠাকুরঃ শ্রীবিশ্বকর্ম্ম । শ্রীরঘুনন্দনঃ কন্দর্পঃ । ইত্যাদি
 দেবাঃ । অথ শক্ত্যবতারাঃ—শ্রীসীতাঠাকুরাণী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-ভাষ্যা শ্রীআত্মা-
 শক্তিঃ । শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতঃ শ্রীসরস্বতী—ইত্যাত্মাঃ শক্তয়ঃ ॥ ৬৩

সৰ্বে সমাগমিষ্যামঃ স্বস্থানং পুনরুচ্যতং ।

প্রকাশং মম দেবাচ্চাঃ ভক্তাঃ কৃষ্ণপরায়ণাঃ ॥ ৬৪

ইদং যঃ শৃণুয়ান্নিত্যং ভক্তিতঃ পরিকীর্তয়েৎ ।

কোটি-জন্মার্জিতং পাপং তৎক্ষণাত্তস্মৈ নশ্যতি ॥ ৬৫

শ্রীগৌতম উবাচ—ততো দেবগণাঃ সৰ্বে ব্রহ্মা লোক-পিতামহঃ ।

প্রণম্য দেবদেবেশং গন্তারঃ স্বপুৰং যথা ॥ ৬৬ ৷

ইতি শ্রীবায়ুপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

শেষকাণ্ডে গৌরাস্তোত্রোদয়ো নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

এবমাবির্ভাবলীলামুক্তা পুনঃ স্বপদারোহলীলামাহ—সৰ্বে ইতি । বয়ং পুনঃ স্বস্থানং সমাগমিষ্যামঃ ইত্যম্বয়ঃ । অত্র বহুবচনং স্বপরিকরাভিপ্ৰায়েণ । দেবাচ্চাঃ যে ভক্তাঃ কৃষ্ণপরায়ণাঃ স্তেপি মম স্বস্থানমাগমিষ্যন্তি । স্থানং কথংভূতম্—অচ্যুতং পুনরাবৃত্তিরহিতং প্রকাশং রজস্তমোহীনত্বাৎ প্রকাশাত্মকং । তদ্বক্তব্যং—‘ন বত্র সত্ত্বং ন রজ স্তমশ্চ ন বৈ বিকারো ন মহান্ প্রধানঃ’ (২।২।১৭) ন বত্র মায়া কিমুতাপরে হরে রমুত্রতা যত্র স্মরাস্মরার্চিতাঃ’ ।

যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম’ ইতি চ । তত্র পুনরম্বয়ং বিভাগঃ—যে হৃদিকারিণ স্তে স্বাধিকার-সমাপ্তৌ সত্যমাগমিষ্যন্তি, শ্রীমতা ভগবদ্ব্যাসেন যাবদধিকারং স্থিতিরাদিকারিকানামিত্যাদ্রাধিকার-সমাপ্তি-পর্যন্তং অবস্থিতি-স্বীকারাৎ । অত্রে হারদ্ধকর্ম-প্রতিবাহরহিতা অবিলম্বেনেতি ॥ ৬৪

এতচ্চুবণ-কীর্তনমাত্রফলং শ্রীভগবান্ স্বমুখে নৈবাহ—ইদং য ইতি । ইদং কলিতারকাবতার-প্রসঙ্গং যঃ পুরুষঃ উপলক্ষণমেতৎ জ্ঞাত্যদেং, নিত্যং প্রত্যহং ভক্তিতঃ শ্রদ্ধাভিরাগপূর্বকং কীর্তয়েৎ, কীর্তনসামর্থ্যাভাবে শৃণুয়ান্না, তস্মৈ কোটিজন্মার্জিতং পাপং কোটিশদ্বৈদ্যসংখ্যাত-পরং, তৎক্ষণাত্চক্ষারণ-শ্রবণ-সমকালং এব নশ্যতি ; পাপমিতি জাতাবেকবচনং ॥ ৬৫

অধুনা শ্রীগৌতমঃ কলিতরুণ-প্রসঙ্গমুপসংহরতি—তত ইতি । ততো ভগবদাদেশানন্তরং লোকপিতামহো ব্রহ্মা সর্বদেবগণশ্চ দেবদেবেশং শ্রীনারায়ণং প্রণম্য স্বপুৰং গন্তারঃ স্বপুৰং গমিষ্যন্তি । ইতি শ্রীশতানন্দগৌতমসংবাদাৎ পৃথিব্যাদিপ্রার্থনায় ব্রহ্মভগবৎসংবাদস্ত চ ভবিষ্যত্তা স্মৃতিত । তস্মান্মধ্যে যত্র কচিদ্ ভূতাদি-নির্দেশোহপি বস্তুতো ভবিষ্যদর্থঃ ।

শ্রীরাধারমণানাজ্ঞমধুপা গোপালসখ্যাভিধা
গোস্বামীতি সুবিশ্রুতা তদধরাদ্ গৌরাস্তোত্রেরিতা ।

+ ইতঃ পরংগ’ পুস্তকে—ইতি নিগদিতবলী গুহগুহাতিগুহং
নিখিলভুবননাথং প্রেমপীযুষ-ধারাং ।

সকলনিগমবলীকে রলিকপ্রকাশঃ ।

তরলিত তত জীবঃ কৃষ্ণকলি প্রকাশঃ ॥ ??

ইতি শ্রীবাউপুরাণে গৌতমসতানন্দ-সম্বাদে শ্রীচৈতন্য-প্রাহৃত্যাব নামোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমদ্রাজসুচেতরামতমুজা শ্রীচন্দ্রভাগাভিধা
 বাহং বিষ্ণুসখী শুভাং কৃতবতী ব্যাখ্যাং সদানন্দদাং ॥ ১ ॥
 শ্রীহরিং রাধিকাকৃষ্ণং গৌরাদং শ্রীমহাপ্রভুং ।
 স্বগুরুন্ বৈষ্ণবান্ সর্বান্ বন্দে গৌরাদসংশ্রিতান্ ॥ ২ ॥
 ইতি শ্রীভগবদ্ভাষারমণচরণশরণ-শ্রীমদ্ গোপালগোস্বামি-
 প্রেরিত-শ্রীবিষ্ণুসখ্যাপন্ন-শ্রীরামনারায়ণ-বিরচিত -
 বায়ুপুরাণে শেবকাণ্ড-চতুর্দশাধ্যায়-ব্যাখ্যা
 শ্রীগৌরাদচন্দ্রোদয়প্রভা বৈষ্ণব-প্রীতিদা সংপূর্ণা ॥

শ্রীগৌরচন্দ্রোদয়ঃ

তাৎপর্যানুবাদ ।

শিরোমণিপ্রভু-পদ হৃদয়ে বিলাস ।

‘গৌরচন্দ্রোদয়’ ভাষা কহে (দীন) হরিদাস ॥

১। শ্রীবেদব্যাস সর্বজীবের উদ্ধার-কল্পে ঐ উদ্ধারের বীজ-স্বরূপ প্রশ্নের অবতারণা করিতেছেন—শ্রীশতানন্দ ইত্যাদি। কলি-কলুষনাশন কৃষ্ণভক্তি-প্রবর্তক শ্রীগৌরাস্বরের মহিমা ও প্রসিদ্ধির বীজরূপ প্রশ্ন করিয়া শত শত লোকের আনন্দ দান করেন যিনি—তিনিই শতানন্দ। হরিভক্তিরূপা শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী বা শোভা-সম্পত্তিযুক্ত বলিয়া তিনি শ্রীশতানন্দ (প্রশ্নকর্তা)। তাৎপর্য্য এই যে ভগবদ্ভক্তগণ স্বয়ং ভক্তি-সমৃদ্ধিপূর্ণ হইলেও দীনজনগণের উদ্ধার সাধন করিবার উদ্দেশ্যেই হরি-কথানাগে প্রবৃত্ত হন। শ্রীশুকদেব গোস্বামির শ্রীভাগবতে প্রবৃতি-নির্গম-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে—‘বিষ্ণুজনপ্রিয় শুকদেব শ্রীকৃষ্ণের মহাখ্যান নিতাই অধ্যয়ন করিয়াছেন।’ কৃষ্ণকথার প্রশ্নে বক্তা, প্রষ্টা এবং শ্রোতৃবৃন্দকে যে পবিত্র করে—তাহা ভাগবতেই (১০।১।১৬) উক্ত হইয়াছে। প্রশ্নের উদ্দেশ্য করিতেছেন—‘হে তাত! হে রূপাসিকো! হে ভক্তানুগ্রহ-কাতর! কলিকলুষচিত্ত ব্যক্তিদের পরিত্রাণের কি উপায় আছে—তাহাই বলুন।’ তাত-শব্দ নিকপট প্রিয়তাগোতক—মুতরাং উত্তরটি যদি গোপনীয়ই হয়, তথাপি পূত্রবাংসল্যে আপনি অবশ্যই আমাকে বলিতে পারেন। যদি প্রশ্ন হয়—‘হে পুত্র! তুমি ত ভক্তি-সম্পন্নই আছ, যখন অন্তের জ্ঞান এই প্রশ্ন করিয়াছ, তখন ত আর তাহাতে ঐ প্রকার সৌহার্দ্য প্রকটনের আবশ্যক নাই—তবে আর রহস্তোদঘাটন করিব কেন?’ তত্বত্তরে বলিতেছেন—‘আপনি রূপাসিকু। সাগরের জলবিন্দুব্যয়ে ত আর স্কয়ের আশঙ্কা হইতে পারে না। দান করিতে গিয়া সাগর পাত্রাপাত্রেরও বিচার করে না; অতএব আপনি সর্বভূতে দয়ালু বলিয়া রহস্ত কথাটিও অবিচারে বলিতে পারেন।’ আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি—লোক সাগরের নিকট গিয়া নানাবিধ চেষ্টা করিয়া জল আহরণ করে, সাগর কিন্তু লোকবিশেষের প্রতি দৃষ্টি করিয়া জলদান করে না। তাই বলি—যাহারা রহস্ততত্ত্বটি জিজ্ঞাসা করিবে—তাহাদিগকেই বলিব; কিন্তু তুমি ভক্তিরসে পরিপূর্ণ আছ—তোমার নিকট বলিব না।’ ইহার উত্তরে বলিতেছেন—‘আপনি ভক্তানুগ্রহ-কাতর। দীন সংসারী লোকগণ ভগবৎপথ-বিমুখ হইলেও ত শ্রীহরির অনুগত নারদাদি ভাগবৎগণ স্বয়ংই প্রযত্ন করিয়া উন্মার্গগামী জীবনিচয়কে ভগবৎপন্থা প্রদর্শন করিয়া তৎপ্রবর্তক হইয়াছেন—আপনিও সেই রূপেই অবিচারে সকলের নিকট রহস্তোপদেশ করিতে পারেন।’ ‘আচ্ছা, তাহাই যদি হয়—এত তাড়াতাড়ি বলিবার আবশ্যক নাই। এখন ত আর

কলিকালের প্রবৃত্তি হয় নাই, কলিঙ্গ আসিলে পাপে ভ্রমে অতিমত জন
গণের উল্লেখ পাণ্ডতাপ হইতে পরিভ্রাণের উপায় বলিলেই ত চলিবে। অমৃত
জন না দেখিয়াই পান্ডবগণ উল্লেখের প্রশংসা হয়। ইহার উক্ত
বলিতেছেন—‘অমৃত-কাতর। পরের তাপে অমৃতপু নহলে নাধুগণ তা-
দর্শন কান পর্বাস্ত্র হুংখীণকে উপেক্ষা করিলে বৃজিবৃদ্ধ হয় না।’ এক
বক্তব্য বিবরণে বলিতেছেন—‘লোকসমূহের পরিভ্রাণ জন্ম। সকল জীবের
সর্বপ্রকার ঐহিক ও পারলৌকিক তাপভর হইতে—বাহ্য ও আভ্যন্তর শক্ত
নম্র হইতে রক্তবিধান জন্ম বে উপায় আছে—তাহাই বলুন।’ ‘অহা!
শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতির সর্বত্রই ত উক্ত হইয়াছে বে স্বধর্মস্থিতিতেই সর্বতাপ
শান্তি হয়।’ এই আশঙ্কা নিরাকরণ জন্ম বলিতেছেন—‘কলুবর্জিত
বাহানের মন পাপে অভিভূত হইয়াছে—তাহারা কদাপি বধাবধ স্বধর্মস্থিতি
করিতে পারে না। আর একথাও বলা চল না বে ধর্মচরণে পাপ নাশ হয়
এই শ্রুতি প্রমাণ-বলে স্বধর্মস্থিতিতেই কলুবদ্ধ হয়। বেহেতু চিত্ত কলুর
অনভিভূত হইলে বধাবধ স্বধর্মস্থিতি হয় এবং স্বধর্মচরণেই আবার কলুর
ক্ষয় হয়—এই উক্তিতে অচোচ্চাশ্রয়পত্তিরূপ লোব বিস্তারিত।

২। আশঙ্কা—‘তপস্যা দ্বারা কলুর নাশ হয়’—এই বচন বলে বলিতে
পারি বে তপস্বী করিয়া কলুর ক্ষয় হইবার পর স্বধর্মচরণেই উদ্ধার হইবে।
ইহার নিরাকরণ জন্ম বলিতেছেন—‘তপস্যা হয় না। আশঙ্কা এই—‘হেতু
তপঃশব্দে ‘স্ববর্ণাশ্রমধর্মের বাজন-রূপ তপস্যার হরিতোষণ...’ এই বাক্য-বলে
(১) স্বধর্মচরণই বাচ্য, অথবা ‘বাহার জ্ঞানই পরম তপঃ’—এই বাক্য বলে
(২) জ্ঞানই বুদ্ধি? ‘মন ও ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতা-নাশনই পরম তপঃ’—
এই বচন বলে (৩) শমনাই বাচ্য কিংবা কৃতি বৃত্তিতে কারকেশ-স্বরূপই বুদ্ধি
হইবে? যদি আবার কারকেশাত্মকই বলা হয়, তবে তাহা (৪) পঞ্চাঙ্গ
প্রভৃতি স্বরূপ কিংবা (৫) কৃচ্ছ্র চান্দ্রাণাদি প্রায়শ্চিত্ত রূপ, তাহা নির্ণয়
করিতে হইবে। স্ববর্ণাশ্রমাদি রূপ হইতে পারে না; কেননা, তাহা পরিহার
করিবার উপদেশ হইয়াছে। দ্বিতীয় জ্ঞান ও হইবে না, বেহেতু ঐ ক্ষোভেই
পৃথগ্ভাবে ইহার নিবেদিত হইয়াছে। তৃতীয় শমনাইও হইবে না, বেহেতু
ধান শব্দদ্বারা পৃথগ্ভক্তি হইয়াছে। চতুর্থ পক্ষের প্রথম পক্ষাগ্রাসিণ
হইবে না—বেহেতু কলিকালে বানপ্রস্থ আশ্রমের নিবেদ-বিধি রহিয়াছে, এবং
বাজনকারী অধিকারীর অভাবে কলিধর্মসকল দূরীকৃত হইয়াছে। আর
উহার দ্বিতীয় কৃচ্ছ্রাদিও হইতে পারে না; বেহেতু কলিকালে শরীরের
শক্তিহীনতার বধাবধভাবে চান্দ্রাণাদি ব্রতানুষ্ঠান অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।
আর যদিও বা সামান্যতঃ অনুষ্ঠানও করা যায়—তথাপি কলুবর্জিত ব্যক্তির
পুনরায় পাণ্ড-প্রবৃত্তি দর্শনে ঐ প্রকার অনুষ্ঠানও হস্তি-মানবৎ প্রতীত হয়।

অন্য আশঙ্কা এই বে শাস্ত্রে আছে—‘ব্রহ্মহত্যা হইতে বড় পাপ আর
কিছুই নাই, আবার অশ্বমেধ বজ্র হইতে ও বড় পুণ্য আর কিছুতেই হয় না।’
‘যিনি অশ্বমেধ বজ্র করেন, তিনি ব্রহ্মহত্যা ও সর্বপাপ হইতেই উত্তীর্ণ হন’—
ইত্যাদি বচন-প্রমাণে বুঝা যায় যে অশ্বমেধাদি বজ্রানুষ্ঠানে সর্বকলুবদ্ধ ও পাপ

৪। এই প্রকারে ভক্তি-সম্পত্তিবান্ অসংখ্যজনানন্দদাতা শতানন্দ মহাপ্রম
করিলে তাহার উত্তরদাতার যোগ্যতা তাঁহার নামদ্বারাই স্থচনা করিয়া
শ্রীবাসদেব বলিলেন—শ্রীগৌতম ইত্যাদি। শ্রী=ভগবৎশোভা, তাহার গায়ক
শ্রীগো অর্থাৎ বেদ, তাহাতেই উত অনুসৃত হইয়াছে না বুদ্ধি যাহার,
তিনিই শ্রীগৌতম অর্থাৎ শব্দব্রহ্মাত্মকবেদবেত্তা। অথবা—শ্রী=নন্দীরূপা
ভগবতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার-কারিণী নিজ প্রকৃতি, তাঁহাতে অবিচ্ছিন্নরূপে,
আধাররূপে বা স্বামিস্বরূপে গমন করেন অর্থাৎ প্রাপ্তি করেন, বিনি—
তিনি শ্রীগ। কিম্বা—শ্রী=নিজ আত্মাদিনীশক্তি শ্রীরাধা, রাসদিতে তাঁহার
নামগুণাদি-গায়ক সর্বেশ্বর সচ্চিদানন্দতত্ত্ব রসিকশিরোমণি শ্রীপুরুষোত্তমই
শ্রীগ। তাঁহাতে অনুসৃত হইয়াছে প্রমাত্রিকা বুদ্ধি যাহার—তিনিই (পরব্রহ্মনিষ্ঠ)
শ্রীগৌতম। সেই শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মনিষ্ঠাত আচার্য্যলক্ষণযুক্ত শ্রীগৌতম
উত্তর করিতেছেন—হে পুত্র ইত্যাদি। আত্মজ বলিয়া পরমম্নেহের পাত্র, অতএব
মহাপুত্রতম বিষয়ও তাঁহার নিকট প্রকাশ করা যাইতে পারিবে। ‘পুত্ররক’

হইতে ত্রাণ করেন যিনি তিনিই পুত্র-শব্দ-বাচ্য, এস্থলে শতানন্দ কলিহন্ত-জনগণকেও নরক হইতে ত্রাণ করিতে সংপ্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করা হইল। তুমি উত্তম প্রশ্নই করিয়াছ, যেহেতু অল্প সকল প্রকারের সাধন-সকল নিরাকরণ করিয়া তুমি শ্রীকৃষ্ণকথা লক্ষ্য করিয়াই কলিত্রাণ-বিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছ। শ্রীভাগবত বলিতেছেন—‘বাসুদেব-বিষয়ক কথার প্রশ্ন—বক্তা, প্রষ্টা ও শ্রোতৃবৃন্দকে পবিত্র করেন।’ সুতরাং সকল লোকের নরকত্রাণের হেতু বলিয়া প্রশ্নের উত্তমত্ব, প্রষ্টারও নরকত্রাত্ত্ব। জিজ্ঞাসার বিষয় কি তাহাই বলিতেছেন—গুহ্য হইতেও গুহ্যতম। নিকাম কাম-মার্গ গুহ্য—কর্ম হইলেও ইহাতে সংসারবন্ধন নাই, বিবিদিয়া (জানিবার আগ্রহ)—গুহ্য—কর্ম হইলেও ইহাতে সংসারবন্ধন নাই, বিবিদিয়া (জানিবার আগ্রহ)—শ্রুতিদ্বারাই একমাত্র গম্য, এবং চিত্তশুদ্ধিদ্বারা প্রবল জ্ঞান ও ভক্তির অঙ্গরূপে নিদিষ্ট শাস্ত্ররহস্য বলিয়া ইহাকে গুহ্য বলা যায়। এই নিকাম কর্মই ঈশ্বরে অর্পিত হইলে গুহ্য হইতেও গুহ্য হয়। নিকাম কর্ম অসহায় বলিয়া নানা বিঘ্নাভিভবের শঙ্কা থাকে, কিন্তু ঈশ্বরার্পিত কর্ম মহাবলবান্ সহায়-প্রাপ্তিতে সর্ববিঘ্ন-নাশন এবং অসম্পূর্ণ হইলেও যৎকিঞ্চিৎ অল্পটানেই মহা মহা বিপদ হইতে রক্ষা করে বলিয়া ইহাকে গুহ্যংগুহ্য বলা হয়। ইহা হইতেও গুহ্যং গুহ্যতর হইতেছে—জ্ঞান, যেহেতু কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান দ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি হয় এবং এই প্রকার জ্ঞানই তৎস্বরূপনিষ্ঠ বা তৎস্বরূপের অববোধক। এই প্রকার জ্ঞান হইতেও আবার গুহ্যং গুহ্যতম—ভক্তি-মার্গ—যেহেতু ইহা অনায়াসকর, সূর্য্যমন্দিরে দর্পণস্থ আদিত্যের দীপ্তিতে প্রকাশদ্বৈগুণ্যবৎ অনাবৃত (কর্ম-জ্ঞানাদিরহিত) বলিয়া স্বতঃপ্রকাশ, প্রেমাকারবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত ও নানাবিধ লীলাতরঙ্গে উল্লসিত হইয়া বহুগুণসম্পন্ন সর্বসাধনের ফলস্বরূপে স্বরূপানন্দ-প্রাপক।

জ্ঞানমার্গাবলম্বী সাধকদিগের অধিকতর ক্লেশ হয়, কিন্তু ভক্তিমানদের কোনই ভয় নাই, কিছুই ক্লেশ নাই, অপার সংসার-সমুদ্র হইতে ভক্তদিগকে ভগবান্ বৎসপদবৎ অতি সুখে ত্রাণ করেন, তুলসীদল ও একবিন্দু জলমাত্রই তিনি ভক্তের নিকটে নিজকে বিক্রয় করেন—তিনি নিত্যমুক্ত, অপরাজয় এবং স্বতন্ত্র হইলেও কিন্তু ভক্তের জগৎ বন্ধন, বশ্যত্ব ও পরতন্ত্রত্ব স্বীকার করেন। কাজেই ভক্তিমার্গই পরম অদ্বুত; সেই কথাই সাবধানে আমার মুখে শ্রবণ কর।

৫। ভবিষ্যদাখ্যান বলিতেছেন—লোক-পিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত বৈকুণ্ঠনগরে গিয়া করুণাময়-বিগ্রহ শ্রীলোকনাথকে এই গুহ্যতম বাচ্য বলিয়াছেন। ব্রহ্মা শব্দে প্রজাপতি-পতিই বাচ্য, যেহেতু ইনি লোকপিতামহ—সর্বলোকের জনক (নির্মাতা) বলিয়া লোকপিতা শব্দে মরীচ্যাদিই বাচ্য, ইহাদেরও পিতা যিনি—তিনিই লোকপিতামহ। নিজনিজ প্রজাগণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ সহিত ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভূত প্রলয়ানভিভূত ভগবদ্ধাম যে বিকুণ্ঠ তাঁহার স্বামী বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ বিষ্ণু, তাঁহার নগরে শ্বেতদ্বীপে গমন করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ সর্বোপরি বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিতে পারেন না বলিয়া এখানে বৈকুণ্ঠ নগর বলিতে শ্বেতদ্বীপই বুঝিতে হইবে। লক্ষ্মীপতি এবং বৈকুণ্ঠলোকের

বা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হইয়াও করুণাহেতু ব্রহ্মাণ্ড মধ্যেও যিনি চিদানন্দবিগ্রহ-ধারণে আবিস্কৃত হইয়া থাকেন—তাহারই সমীপে উপনীত হইলেন ।

৬। শতানন্দ ভবিষ্যৎ কথার উপদেশ দ্বারা শ্রীগুরু গৌতমের করুণাতিরেক দর্শন করিয়া উৎসাহের সহিত পুনরায় প্রশ্নবিভাগ করিয়া বলিতেছেন—হে তাত ! (সর্বজ্ঞ-হেতু ভবিষ্যদ্বাণী বলিতে উত্তর হইয়াছেন বলিয়া) হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! ব্রহ্মাকর্তৃক শ্রীপুরুষোত্তম কি প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়াছেন ? যদিও শতানন্দ নিজে সর্বজ্ঞই ছিলেন, তথাপি লোকোপকার-নিমিত্ত ব্রহ্মাকর্তৃক প্রশ্নের প্রকার-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন । দ্বিতীয়তঃ—স্বৈতরীপে ভগবৎ সমীপে বহু আয়াসস্বীকারে গমন করিয়া এই প্রশ্ন করিবারই কি কারণ—তাহাই সবিস্তারে বলুন । অভিপ্রায় এই—“যে যে ব্যক্তি যে যে ভাবে দেবগণকে ভজন করেন—ঠিক ঠিক সেই ভাবেই সেই সেই কর্ম-সহায়ক, সাধু ও দীনবৎসল দেবগণ তাঁহাদিগকে ছারার গ্রায় অনুগত হইয়া ভজন করেন”—এই বচনানুসারে তৎকালে অনুৎপন্ন কলিজনগণের ভজন-রাহিত্যে দেবগণেরও করুণার অসম্ভব হইতেছে, কাজেই পরমভাগবৎ বলিয়া ব্রহ্মার প্রশ্নের কারণ করুণাই কি ? অথবা—অন্ত কিছু আছে—তাহাই বলুন ।

৭। প্রস্তাবসহ প্রশ্ন-কারণ বলিতেছেন—হে পুত্র ! শ্রবণ কর । পাপবাহুল্যবশতঃ কল্মষ-নামক কলিযুগে সকল জীবই প্রযত্ন করত পাপানুরাগে রত অর্থাৎ পাপ ত্যাগ করিতে অসমর্থ, চণ্ড (বহুক্রোধী) এবং মিথ্যাবিবাদী অর্থাৎ তত্ত্ববিনিশ্চয়ে অক্ষম হইয়া ব্যর্থ বিরুদ্ধ জল্পবিতণ্ডাদি করিয়া ব্রহ্মরাক্ষস হয় ।

৮। তাহারা বেদপাঠ, গুরুসেবা, বিহিত ব্রতাদির অননুষ্ঠানে ব্রহ্মচর্যাশ্রম-ধর্মশূন্য হইবে । দেবতা ও অতিথি প্রভৃতির বঞ্চনা করতঃ গৃহহাদি-ধর্মশূন্য অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ এবং দানাদির অনুষ্ঠানে বিমুখ হইবে । নিষিদ্ধ কর্মে ও তাহাদের যথেষ্ট প্রবৃত্তি থাকিবে—অধর্মে পরধন হরণ করিতে তাহাদের ইচ্ছা হইবে, নিজ ভাৰ্য্যা ব্যতীত পরস্ত্রী বা অগম্যা স্ত্রীতে গমনাদি করিবে ; অর্থ ও কাম হইতে সর্বদোষের উদয় হয় বলিয়া ‘অর্থলিপসা ও পরদার গমন’ বলিতে এতুলে সর্ববিধ দোষেরই গ্রহণ হইল—বুঝিতে হইবে ।

৯। ভূমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ধরণী এইরূপে ভবিষ্যৎ পাপ-প্রবৃত্তি দেখিয়া ভাবীচিন্তায় বিহ্বলাশ্রয়া ও সমুদ্বিগ্না হইলেন, কারুণা উৎপাদনের জন্য তিনি ধেনুরূপ ধারণ করিয়া থিনা, নিকুৎসাহা এবং বিরূতমুখী হইয়াছিলেন ।

১০। পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে করিতে ধরণী মেরুবর্তী ব্রহ্মসভায় গমন করত গদগদবাক্যে স্বানন্দদান-সমর্থ ব্রহ্মাকে স্তব করিয়া বলিতেছেন—(১১) কলির প্রথম সন্ধ্যায় কাহারও কাহারও ধর্ম-প্রবৃত্তি থাকিলেও কিন্তু ‘ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুপত্নীগমন এবং ইহাদের সংসর্গী এই পঞ্চ মহাপাতক’—এই বচনানুসারে সংসর্গকারিও মহাপাতক হয় উক্ত থাকায় কলিযুগে পাতক-সংসর্গ দুষ্পরিহার্য্য বিষয় বলিতেছি যে কলির সকল জীবই কলিজাত-মলে (সংসর্গাদি দ্বারা) কবলীকৃত ; প্রায়শঃ কিন্তু নিজেরাই পাপিষ্ঠ ।

তাহাদের পাপ-প্রবৃত্তির হেতু হইল—লোভতৎপরতা । পাপ-প্রবৃত্তির নীমা হইল—মহাপাতকসংযুক্ততা এবং ধর্ম্মারাধ্য দেবগণের ও ধর্ম্মোপদেশী দ্বিজগণের বিশেষ নিন্দাকারী । কাজেই সংপ্রবৃত্তির সম্ভাবনাও ইহাদিগের নাই ।

১২ । তাহাদের পাদ-প্রহারভয়ে আমার তনু—লোকাধারভূতা ভূমি কম্পিত হইতেছে—অতএব পৃথিবীতে লোক-পরিভ্রাণ কি উপায়ে হইতে পারে—ইহার চিন্তা করিয়া (১৩) হে দেবেশ ব্রহ্মন ! আপনি তাহাই করুন যাহাতে সর্বলোকত্রাণকারি-কর্তৃক আমার ভারভয়-নিবৃত্তির সহিত শান্তিও হয় । এই বলিয়া ধরণী অম্বর-ভাবাপন্ন জনগণের সম্ভাবনা করিয়া বিকলা ও অধোমুখী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

১৪ । অনন্তর নিজপ্রজাগণের ছঃখ-সম্ভাবনায় উদ্ভূত করুণায় ব্যাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা জনোদ্ধারক দেবগণাধীশ বিষুকেই চিন্তা করিতে করিতে বৈকুণ্ঠ নগর শ্বেতদ্বীপে গিয়া পূর্বচিন্তিত পুরুষোত্তমকে স্তব করত বলিলেন—

১৫ । [স্তুতি বলিতেছেন—] হে কৃষ্ণ নিত্যানন্দবিগ্রহ ! শরণাগত জনগণের ক্লেশ-নাশন ! তোমার জয় হউক অর্থাৎ কলিকলুষরাশি নাশ কর ; তুমি জগন্নাথ, সর্বস্বামিরূপে বর্ত্তমান আছ বলিয়া সকলেরই উদ্ধার তোমাকেই করিতে হইবে । তুমি বৈকুণ্ঠ-নায়ক, আর আমরা বৈকুণ্ঠকিন্ধর, তুমি বৈকুণ্ঠের নায়করূপে সর্বস্বামী, অতএব তোমার জয় হউক । তুমি দেব অর্থাৎ হোতামান চিদ্রূপ, তুমি প্রবত্ত ব্যতিরেকেই জগৎস্থষ্টি করিয়া জয়শীল হও । তুমি করুণাসাগর অতএব করুণাবশে আর বিলম্ব করিও না । তুমি সর্বেশ্বরী লক্ষ্মীরও পতি এবং সর্বসাধনে প্রভু (সমর্থ) ।

১৬ । তুমি নীলপদ্মবৎ শ্রামলবর্ণ (এবং মৃদু ও সুগন্ধি) । নীলমেঘের স্থায় তুমি সকলের জীবনপ্রদ ; অসংখ্য কামের সৌন্দর্য্য তোমাতে বিদ্যমান আছে ; তুমি শ্রীবৎস (দক্ষিণাবর্ত্ত রোমাবলিরূপ অসাধারণ চিহ্ন)-লাঞ্ছন । তোমার জয় হউক । (১৭) তুমি পীতাম্বরধারী, কৌস্তভভূষণ, পদ্মপাশনয়ন, পদ্মাসন ও সর্বসমর্থ । তোমার জয় হউক । (১৮) পদ্মের স্থায় স্নেহমল, সুমৃদু, সুগন্ধিত ও সুস্বাদু তোমার পদযুগল । তিলপুষ্পের স্থায় সুললিত নাসিকা তোমার । সর্বজন তোমাকে যাচঞা করে বলিয়া তুমি—নাথ । জগৎসমূহের বন্ধু সহায়ক তুমি । তুমি গরুড়বাহন, তোমার জয় । (১৯) তুমি চতুর্ভূজ এবং চক্র, গদা, পদ্ম ও শঙ্খধারী । শ্রী এবং ভূশক্তি তোমার চরণকমল সেবা করেন—তোমার জয় হউক ।

২০ । শ্রীকৃষ্ণ শরণাগত-ছঃখকর্ষণ এবং স্বভাবতঃই করুণানিধি, তথাপি ব্রহ্মাকর্তৃক এইভাবে স্তুত হইয়াই রূপায় প্রোত্তুত হইলেন । তখন ব্রহ্মরূদ্রাদিরও অধীশ্বর সেই প্রভু ব্রহ্মাকে বলিলেন—(২১) “হে ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি ! ব্যাপার কি বল দেখি ? তোমাদের জন্ত আমি কি করিতে পারি, তাহাও বল ত ।” এই বাক্য-শ্রবণে ব্রহ্মা শ্রীগদাগ্রজ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—

(২২) “কলিকালে সকল লোকই পাপরত এবং বেদপাঠাদি বিধিরহিত হইবে । দ্বিজগণ শূদ্রবৃত্তির অবলম্বন করিবে এবং শূদ্রগণ দ্বিজগণকে ঘৃণা করিবে । (২৩) গুণতঃ দ্বিজগণ হইতে নীচ হইলেও অনচ্যুত-গোত্র শূদ্রগণ

মন্ত্রপ্রদানকারী অর্থাৎ গুরু হইবে । ধর্মতঃ কিম্বা অধর্মতঃ শিল্পাদর-ভোগের জন্তু ব্রহ্মগণের স্ত্রী, অন্ন এবং ধনাদির জন্তু অহেবৎপরাধন এবং সূত্রমাত্র কিছু ধারণ করিগাই বিপ্রাহর পরিচর দিছেন । (২৫) সকল লোক বহু অহা-কারী, পাপ-প্রভাবে ধর্বকার, অন্ন ও শাস্ত্যর্থ-জ্ঞানহীন বলিয়া মন্দ বুদ্ধি । ইহারা পরমবাভিনাবী এবং নর্বশোবাকরূপে তোমাতে বিমুখ হইবে । (২৬) বেদের অপ্রামাণ্যবালী নাস্তিকগণের অতুগতো তাহাদের ধর্মো প্রীতিনান্ হইয়া ইহারা সকলেই পাবণ্ডী ত্রেছাদির দ্বার অগন্যাগমনাদিতৎপর হইবে । কামে বা অশ্রদ্ধার ইহারা সকল ধর্মই ত্যাগ করিবে এবং দেবহিজাদির নিন্দাকারী হইবে । (২৭) এই ভবিষ্যৎ জনগণের দ্বার চিত্তা করিয়া তোমার চরণকমনসেবিকা ধরণী পুনঃ পুনঃ রোদন করিতেছে—অতএব বাহাতে পৃথিবীতে লোক-পরিভ্রাণ হই, হে জগন্নাথ ! হে দীনভূগতি-নাশন ! আপনাকে তাহাই করিতে হইবে ।”

(২৭) শ্রীগৌতম বলিলেন—এইরূপে অবিতর্কাস্ববা প্রভু বিষ্ণু নর্বাত্ব্যামী হইলেও ব্রহ্মাকর্তৃক সমাক্রূপে নিবেদিত হইয়া দেবগণকে গুহু হইতেও গুহ্যতম বাক্য বলিলেন—(২৮) হে দেবগণ ! তোমরা কলির প্রারম্ভে পৃথিবীতে ভক্তরূপে জন্মধারণ কর । যদি আশঙ্কা হয় যে ভগবান্ ব্যতীত দেবগণ আমরা কি করিতে পারিব—তাহার সমাধান-করে বলিতেছেন—তোমরা সংকীর্ণনারত্ত করিলে আমিও শচীসুত হইয়া প্রাভূর্ত হইব । অভিপ্রায় এই যে—সংকীর্ণনই আমার আবির্ভাবের কারণ । (২৯) যুগভেদে নিজতোষের কারণ বলিতে বলিতে কলিযুগে কীর্ণনেরই প্রাধাত্য বলিতেছেন—সত্যযুগে জপধানে, ত্রেতার হোমকর্মে, দ্বাপরে পূজাদিহারা এবং কলিযুগে সংকীর্ণনাদি দ্বারা আমার প্রীতি হয় । মূলের ‘অপি’ শব্দ দ্বারা পূজাদিরও আবশ্যকতা বুঝাইতেছে, কলিতে কীর্ণন-প্রাধাত্য বলিয়া সাক্ষাৎভাবে কীর্ণনেরই নির্দেশ হইল ।

৩০ । ভগবানের মুখে কীর্ণনেরই প্রধানতঃ কলি-তারকত্ব শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা তখন কীর্ণন-স্বরূপ এবং তাহাতে ভগবৎপ্রীতি-স্বরূপ বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন—‘হে করুণাসিকো ! কীর্ণনের স্বরূপ কি এবং তাহাতে ভগবান্ আপনার কিরূপ পরমা প্রীতি হয়—তাহাও বলুন ।’

(৩১) ভগবান্ ব্রহ্মাকর্তৃক নিবেদিত হইয়া কীর্ণন-স্বরূপ বলিতেছেন—‘হে ব্রহ্মন্ ! অতঃপর আমি সারাংসাররূপ সংকীর্ণন-প্রসঙ্গ বলিতেছি—তুমি সমাহিতমনে শ্রবণ কর । (৩২) মৃদঙ্গ ও বীণাদি বাস্তবস্ত্র-সহযোগে এক হস্ত দ্বারা উন্নীত একতালী-প্রতিম তালাদি দ্বারা—ষড়্জ, ঋষভাদি স্বরে এবং গানার্থীক্সসারে নেত্রমুখ ও হস্তাদির চেষ্টাবিশেষে যে রাগরঙ্গময় গীতোচ্চারণ—বাহাতে পাঁচ দশজনে মিলিত হইয়া স্বর (ধ্বনি) করে—তাহাকেই সংকীর্ণন বলে । (৩৩) সংকীর্ণনে গান ও স্বরের আধারস্বরূপ শব্দের উপদেশ করিতেছেন—ভক্তমুখে ‘তে’ এই শব্দের উচ্চারণে ‘ত্বৎ’শব্দের অভিধেয় ভগবানের শক্তিস্বরূপ রাধাকে বুঝায় । ‘না’ শব্দ নৃশব্দের প্রথমার একবচন, ইহা পুরুষ-বোধক, কাজেই এই ‘না’ শব্দ দ্বারা রাধাপতি পুরুষোত্তমকেই বুঝায় ।

সুতরাং ‘ভেনা’ এই শব্দ শ্রবণমাত্রই বখাবথভাবে আমি প্রতিটি চিত্ত হইয়া থাকি। (৩৪) সংকীর্ণনের স্বরূপ এবং তাহাতে নিজের প্রীতিকর স্বরূপ নিজাবির্ভাবের প্রসঙ্গ করিতেছেন—‘হে ব্রহ্মন্! কৃণু কৃণু বেনন অমর সহস্র সহস্র অবতার অতীত হইরাছে, সেইরূপেই আমি ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছার করুণা-বশবর্তী হইরা অবতার গ্রহণ করিব’ (৩৫) পূর্ব পূর্ব অবতার গণের চরিত্র সংক্ষেপে বলিতেছেন—‘বাগমার্গে অর্থাৎ বাগবোজনার রিপুদের বিনাশ ও বেদমার্গে অর্থাৎ কর্ম-জ্ঞান-ভক্তিমার্গে ভক্তদের ত্রাণ করিয়া পৃথিবীতে নিজদশা স্থাপিত করা হইরাছে।

৩৬। কলিযুগাবতারী স্বয়ং ভগবানের কৃতা বলিতেছেন—‘পূর্বক কলিযুগে বাঁহারা শ্রুতিজ্ঞানরূপ-দৃষ্টি-সম্পন্ন নহেন এবং নরকজ্ঞান হইরাও বঁহাদের বিষয়ানুরক্তিপ্রভৃতি বশতঃ পরিত্যক্তজ্ঞান হইরাছেন—তাহাদের নরকজ্ঞান তমোবিনাশকর এই আমা-কর্তৃক উদিত আমার স্বরূপ-পরিচায়ক ক্রোধান্বিত সূর্য্য উদিত হইবে। আমার চক্ষু হইতে উদিত সূর্য্যের ছায়া আমার মুখ হইতে এই শ্লোক উদিত হইবে।

৩৭। পশ্চাৎ বলিতেছেন—‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম রাম হরে হরে।’

এস্থলে ‘হরি’ শব্দ দ্বারা ভক্তদের সর্ববিধ দৃষ্টি ও অদৃষ্টি-প্রতিফল দোষনাশকর এবং মনোহরত্ব বুঝায়। ‘কৃষ্ণ’ শব্দে জ্ঞানভক্তদের ভগবৎসাক্ষ্য-সদানন্দাত্মকত্ব এবং ‘রাম’ শব্দে স্ববাংন্যান্যভাবদ্বারা ভগবৎসাক্ষ্য-ইচ্ছাকারী বোগিদের রমণাধারত্ব বুঝাইতেছে। সম্বোধন পদনম্র—‘তাহার আবির্ভাবের আকাঙ্ক্ষার এবং পুনরুক্তি—‘প্রেমবশতঃই বুলিতে হইবে।

৩৮। অধিকারিভেদে ঐ পশ্চ উচ্চারণ-বিভাগ এবং তৎকল দেখাইয়াছেন—“যিনি ‘হরি’ এই অক্ষরদ্বয় একবার উচ্চারণ করিলেন—তিনি মোক্ষলাভের (স্বরূপ-জাগরণে) বন্ধ পরিকর হইরাছেন”। অজ্ঞাত এক অত্যন্ত নামাপরাধে বারদর, অজ্ঞাত-স্বল্পাপরাধে বারদর এবং অজ্ঞাত কত নামাপরাধে বখাশক্তি নাম উচ্চারণ করিবে। জ্ঞানপূর্বক (নাম) বলে নরম-রাধাচরণে কিন্তু বাবজীবন নামোচ্চারণ করিতে হইবে। এই নামোচ্চারণ করিলে যখন চণ্ডালও নিশ্চয়ই আমার ভক্ত হর—অত্বে কথ্য কি আর বলিত হইবে? শ্রীমদ্ ভাগবতে উক্ত হইরাছে—‘অহো! যে ব্যক্তির উচ্চারণ তোমার প্রীতিকর নাম নৃত্য করিতেছে—সে চণ্ডাল হইলেও মহাধর্মী হইবে। বাঁহারা নাম গ্রহণ করেন, তাঁহারাই সর্বতপস্তা, সর্বতীর্থে যাত্রা, সর্ববেদব্রহ্ম-বাবতীয় সংকল্প (না করিয়াও) করিয়াছেনই।’ বাবজীবন বলিতে কৃষ্ণ ব্যতীত আমরণ কালই বুলিবে, কেন না সুষুপ্তিতে জীবভাব থাকে না বলি তখন নামোচ্চারণ সম্ভবপর নহে। এ কথা বলিতে পারা যায় না যে অশুদ্ধিকালে শাস্ত্রীয়কর্ম-গুষ্ঠান নিবন্ধ বলিয়া নামোচ্চারণও বাবজীবন সম্ভবপর নহে। কারণ ‘শ্রীহরির নাম সদা সর্বত্র কীর্তন করিবে, ঐ নামকীর্তন অশৌচাদির গণনা করিবে না, যেহেতু নামই পবিত্রতাজনক।’ অতঃপর পবিত্রই হউক, সকল অবস্থাতেই যিনি শ্রীহরির স্মরণ করেন—তিনিই বহু

ও আন্তর শুচি হইয়াছেন।’ ইত্যাদি বচনে শ্রীহরিস্মরণে অশুদ্ধতার সম্ভাবনাই থাকে না। নামাপরাধ সকলের কথা বৈষ্ণবস্মৃতি-শাস্ত্রাদিতে সংগৃহীত আছে।

৩৯। ব্যতিরেকে ভক্তিমাহাত্ম্য দৃঢ় করিবার জন্য অভক্তদের স্বরূপাপ্রাপ্তি বলিতেছেন—বাহারা বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ সর্ববেদবিৎ ও পুরাণ-গমাদির পারগমনকর্তা, তাহারাও যদি আমার ভক্তের ভক্ত না হয়, তবে বেদাদির রহস্যের অজ্ঞানতায় তাহাদের মাহাত্ম্য অনবগত হওয়ার দরুণ প্রভুর নিকট হইতে নিবারিত হইয়া দূরেই থাকে।

৪০। এক্ষণে ভক্তভক্তদের অতিপ্রিয় বলিতেছেন—অতিশয় ছুরাচার হইলেও (কর্মদ্বারা নীচতা প্রাপ্ত হইলেও) পুরুষ বা স্থপচ জাতিতে জন্ম হইয়া অতি নীচ হইলেও যদি আমার ভক্তের অনুরাগ পূর্বক সেবায় নিযুক্ত থাকে, তবে সে ব্যক্তি আমার কৌস্তভবৎ নিত্য কর্তৃসংলগ্ন থাকে।

৪১। ভক্তগণ আত্মা হইতেও অতিপ্রিয় বলিয়া আমিও ভক্তরূপ ধারণে ভক্তগণের আত্মা প্রতিপালন করত মদেকাশ্রয় ভক্তদিগকে ঘোর ছুঃখাত্মক সংসাররূপ ছল্জ্যা সাগর হইতে উদ্ধার করিব। সংসার হইতে বাহির করিয়া উর্দ্ধ নিজধামে প্রেরণ করিব।

৪২। ভক্তদের বাহুচিহ্নাদি বলিতেছেন—ললাটে সান্তরাল উর্দ্ধপুণ্ড্র, কর্ণে শ্রীতুলনীমালা, বাহুমূলে শঙ্খচক্র-মুদ্রা এবং পরিধানে কোপীন। (৪৩) এক্ষণে আন্তর মুখ্য চিহ্নাদি বলিতেছেন—তাহারা আমার ভক্ত, আমার প্রতি সাতিশয় প্রীতিমান হইয়া অগ্রত বিগতরাগ হইয়াছেন। এইরূপে বাহু ও আভ্যন্তর দ্বিবিধ লক্ষণযুক্ত ভাগবতোত্তমগণ নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও কলিজীবোদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে ইত্যন্তঃ বিচরণ করিবেন।

৪৪। ভক্তগণ-মধ্যে নিজ প্রাচুর্য্য-স্থান বলিতেছেন—গঙ্গাতীরে বিদ্যমান যে নবদ্বীপনামক জনালয় সেই জনপদে ব্রাহ্মণবংশে অবতীর্ণ হইব; অথবা স্মরনদীতীরে যে নবদ্বীপাখ্য জনালয় আছে, সেই গ্রামে ব্রাহ্মণ-কুলে অবতরণ করত ভক্তগণকে প্রাপ্তি করিব অর্থাৎ তাহাদের সহিত মিলিত হইব।

৪৫। নিজ প্রাচুর্য্যবের প্রয়োজন বিশদভাবে বলিতেছেন—প্রেম-লক্ষণা ভক্তিতে যোগ করে যাহা—তাহাই ভক্তিযোগ অর্থাৎ শ্রবণকীর্তনাদি নববিধা ভক্তি। তাহাই প্রকৃষ্টরূপে দান করিতে এবং ঐ শ্রবণকীর্তনাদি ভক্তিতে প্রবৃত্ত লোককে অগ্রগ্রহ অর্থাৎ সাধ্যাপ্রেমসুখ প্রদান করিতে সন্ধ্যাসাশ্রম অঙ্গীকার করতঃ আমি কৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করিব। (৪৬) আবিস্কৃত হইয়া ভক্তিযোগ প্রদানের প্রকার বলিতেছেন—আনন্দাশ্রমধারায় সিদ্ধান্ত ও ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চাবলিভূষিত হইয়া [নিজের দেহে ভক্তিচিহ্নাদি আবিস্কার করত সকলকে দেখাইয়া] হরিকীর্তনতৎপর হইব এবং তাহাতেই ভক্তিযোগ প্রদান করিব দেখাইয়া] হরিকীর্তনতৎপর হইব এবং তাহাতেই ভক্তিযোগ প্রদান করিব অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে রোমহর্ষাদি-সম্বলিত হরিকীর্তন প্রচার করিব। (৪৭) ঐ প্রকার কীর্তনেই সর্বলোকের নিস্তার বা মোক্ষ হইবে। যদি প্রশ্ন হয় যে ‘ঐ কীর্তনেই’ বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইল কেন? অগ্ন্যাগ্ন বৈদিকধর্মচরণাদি দ্বারাও কলি-নিস্তার হউক; তাহার উত্তরে বলিতেছেন—আমার নাম স্মরণ ব্যতীত কলিকালে কোনও বৈদিক কার্য্যই সাধ্যমান নহে। (৪৮) নিজকর্তব্য বলিয়া

নিজের সহবাস জন্ত দেবগণকে লোভ দেখাইয়া বলিতেছেন—আমার ভক্তগণ যেস্থলে কীর্তন করে, সেখানে আমি নিশ্চয়ই অবস্থান করি। অতএব তোমরা স্বয়ং (অংশে নহে) পৃথিবীতে ভরতখণ্ডে ভক্তরূপে জন্মধারণ কর। (৪৯) যাহাতে সংকীৰ্তন দ্বারা লোকনিস্তার হয়, আমার আজ্ঞায় তাহাই তোমরা করিবে। তৎপরে আমিই দ্বিজরূপে প্রাহুভূত হইয়া ধরাকে নির্ভর করিব।

৫০। অত্যাশ্রয় অবতারগণের প্রসঙ্গ করিতেছেন—শীঘ্রই আমার প্রাহু-ভাবোৎসাহে উৎসাহান্বিতা হইয়া সেই নবদ্বীপমণ্ডলেই আমাকর্তৃক আত্মসাক্ষাত ব্রজগোপাদিরূপে উপলক্ষিত মদনুরাগিজনগণের মধ্যে যিনি শান্তা অর্থাৎ সাত্বিকী আমার সংসার-সহায়িনী মদেকপরা কমলালয়া—যিনি আমার মুখে, করে ও চরণাদিতে উপমানরূপে বিরাজিত কমলসমূহ দেখিয়া পদ্মবনেই বাস-স্বীকার করিয়াছেন—যাহাকে লোকে লক্ষ্মী বলিয়াই জানে—তিনি ‘গদাধর’ নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবেন। ‘গদ’ধাতুর অর্থ ব্যক্ত বাক্য উচ্চারণ করা। প্রেমভরে উচ্চকণ্ঠে আমার নামকীর্তন করিয়া করিয়া যাহার বাক্য সফল হইয়াছে—তাহারই সার্থক নাম গদাধর। ভগবৎনামগুণগানেই যে বাক্যের সার্থকতা হয়—ইহা শ্রীমদভাগবতে বহুশঃ উক্ত হইয়াছে। নিরন্তর আমার ধ্যান করিতে করিতে ভূঙ্গীকীটন্যয়ে আমার আকার প্রাপ্তি করিয়া লক্ষ্মী স্ত্রী-জাতি হইলেও গদাধরস্বরূপে পুরুষদেহ অঙ্গীকার করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে।

৫১। ব্রজলক্ষ্মীর অবতার বর্ণনা করিয়া এক্ষণে শেযাবতার-প্রসঙ্গ করিতেছেন—আমারই অংশ (স্বরূপ) বলরামও আমারই অনুগমন করিবেন। তাহার লোকপ্রসিদ্ধ সংজ্ঞা—‘নিত্যানন্দ’ বলিয়াই খ্যাত। আমার অংশ বলিয়া নিত্য নিরতিশয় মদনুরাগভরে নিত্য অর্থাৎ কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন আনন্দ যাহার—তিনিই নিত্যানন্দ। ঐহিক পারলৌকিক সুখত্যাগ করত ঐ ঐ মাধনে বিরত হইয়া মদভক্তরূপে নৈষ্কর্ম-জ্ঞাননিরত পরমহংসদিগেরও শিরোভূষণ-রূপে তিনি বিরাজ করিবেন।

৫২। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ভবিষ্যৎ চরিত্র বলিতেছেন—সেই নিত্যানন্দ আবার আশ্রমাচাররহিত অবধূত-বেশ অঙ্গীকার করিয়া নিজাচরণ দ্বারা নিবৃত্তি-মার্গীয়লোকগণকে শাস্ত্রোক্ত ভক্তিমার্গ প্রদর্শন করাইবার জন্ত বহুবিধ ভাগবত ধর্মের শিক্ষা দান করিবেন। অনন্তর (৫৩) প্রবৃত্তিমার্গের আশ্রয়ে নরক-স্বরূপ সংসারে পতিষ্মমান জনদের উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় তিনিই আবার গৃহীদের আশ্রম বদ্রপ হওয়া উচিত, সেইরূপ ভাব-স্বীকারে জাহ্নবী প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া নিজ স্বরূপ প্রদর্শন করাইবেন। জাহ্নবী—রেবতীর অবতার প্রথমা পত্নী। ‘আদি’ শব্দ দ্বারা বাকুণীর অবতার-স্বরূপা বসুধা নামে দ্বিতীয়া পত্নী, বীরভদ্র নামক পুত্র এবং অত্যাশ্রয় নিত্যানন্দ-সম্বন্ধিগণের গ্রহণ হইল। ইহাদের সহিত নিত্যানন্দ নিজের অষ্টটনপটীয়সী অচিন্ত্য শক্তির সাহায্যে কেবল নিজকে দেখাইবেন মাত্র, কিন্তু তাহাদের সঙ্গী হইবেন না অর্থাৎ আসক্তিবৃত্ত হইবেন না। সন্ন্যাসী, অবধূত বা গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিলেও ঈশ্বর-স্বরূপ বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দের স্বতন্ত্রাচারে কোনই দোষ হয় না, যেহেতু স্বতঃপ্রমাণ-

স্বরূপ শ্রুতির অনন্য হইলেও অর্থাৎ তদীয় আচরণ বাহু দ্বীতে শাসনমত না হইলেও কিন্তু তাঁহার সর্বজ্ঞতাশক্তি আছে বলিয়া তিনি প্রমাণসহ আচরণই করিয়াছেন, কিন্তু বিন্দুনাশ ও বেদবিরুদ্ধ আচরণ করেন নাই—বুঝিতে হইবে : [এ বিষয়ে জিজ্ঞাস্ত থাকিলে শ্রীভাগবত ১০.৩৩-৩৫.৩৩ শ্লোক এবং হজরত টীকা দিষ্টব্য ।]

৫৪। বাসুদেব ও সংকর্ষণের বাহুর নিকরূপ করিয়া এক্ষণে প্রচুরবাহুর আবির্ভাব বলিতেছেন—লোকপ্রজন কামের অবিষ্টাতা আমার বাহু প্রচুর আমার নিকট হইতে গিয়া ‘**ধ্রুবানন্দ**’ এই সংজ্ঞা লাভ করিবে । **ধ্রুব** (নিষ্ঠা) ভগবৎস্বরূপের উল্লাসাত্মক আনন্দ বাহার—এই বাৎপত্তি-অনুসারে বলা যাইতেছে যে লৌকিক ও দৈব কামসুখ অধ্রুব (অনিষ্ঠা) ; এই জাতীয় কাম-সুখ নিরাকরণ জন্তই ‘**ধ্রুব**’—এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে । প্রচুরবাহু সংকর্ষণ-বাহুরই অন্তর্গত বলিয়া জাহ্নবীনামক সংকর্ষণাবতারের শক্তির শিখ্যতা অর্থাৎ তাঁহার আনুকূল্য লাভ করিয়া আমার কীর্তনানুরাগাদির উপদেশ দিয়া লোক-গণকে-নিস্তার করিবেন ।

৫৫। ভগবান অনিরুদ্ধকে তাহারই নিরম্য নাতিপুত্রজাত ব্রহ্মার সহিত অভেদে কল্পনা করিয়া অবতার-প্রসঙ্গ করিতেছেন—‘এই গোকুলে যে কোনও বনে যে কোনও জীবের চরণরেণু-প্রাপ্তির উপযুক্ত অতি নীচ জন্ম লাভ করাই আমার মহাভাগ্যের পরিচায়ক ।’ ইত্যাদি বাক্যে যিনি ভক্তরজোযোগ্য দেহ প্রার্থনা করিয়া তাহাই লাভ করিয়াছেন এবং ব্রজবাসিন্যের বজ্রোভিষেকে ভক্তজন্মযোগ্যতা প্রাপ্তি করিয়া বিবিধ মহৎযুক্ত উত্তম বর্ণাদিতে মহৎ-সংমিশ্রণ-বশতঃ ভক্তিমাহাত্ম্যের যথাযথ স্মরণ হইতে নাও পারে—এই আশঙ্কায় এবং ভক্তগণ ভক্তিসংগ্রহেই আগ্রহবান্ হইবেন, কিন্তু উত্তম বোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে তাঁহাদের আগ্রহ থাকে না দেখিয়া নীচ বনতনু ধারণ করত সর্বদেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাও লোকশিক্ষা দানে তৎপর হইবেন । বন, খন্, পুরুষ, চণ্ডালাদিরও ভগবান্নাম-কীর্তনাদি দ্বারা জগৎপূজ্যতা হয়, পাবন হয়—এই কথা শ্রুতি ও পুরাণাদিতে দেখিয়া সর্ববিষয়ে অভিলাষ মান মদাদি ত্যাগ করিয়া ভগবৎপরায়ণই বাঞ্ছনীয়—এই বিষয়টী স্বয়ং আচরণদ্বারা লোকপূজ্যতাদির সুবহুল বিস্তারে যিনি লোকশিক্ষারূপ প্রয়োজন-সাধনে তৎপর হইয়াছেন—তিনিই ‘**হরিদাস**’ রূপে বিখ্যাত হইয়া আমাতে ভক্তি করিবেন । ভগবৎকীর্তন-পরায়ণ অতি নীচজাতিও যে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে বেদাদি ভাগবত প্রমাণ দিতেছেন । তথাপি যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে ভক্তগণের আসুর-সম্পদযুক্ত দেহধারণ করা যুক্তিযুক্ত নহে—তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে এই আশঙ্কা বিচারসহ নহে, কেন না বিষ্ণুপুরাণ বলেন যে ‘এই জগতে দুইপ্রকার সৃষ্টি আছে, এক দৈব, দ্বিতীয় আসুর । বিষ্ণুপুষ্টিপর যাহারা, তাহারাই দৈবসৃষ্টি এবং তদ্বিপর্য্যয়েই আসুর সৃষ্টি ।’ তাৎপর্য্য এই যে বিষ্ণুভক্তি-বিহীনই আসুর-স্বভাব, আর তদ্-ভক্তিযুক্ত হইলে নীচযোনিতে জন্মবান্ও দৈবসৃষ্টিক্রমেই নিকরূপিত হইবেন ।

৫৬। রুদ্রাবতার বলিতেছেন—সদাশিব রুদ্র গোড়দেশে অবতীর্ণ হইয়া ‘**অদৈত**’ নাম ধারণ করিবেন । ‘**হরি** ও **হর** এই দুই নামের প্রকৃতি (স্বভাব,

ধাতু 'হ্র') একই, কিন্তু প্রত্যয়ের (বিশ্বাসের, প্রথমতঃ ইন্-প্রত্যয় এবং দ্বিতীয়তঃ অন্) বিভিন্নতায় উহার ভিন্নের আয় প্রতীয়মান হয় । শাস্ত্রজ্ঞান-হীন কোনও মূঢ় লোকই হরিহরের ভেদ কল্পনা করে—ইত্যাদি বচনবলে শ্রীমান্ যে আমি লক্ষ্মীপতি, সেই আমা হইতে স্বরূপতঃ দ্বৈতের অভাবে অর্থাৎ একত্ব বলিয়া তিনি শ্রীমদদ্বৈত এই নামোচ্চারণে ক অর্থাৎ স্তম্ভ লাভ করেন । তিনি সকল লোককে যত্ন করিয়া আগার ভক্তিগ্রহণ করাইবেন । যেহেতু তিনি পরম কারুণিক এবং সমর্থ । সমর্থ হইয়া যিনি দয়ালু না হন, তিনি পীড়কই হইয়া থাকেন । আর দয়ালু হইয়াও যিনি সামর্থ্যবান্ নহেন, তিনি স্বয়ংই পীড়িত হয়েন—এইজন্ত এই দোষদ্বয় নিরাকরণ জন্ত তাঁহাকে দয়ালু ও সমর্থ বলা হইল ।

৫৭ । দেবধিক্রুপে এবং ভগবদ্গুণগান-নৃত্যাদিতে নিরত আছেন বলিয়া দেবগণের পূজ্যত্ব হিসাবে প্রথমেই নারদাবতার নিরূপণ করিতেছেন— [নারদ শব্দের ব্যুৎপত্তি] নরের পুরুষোত্তমের যাহা তাহাই নার অর্থাৎ ভক্তি-যোগ, কিম্বা ভক্তিযোগাত্মক ভাগবতপুরাণ, যিনি প্রহ্লাদ, ধ্রুব ও ব্যাস প্রভৃতিকে উহা দান করেন—তিনি নারদ । অথবা নরের উপাধি কিম্বা হৃদয়স্থ সংশয়াদিকে 'নার' বলে, তাহাই যিনি অবখণ্ডন (বিনাশ) করেন, তিনি নারদ । আবার ['শ্রীনিবাস নামের ব্যুৎপত্তি] বাস্তব লক্ষ্মী হরিভক্তি-স্বরূপিণী শ্রীর সহিত নিত্য বাস করেন যিনি—তিনি শ্রীনিবাস । 'হে নারদ ! আমার ভক্ত যেখানে গান করে, আমি সেই স্থলেই অবস্থান করি'—এই আশ্রয়স্বারে ভগবানের গুণগান-প্রিয়তাবশতঃ নিত্য গুণগান-নিরত তাঁহাতে ভগবানের নিত্যই অভিব্যক্তিরূপে নিবাস হয় বলিয়া অথবা তাঁহার নিত্য সহগামিনী শ্রীও নিত্যনিবাস করেন বলিয়া তিনি 'শ্রীনিবাস' এই বিখ্যাতি লাভ করিবেন । তদ্ব্যবসায় মুনিও নিত্য নারদমুনির সংসঙ্গে থাকিয়া ভগবদ্ গুণগান-পরায়ণ হইয়াছিলেন বলিয়া পরমভাগবতগণ তাঁহাতে রমণ (আনন্দ ভোগ) করেন অথবা গানপ্রিয় ভগবান্‌ই ঐ লোভে বাহাতে রমণ (আনন্দাস্বাদ) করেন—এই ব্যুৎপত্তিতে 'রাম' পদ সিদ্ধ হইয়াছে । উহার অর্থ হইল—ভগবদ্গুণগান । সেই গুণগানেই বাহার আনন্দ—তিনি 'রামানন্দ' বলিয়া বিখ্যাতি লাভ করিবেন । এই দুইজন আমার ভক্ত অব্যয় (অবিনাশি-স্বরূপ) আমাকে ভক্তি করিবেন ।

৫৮ । দেবগুরু বৃহস্পতির অবতার বলিতেছেন—বাসব ইন্দ্রের গুরু—তাঁহারও ভগবন্মার্গে প্রবর্তক বৃহস্পতি সমগ্র ভূমিতে ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্তন করিয়া 'সার্বভৌম' নাম লাভ করিবেন । সেই অবতারে তিনি বহু বহু শিষ্যকে আমার ভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করাইবেন ।

৫৯ । দুই পশুরূপ নাস্তিকাদি প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক অতি ললিত, সুরতি মধুমতী ভক্তিলতার ভঞ্জন হইতে পারে বুঝিয়া তাহারই নিরোধকল্পে কণ্টকাবরণের তুল্য আশ্রয়াদি দর্শনশাস্ত্রেরও আবশ্যকতা উপলব্ধি করতঃ মাধুর্য্যময় ভক্তশরীরে কর্কশ তর্কশাস্ত্র প্রতিপাদনের অযোগ্যত্ব অনুভব করিয়া রূপান্তরে আশ্রয়াদির প্রবর্তক-রূপে সার্বভৌমকেই নির্দেশ করিতেছেন—তিনি পুনর্বার দ্বিতীয় জন্মে রঘুনাম শিরোমণি রূপে আশ্রয়াদি প্রমাণ প্রমেয়-নির্ণয়াত্মক দর্শনশাস্ত্র

নমু বিস্তারিত করিবেন । তর্কশাস্ত্র বে ভগবন্তত্ত্ববোধক শাস্ত্রের রক্ষক কণ্টকা-
বরণ, তাহাও উক্ত হইয়াছে—‘আমি বে আশ্রয় নানাছ প্রৌঢ়বশতঃ প্রকল্পনা
করিলাম—ইহাকে কণ্টকাবরণ বলিয়াই মনে করিবে, প্রকৃত তত্ত্ব কিন্তু বাদরাগণে
(ব্রহ্মহুত্রেই) নিহিত আছে ।

৩০। শ্রীকৃষ্ণ-প্রাতুর্ভাবের কুলবীজস্বরূপে সর্বদেবতার প্রাধাত্য দিয়া
চন্দ্রাবতার বর্ণনা করিতেছেন—যিনি দয়ালুতার অবধি সর্বজনের আত্মাদ-
নারক চন্দ্র, যিনি মিথ্যাভূত অনিত্য আত্মাদজনক বলিয়া অত্যাধি নিজ
নামের ব্যর্থতা বুদ্ধিতে পারিয়াছেন—তিনি এক্ষণে ভগবদ্ভক্তি-প্রবর্তকরূপে
পারমার্থিক আত্মাদপ্রদ হইয়া নিজনামের সার্থক্য-সম্পাদনেচ্ছু হইলেন এবং
ভক্তিকলার দিন দিন বুদ্ধিপ্রাপ্তি করিয়া ‘বর্দ্ধমান’ নাম ধারণ করিবেন ।
চন্দ্র-নক্ষত্রে তাহার দক্ষিণটে অত্যাচ্ছ গ্রহতারাদির অবতার নির্ণয় করিতেছেন—
এইরূপে বাহ্যার স্বরূপ প্রকাশমান গ্রহাদি ছিলেন এবং অন্তরে প্রকাশনে রতিমান
ছিলেন—তাহারাই এইবার মিথ্যা অনিত্য প্রকাশে সন্তোষ না পাইয়া ভক্তি-
প্রকাশ প্রবর্তন করিতে ভোগোপযুক্ত রাজসাত্ব ভক্তিমার্গের অনুপযোগী
বলিয়া কেবল স্বীয় নাস্তিকমাত্রাংশ গ্রহণ করত ভক্তরূপে অবতীর্ণ
হইবেন ।

৩১। লোকে উদ্ধারবীজরূপে গুরুশিষ্য-সংপ্রদায়ের আবশ্যকতা দেখাইবার
জন্য সর্বশ্রুতিমূল জগদগুরু হইয়াও স্বগুরুরূপে ব্যাসাবতারকে বর্ণন
করিতেছেন—হে ব্রহ্মন! আমার মুখনিঃসৃত বেদসমূহকে বিভাগ করিয়া
ব্যাখ্যা করায় যিনি ব্যাসাখ্যা লাভ করিবেন—তিনি সর্ববেদরহস্য ভগবদ্ভক্তিই
অবগত হইয়া গোড়নগুলে কেশব- (শ্রীকৃষ্ণ) বিষয়িণীই ভারতী অর্থাৎ বাণী
উচ্চারণ করিবেন বলিয়া কেশবভারতি নাম ধারণ করিবেন । জন্মচ্ছলে
নন্দাবতার বেনন জগদ্রাধমিশ্র ও বশোদাবতার শচীদেবী, তদ্রূপ সন্ন্যাসপ্রবৃত্তি-
চ্ছলে তিনিও বিশ্বগুরু আমারও গুরু হইবেন ।

৩২। পুরন্দরের অবতার-প্রদত্ত করিতেছেন—অধিক ঐশ্বর্য্যবান্ সর্বদেব-
গণরাজ ইন্দ্র নতিমান হইলেন অর্থাৎ নিজ ঐশ্বর্য্যাদির নিজাধিকৃত কালের ক্ষয়ে
করিত এবং বস্তুতঃ মিথ্যায় দেখিয়া—তন্মধ্যেও আবার দৈর্ঘ্য, মাৎসর্য্যাদি দ্বারা
বংশস্তম্ভ, অন্তরভরাদিতে ব্যাকুলতা প্রভৃতি চিন্তা করিয়া পরমৈশ্বর্য্যসূচক নিজ
নামে লজ্জিত হইয়া আমা বিষয়ক ভক্তিতে সম্যক্ প্রকারে বুদ্ধি স্থির করিলেন ।
কিছু অর্গে ভোগাতিশয়ের মধ্যে বিক্ষেপাধিকা বশতঃ ঠিক ঠিক ভক্তি হইতে
পারে না বিবেচনা করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন ! এখানেও কলিকৃত
দোষরাশি হইতে পৃথিবীকে আমার ভক্তিদ্বারা পালন করিয়া তিনি বাস্তবিকই
পৃথিবীপতি হইবেন । তিনি প্রকৃষ্ট সংসারানলতাপে রোদন করেন বলিয়া
‘প্রতাপরুদ্র’ নামে বৈরাগ্যবান হইবেন । অথবা ভক্তিপ্রতাপে ও মাহাত্ম্যোৎ-
কর্ষে হর্বভরে আনন্দাক্রপাত করিতে করিতে যিনি স্বরূপ রোদন করিয়া অত্যাচ্ছ
জনগণকেও রোদন করান—তিনিই প্রতাপরুদ্র । অথবা ভক্তিপ্রতাপ দ্বারা যিনি
কলিদোষ সমূহের রুদ্ধবৎ প্রলয়কর্তা—তিনিই ‘প্রতাপরুদ্র’ এই নামে বিখ্যাত
হইয়া আমার ভক্তগণের সনাশ্রয় হইবেন । বাহ্য ও আভ্যন্তর চৌরভয়াদি হইতে

রক্ষা করিয়া সকলের বাসস্থানাদির সজ্জান করিয়া তিনি সকলের সমাগ্নি আশ্রয় হইবেন ।

৬৩। এইরূপে ইন্দ্রাবতার বর্ণন করিয়া স্বপরিকরণের অবতার অতি-রহস্য বলিয়া দেবগণের সহিতই তাঁহাদের সূচনা করিতেছেন—অত্যান্ত দেবগণ—যাঁহারা আমার ভক্ত, আমার সেবানিরত এবং মৎপরায়ণ, তাঁহারাও আমার ভক্তি প্রদর্শন করিবেন । কাজেই পৃথিবীর আর কলি হইতে ভয় নাই । হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে যাহা বলিতেছি—তাহা তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর । নিজ পরিকর পক্ষে দেবগণ অথে ক্রীড়ারত গোপ-গোপীগণ এবং তদ্গান-স্বরণরত প্রহ্লাদাদি ভক্তগণকে বুঝাইতেছে । অতএব যাঁহারা আমার ভক্ত-মদনুরাগী অতএব মৎপরায়ণ—তাঁহারা এই অবতার করিবেন । শ্রীজগন্নাথমিশ্র=শ্রীনন্দ, শ্রীশচী=যশোদা ইত্যাদি । সখীগণ—শ্রীলক্ষ্মী=রুক্মিণী, বিষ্ণুপ্রিয়া=সত্যভামা ইত্যাদি । প্রিয়সখী—আচার্য্যারত্ন=রত্নরেখা, রত্নগর্ভ=রতিকলা ইত্যাদি । গোপাবতার—অভিরামঠাকুর=শ্রীদাম, গৌরীদাস=সুবল । ধনঞ্জয়=বসুদাম ইত্যাদি । ভক্তাবতার—পরমানন্দ পুরী=উদ্ধব, মুরারি চৈতন্ত=প্রহ্লাদ ইত্যাদি । দেবাবতার—ভাস্কর ঠাকুর=বিশ্বকর্মা, রঘুনন্দন=কন্দর্প ইত্যাদি । শক্তাবতার—সীতাদেবী=আত্মাশক্তি ।

৬৪। এতক্ষণ পর্য্যন্ত আবির্ভাবলীলা বলিয়া পুনরায় স্বধামে আরোহণ লীলার উদ্ভব করিতেছেন—আমরা আবার স্বস্থানে আগমন করিব । দেবাদিও কৃষ্ণপরায়ণ ভক্তগণও সকলে আমারই ধামে প্রত্যাবর্তন করিবে । এই ধামটি অচ্যুত অর্থাৎ পুনরাবৃত্তিরহিত এবং রজস্তমোহীন বলিয়া প্রকাশ্যাত্মক ।

৬৫। এই প্রবন্ধের শ্রবণ ও কীর্তনমাত্রেরই ফল শ্রীভগবান্ নিজমুখেই বলিতেছেন—যে পুরুষ এই কলিতারক অবতার-প্রসঙ্গ প্রত্যহ শ্রদ্ধানুরাগপূর্বক কীর্তন করিবে, অথবা কীর্তনে অসমর্থ হইলে শ্রবণ করিবে—তাহার অসংখ্যাত জন্মের পাপরাশি তৎক্ষণাৎ উচ্চারণ ও শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই নাশপ্রাপ্ত হইবে ।

৬৬। এক্ষণে শ্রীগৌতম কলিতারণ-প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছেন—ভগবানের আদেশ পাইয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা এবং দেবগণ শ্রীনারায়ণকে প্রণাম করিয়া স্বস্বধামে গমন করিবেন ।

ইতি গৌরাঙ্গচন্দ্রোদয়ের তাৎপর্যানুবাদ ।

শ্রীমদ্ গুরবে সমর্পণমস্ত ।

নিবেদন ।

কলিপাবনাবতার করুণাবরুণালয় শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃতী পার্শ্বদ শ্রীপাদ
রূপ গোস্বামি-মহোদয়-কৃত শ্রীবিদগ্ধমাধবের নান্দীরূপে যে ভবিষ্যপুরাণোক্ত
‘অনপিতচরী’ শ্লোকটি লিখিত আছে—এই শ্লোকেরই জনৈক প্রাচীন মহাজন-
কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইলেন । বরাহনগর শ্রীগৌরান্দ্র গ্রন্থমন্দিরে
ঐ টীকাটি শ্রীপাদ শ্রীজীবের নামেই আরোপিত হইয়াছেন, কিন্তু আমরা পুনঃ
পুনঃ পাঠ করিয়াও শ্রীজীবের লেখনীর কোনও সাদৃশ্য ইহাতে দেখিতে পাইলাম
না । দ্বিতীয় পক্ষের ব্যাখ্যায় ‘মৎপ্রভু’ শব্দ ব্যতিরেকে ইহা শ্রীজীব প্রভুর রচিত
বলিবার আর কোনও হেতু নাই । শ্রীপাদ শ্রীজীবের অক্ষর-কার্পণ্য, শ্লিষ্টশব্দ
প্রয়োগ-বাহুল্য এবং দার্শনিক-শব্দবিজ্ঞান-প্রণালী ইহাতে আদৌ নাই ।
কাজেই আমরা ইহার নির্মাতার কোনই পরিচয় দিতে পারিলাম না । ইহাতে
শ্রীল কবিকর্ণপুর-কৃত ‘রসজ্ঞাঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি’ ইত্যাদি শ্লোক এবং শ্রীল
প্রবোধানন্দ সরস্বতী-বিরচিত শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতের (১৭১৪) ‘বিগুদ্বাদৈতৈক
প্রণয়রসজলধৌ’ ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । কাজেই বলিতে হয় যে এই
গ্রন্থদ্বয় বৈষ্ণব সমাজে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করার পরেই এই টীকা রচিত
হইয়াছেন । আর এক কথা ‘অদ্বৈতপ্রকটীকৃতো নরহরি-প্রেষ্ঠঃ’ ইত্যাদি শ্লোকটি
অলঙ্কারকৌস্তভের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ-বিরচিত টীকার মঙ্গলাচরণ
রূপে দৃষ্ট হয় । [এই শ্লোকটি যদি কোনও পূর্ব মহাজন-কৃত না হইয়া থাকে,]
তবে এই ‘অনপিত’ শ্লোকের টীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথের পরবর্তী হইবেন ।
সবিশেষ প্রমাণাভাবে আমরা এ বিষয়ে নীরব রহিলাম । টীকাটি সুন্দর ও
সুখবোধ্য বলিয়া আমরা শ্রীগৌরভক্তগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিলাম । ক্রটি
বিচ্যুতি মার্জনীয় ইতি—

শ্রীধাম নবদ্বীপ
হরিবোল কুটীর }
}

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীহরিনন্দাস দাস

প্রাচীন মহাজন-কৃত অনর্পিতচরীং চিরাদিত্যাदि श्लोकान् टीका ।

অনর্পিতচরীং চিরাং করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুম্নতোজ্জলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্ ।
হরিঃ পুরটস্থন্দরদ্যতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ইতি ।

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণেচৈতন্যায় ॥

অত্যান্তাগতিকগতিদানায় নিজপ্রেমরত্নরক্ষণযত্নোদগতস্বকার্পণ্য-
দোষ-দূরীকরণায় তদানেন তদাস্বাদনমিতি তত্ত্বপ্রকাশনায় প্রেমসীম-
মহাভাবস্বরূপশ্রীরাধিকাতত্ত্বজ্ঞাপনায় তৎপ্রেমমহিমতত্ত্ব-তত্ত্বদাস্বাদন-
মধুরিম-তত্ত্বচেতোমাত্রানুভূতস্বমাধুরীসঙ্কলন-সৌখ্যাস্বাদায় চ অবিশেষ
বিশেষভক্তবর্গবাসনাবিষয়-প্রেমাসুধিপীযুষকরণক-তদভিষেচনায় তদ্বারা
জগদভিব্যাপনায় শ্রীশ্রীরাধাদাস্ত্রমাত্রলভ্যানন্তলভ্যব্রজ-সুমধুরপ্রেম-

বঙ্গানুবাদ ।

প্রভু হরিনোহন-চরণ ধরি হৃদয়োপরি ।
'অনর্পিত' ভাষা কহে অযোগ্য পামরি ॥

(১) বাহাদিগের কোনও কালে কোনও প্রকারে গতি নাই, তাহাদিগকে
গতিদান অর্থাৎ সম্যক্-প্রকারে উদ্ধার করিবার জন্ত—(২) [দ্বাপরযুগে]
স্বয়ং প্রেমরত্ন রক্ষা করিবার সাতিশয় আগ্রহ-নিবন্ধন প্রেমদান-বিষয়ে যে
নিজের রূপণতরুপ দোষ প্রকাশ পাইতেছিল, তাহার দূরীকরণ জন্ত—(৩)
ঐ প্রেমরত্ন দান করিলেই যে উহা সম্পূর্ণরূপে আস্বাদন করা হয়, এই তত্ত্ব
প্রকাশনের জন্ত—(৪) প্রেমের পরাকাষ্ঠা মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার তত্ত্ব
জ্ঞাপন জন্য—(৫) ঐ শ্রীরাধার প্রেমমহিমা, ঐ প্রেমদ্বারা শ্রীরাধিকা-কর্তৃক
আস্বাদ্য শ্রীকৃষ্ণের নিজ মাধুর্য্য, এবং একমাত্র শ্রীরাধার হৃদয়ই যে নিজ মাধুরীকে
অনুভব করে—সেই নিজ মাধুরী-সম্ভোগে কি জাতীয় সুখ হয়—তাহাও আস্বাদন
করিবার জন্ত—(৬) অবিশেষ অর্থাৎ সাধারণ (সাধকাদি সকল মানব) এবং
বিশেষ ভক্তগণ (নিত্যদিক, অন্যান্য অবতারের পার্শ্ব প্রভৃতি) যে প্রেম
কামনা করিয়া থাকেন, সেই প্রেম-সাগরের সুধাধারা তাহাদিগকে অভিষেক
করিবার জন্য—(৭) ঐ প্রেম দ্বারা জগৎকেও নিমজ্জিত করিবার মানসে—
(৮) শ্রীরাধাদাস্ত্র ব্যতিরেকে অন্য কোনও উপায়েই যে ব্রজের সুমধুর প্রেম
লাভ করা যায় না, তাহাও প্রকাশের নিমিত্ত—(৯) এবং সেই শ্রীরাধার
সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে—প্রেমসাগরের অবলম্বন বা আশ্রয়-

প্রকাশনায় তস্যাঃ সর্ববরীয়ঙ্ক-প্রকাশনায় চ প্রেমসাগরাবলম্বন-
নবধা-ভজনক্রমরূপে শ্রীলনবদীপে শ্রীমন্নন্দনন্দনঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো রসিক-
শেখরঃ স্বপ্রেয়সী-বরভাবকাস্তিসম্বলিতঃ পরমকরণাময়োহবতীর্ণ ইতি ।
চন্দ্রগ্রহণসময়ে হরেকৃষ্ণেতি নাম সংগ্রাহয়ৈব চন্দ্রগ্রহণপ্রকারঃ । যতো
হরতি স্বভাবকাস্তিবিলাসৈঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চিত্তমিহ পুন বর্ণদেহাদিকং
হৃদা স্বস্বভাবং তং করোতি যা সা রাধা ইত্যর্থঃ । তথা কথ্যতি
গুণৈ স্তদীয়ানাং চিত্তমিহ পুনঃ সর্বপ্রগাশ্রীরাধায়া বর্ণভাবাদিকমিতি
কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ । নাম-ব্যুৎপত্তিসীমা তত্রৈব দর্শিতঃ ॥

তত্র দাতুঃ স্বভাবোহয়ং মিষ্টদ্রব্যভক্ষণসময়ে অত্বেভ্যো ন দত্ত্বা
স্ববন্ধুভ্যো ন বিভজ্য স্বয়মেব নাশ্নাতি । অত আপামরেভ্যোহপি
নিরূপমপ্রেম দত্ত্বা সর্বধাম-সর্বাবতারকপরিকরানেকত্রীকৃত্য প্রেম-

স্বরূপা নববিধা ভক্তির ক্রম (পরিপাটী)-প্রকটনস্থল অতুলনীয় সর্বশোভা-
সমৃদ্ধিমণ্ডিত শ্রীধাম নবদীপে শ্রীমন্নন্দনন্দন রসিক-শেখর পরমকরণাময়
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় প্রেয়সীবরা শ্রীরাধার ভাব ও কাস্তি গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ
হইয়াছেন । চন্দ্রগ্রহণ-সময়ে জগজ্জীবকে ‘হরে কৃষ্ণ’ প্রভৃতি নাম সম্যক্
প্রকারে গ্রহণ করাইয়াছিলেন বলিয়া ইহাই স্মৃতিত হইল যে তিনি চন্দ্রমুখী
শ্রীরাধাকেই গ্রহণ করিয়াছেন । এই চন্দ্রমুখী-গ্রহণ দুইপ্রকারে প্রতিপন্ন
হইতে পারে :—(১) চন্দ্রমুখীর শ্রীকৃষ্ণ-গ্রহণ, এবং (২) শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রমুখীকে
গ্রহণ । ইহার তাৎপর্য এই যে যিনি স্বকীয় ভাব, কাস্তি (লাবণ্যাদি বা স্বাভি-
প্রায়াদি) ও বিলাস প্রভৃতি দ্বারা পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত হরণ করিলেও পুনর্বার
বর্ণ ও দেহাদি পর্য্যন্ত হরণ করতঃ নাগরেন্দ্রকে স্বকীয় স্বভাবযুক্ত অর্থাৎ বিপরীত
বিলাসে নাগরী ভাবে বিভাবিত করিলেন—তিনিই ‘হরা’ পদবাচ্য (শ্রীরাধা) ।
তদ্রূপ যিনি স্বীয় অসাধারণ গুণরাজিদ্বারা শ্রীরাধা ও তদনুগতা সখী-মণ্ডলীর
চিত্তকে আকর্ষণ করিলেও পুনরায় এক্ষণে সর্বপ্রধানা শ্রীমতীর বর্ণ-ভাব
প্রভৃতিও আকর্ষণ করিয়াছেন—তিনিই ‘কৃষ্ণ’ । কাজে কাজেই ‘হরে কৃষ্ণ’
নামের ব্যুৎপত্তির পরাকাষ্ঠা এই রসরাজ-মহাভাবের বিপরীতভাবে মহা-
মিলনাত্মক শ্রীশ্রীগৌরান্দ্রস্বরূপেই প্রদর্শিত হইল ।*

* ‘গোরা’ নামেও এই অর্থই সঙ্কেতিত । শ্রীরাধাভাবায়িত শ্রীগোবিন্দের ‘গো’ এবং
শ্রীগোবিন্দ-ভাবায়িত শ্রীরাধার ‘রা’—উভয়ের মহামিলনে গোরা । ‘গোর’ নামের নিরুক্তিও
পায় এতাদৃশই বটে । যথা—শ্রীশ্রীমদগুরুপাদানাং সংগ্রহশ্লোকে—

অকারো ভগবান্ বিষ্ণুঃ আকারো রাধিকা বরা ।

উকার : কামরূপোহয়ং রেফস্ত দানমুচ্যতে ।

গাকারো হরিনামাখ্যং গীতমিত্যর্থবাচকং ।

প্রেম্না শ্রীরাধয়া কৃষ্ণঃ সঙ্গীতং হরিনামকং ।

যস্মৈ কস্মৈ প্ররাতীতি স গোঁরো গদিতো বুধৈঃ ॥

গ+আ+অ+উ+র=গোঁর, শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেমাতীশব্যবশতঃ মিলিত হইয়া যে স্বরূপে
যাহাকে তাহাকে হরিনামাখ্য সঙ্গীত প্রদান করিতেছেন, তাহাই ‘গোঁর’ শব্দে বাচ্য ।

মহোৎসবং করোতীতি তত্রত্যান্ এত্যা বিশেষাভিজ্ঞঃ শ্রীমান্ গোপান্না
প্রভু নটিকাদৌ নান্দীরূপেণ জগদাশীর্বাঞ্জনয়া নিরূপয়তি—অনপিত্য
মিতি । শ্রীশচীনন্দনো হরি বো যুগ্মাকং হৃদয়কন্দরে যুগ্মক
যথা সিংহপ্রতাপেন করিমদোহপগচ্ছতি তথা অশ্রোদয়ে যুগ্মাক
বিষয়াদিমদমত্তকরিরূপং মনঃ শান্তং ভাবীতি ধ্বনিঃ । ন যথা
সংঘাতকো, নায়ঃ তথা, কিন্তু শোধানক এব ।

কিং কর্তুমবতীর্ণ ইত্যত আহ—পূর্বানপিতাং নিজভক্তিসম্পত্তিঃ
তথা উন্নতোজ্জলরসাং কলৌ সর্বসাধনহীনেভ্যোহপি দীনেভ্যো
দাতুং । তথা তদর্থং পুরটসুন্দরদ্যতিরিতি শ্রীরাধাসাম্যমেব ।
তত্রাতোহনন্ততজ্ঞাপনায় চ তদীয়রূপভাবাবিষ্করণং নিগূঢ়প্রয়ো
বহিষ্করণেনান্তুনিগূঢ়কনকরুচেরপি বহিঃপ্রকাশঃ স্বয়মেবাগতঃ ।

অপরন্তু দাতার স্বভাব এই যে মিষ্ট দ্রব্য ভোজন-কালে অল্প
লোককে না দিয়া—স্বীয় বন্ধুবর্গকে বণ্টন না করিয়া স্বয়ং ভোজন করিতে
পারেন না । সুতরাং দাতাশিরোমণি শ্রীগৌরাঙ্গ আপামর সর্বসাধারণকেই
নিজের নিরূপম প্রেম দান করিয়া সর্ব ধামের সর্ব অবতারের সর্ববিধ
পরিকরণকে একত্র করিয়া প্রেমমহোৎসব করিয়াছেন । সেই প্রেমমহোৎসবে
সমাগত শ্রীগৌরগণরূপে আবির্ভূত বিশেষাভিজ্ঞ অর্থাৎ প্রত্যক্ষদ্রষ্টা শ্রীপাদ
রূপগোস্বামী প্রভু স্বরচিত বিদগ্ধ-মাধব নাটকের নান্দী-স্বরূপে জগতের প্রতি
আশীর্বাদ-ব্যাঞ্জনচ্ছলে এই ‘অনপিতচরী’ শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন ।

শ্রীশচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়-কন্দরে (গুহায়) প্রকাশিত হউন ।
(হরি-শব্দে সিংহকেও বুঝায়,) যেমন সিংহের প্রতাপে হস্তির মত্ততা দূরীভূত
হয়, তদ্রূপ ইঁহার উদরেও তোমাদের বিষয়াদিমদে মত্ত মন-হস্তী শান্ত হইবে—
ইহাই ধ্বনি । সিংহ হস্তিকে বিনাশ করে, কিন্তু ইনি মত্ত মনকে নাশ না
করিয়া শোধানই করেন— ইহাই বিশেষত্ব ।

অবতারের হেতু নির্দেশ করিতেছেন—[ব্রহ্মার এই কল্পে] কোনও যুগে
কোনও কালে যে নিজভক্তি সম্পত্তি দান করেন নাই, তাহা দান করিবার জন্তই
এই অবতার । শুধু নিজ ভক্তি-সম্পত্তি নহে—উন্নত উজ্জলরসগর্ভা ভক্তিসম্পত্তি
দান করাই অভিপ্রেত । তবে পাত্রাপাত্র-বিচারাদি অবশ্যই আছে—ইহার
নিরসন-কল্পে বলিতেছেন যে এই ঘোর কলিযুগে কোনও সাধনই সুচারু
রূপে সম্পাদন করা যায় না, অতএব [এবস্থিধ কলিযুগেও] সর্বপ্রকার সাধন-
ভজন-বিহীন অতএব দীনহীন জনগণকেও শৃঙ্গাররসোজ্জ্বলা স্বীয় প্রেমভক্তি-
বৈভবই অবিচারে দান করিবার নিমিত্ত এই শ্রীগৌরাবতার । অবিচারে
প্রেমদানার্থই তাঁহার বর্ণটি হইতেছে—পুরট-সুন্দর অর্থাৎ পরম উজ্জল স্বর্ণ
হইতেও সুন্দর । এই পদ দ্বারা ইহাই সূচিত হইল যে প্রেমদান বিষয়ে ইনি
শ্রীরাধার সাম্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং শ্রীরাধা ও শ্রীগৌরাঙ্গের অনন্ত বা অভেদ
প্রতিপাদন করিবার জন্তই ইনি শ্রীরাধার বর্ণ ও ভাব আবিষ্কার (অঙ্গীকার)

প্রেমসাররূপত্বাৎ শ্রীরাধায়া ইতি পীতরুচিহ্নমবগম্যতে ; তন্নিমগ্নত্বাৎ
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুপ্রভৃतीনামপি গৌরভমেব । তত্র প্রমাণানি তাবল্লক্ষ্যন্তে ।
রসজ্ঞাঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি যমাত্ত বহুবিদো, যমেতং গোলোকং কতিপয়-
জনাঃ প্রাপ্তরপরে । সিতদ্বীপঞ্চাশ্চে পরমিহ পরব্যোম জগচ্ছ, ন বদ্বীপঃ
সৌহয়ং জগতি পরমাশ্চর্য্যমহিমা ॥ কস্মচিৎ—বিশুদ্ধাঐতৈকপ্রণয়-
রসপীযুষজলধৌ, ঘনীভূতে দ্বীপে সমুদয়তি বৃন্দাবনমহো । মিথঃ
প্রেমোদ্ঘূর্ণজসিক-মিথুনাক্রীড়মনিশং, তদেবাধ্যাসীনঃ প্রবিশতি পদে
ক্বাপি মধুরে । ইত্যত্র দ্বীপাখ্যাপ্রকাশনায় শ্রীনবদ্বীপ ইতি নাম ।
এতেন শ্রীবৃন্দাবনরূপপ্রকাশপ্রেমঘূর্ণনপ্রকারাদিকমপি অধুনৈব
প্রকাশিতমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥

(২)

যদ্বা অত্যন্তাগতিকগতিদানায় নিজপ্রেমরত্নরক্ষণযত্নোদগতস্ব-
কার্পণ্যদোষাপবাদাৎ তদানে তদাস্বাদনমিতি তত্ত্বপ্রকাশনায় তৎ-

করিয়াছেন । যে প্রেম তাঁহার অন্তরের অন্তরতম স্থলে নিগূঢ় ছিল, তাহা
বহির্দেশে প্রকটিত হওয়ার ফলে অন্তরস্থ স্বর্ণ-কাস্তিটীও স্বয়ংই বাহিরে প্রকাশ
হইয়াছে, বুঝিতে হইবে । শ্রীরাধা প্রেমসাররূপা এবং সেই প্রেমের বর্ণও
পীত বলিয়া ইহারও পীতবর্ণই হইয়াছে । এই পীতরুচি গোরাঙ্গে নিমগ্নচিত্ত
শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগদাধর প্রভু প্রভৃতিরও গৌরবর্ণই দেখা যায় ।

এক্ষণে নবদ্বীপাবতরণ-সম্বন্ধে প্রমাণও উদ্ধার করিতেছেন—‘রসজ্ঞ বহুদর্শী
ভক্তগণ ঐহাকে বৃন্দাবন বলেন, অপর কেহ কেহ বা ঐহাকে গোলোকাখ্যায়
অভিহিত করেন, কেহ কেহ বা ঐহাকে শ্বেতদ্বীপ বলিয়া থাকেন এবং অগ্ৰাণ্ড
লোক ঐহাকে পরব্যোম নামে সূচিত করিয়াছেন—সেই পরম আশ্চর্য্যমহিমা-
মণ্ডিত ধামই এই জগতে নবদ্বীপ রূপে বিরাজমান আছেন । ‘অপর মহাজন
(শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী) এইরূপও বলিয়াছেন—‘অহো ! বিশুদ্ধ (ঐশ্বর্য্য
জ্ঞানশূন্য অগ্ৰাভিলাষিতাদিশূন্য) অঐত (অনন্তসাধারণ) ও মুখ্যপ্রিয়তাময়
রসামৃত-সমুদ্রের এক ঘনীভূত দ্বীপে এই বৃন্দাবন সমুদিত হইয়াছেন ! পরম্পরের
প্রেমের উদ্ঘূর্ণা (বহুবিধ বৈচিত্রী)-যুক্ত রসিকযুগলের সেই ক্রীড়াস্থলে
দিবানিশি অধ্যাসীন (বাসপরায়ণ) জন কোনও এক অনিবাচ্য মধুর পদে
(বিষয়ে) প্রবেশ লাভ করে ।’ [বু, ম, ১৭।১৪] এই শ্লোকের ‘দ্বীপ’শব্দ দ্বারা
শ্রীনবদ্বীপেরই নাম প্রকাশিত হইয়াছে । ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে এই
বর্তমান কলিযুগেই শ্রীবৃন্দাবনের স্বরূপ ও অনন্ত প্রকাশের এবং তত্রত্য যুগলের
প্রেমোদ্ঘূর্ণাদিও প্রকাশিত হইয়াছে ।

(২)

অথবা—(১) অত্যন্ত গতিহীনকেও আশ্রয় দেওয়ার জন্য, (২) নিজের
প্রেমরত্ন রক্ষার যত্নবশতঃ স্বকার্পণ্য-দোষরূপ অপবাদ অবগত হইয়া প্রেমদানেই
তাঁহার আস্বাদন হয়—এই তত্ত্ব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত (৩) উক্ত প্রেম

পরীপাকাবধি ব্রজবধুশিরোমণি-শ্রীবৃষভানুন্দিনী-স্বমাদুরীধুরীগতামাত্রা-
নন্তুরান্তর্গতরসাস্বাদায় চ আশেষবিশেষভক্তবর্গবাসনাবিষয়প্রেমা-
মৃতেনাভিষেচনায় তদ্বারা জগদভিব্যাপনায় চ প্রেমসাগরবলঘন-
নবধাভক্তিরূপশ্রীনবদীপে শ্রীব্রজরাজকুমারঃ স্বপ্রেয়সীবরস্বভাবকান্তি-
সন্দীপিতঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রোহবততার ; যদা তাং চন্দ্রমুখীমাকলয্যেব চন্দ্র
ইতি তদগ্রহণসময়ে বিশ্বলোকমুখেন শ্রীকৃষ্ণেতি নামাবলীঃ গ্রাহয়ন্নেব,
বিচক্ষণ-শিরোমণেরেবা বৈদক্ষীতি । যতো হরে ইত্যস্ম হরতি স্বভাব-
কান্তিভ্যাং শ্রীকৃষ্ণস্য চিত্তমিতি পুনরবর্ণণভাবাদিকমিতি ব্যুৎপত্ত্যা
শ্রীরাধে ইত্যর্থদ্বাং । অতঃ স্তদনুগতরূপঃ শ্রীরূপো মৎপ্রভু জন্মান্দিনীনাং
সপ্রয়োজনিকামেকেন পঠেনৈবাহ—অনর্পিতচরীমিতি ।

শ্রীশচীনন্দনো হরি বো যুগ্মাকং হৃদয়কন্দরে করুণয়া ক্ষুরতু
ইত্যম্বয়ঃ । ননু শচীনন্দনাবতারস্ত দশাবতারাদৌ ন জায়তে । কদা
বাবতীর্ণঃ, পূর্ণোৎশো বা, কথম্বা, কেন বা, কিম্বর্ণো বা, লীলা বা
কেত্যত আহ—কলৌ অবতীর্ণ ইতি । কলৌ বৈবস্বতমবন্তরীয়াষ্ট-
বিংশতিচতুষ্টয়গীষচতুঃসহস্রসপ্তশতবর্ষমিতকলিযুগাংশে চতুর্দশশতসপ্ত-

পরীপাকের অবধি (চরম সীমা) মহাভাবরূপা গোপীশিরোমণি শ্রীবৃষভানু-
ন্দিনীর ন্যায় তদীয় প্রণয়, নিজের মাধুরী-পরাকাষ্ঠা এবং নিরবচ্ছিন্ন তদন্তর্গত
(হৃদগত সৌখ্য) রস আস্বাদনের অভিপ্রায়ে—(৪) সর্বথাই ভক্তবর্গের বাসনার
বিষয়ীভূত যে যে প্রেমামৃত তদ্বারা তাঁহাদিগকে অভিষেক করিবার জন্য এবং
(৫) অনুষঙ্গে জগৎকেও ঐ প্রেমামৃতে পরিব্যাপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে প্রেমসাগরের
অবলম্বন (আশ্রয়) রূপ যে নবধাভক্তি-রূপ শ্রীনবদীপ, তাহাতে শ্রীব্রজরাজ-
কুমার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ প্রেয়সীর অত্যুৎকৃষ্ট ভাব ও কান্তি দ্বারা সম্যক্ প্রকারে
উজ্জল হইয়া অবতার করিয়াছেন ।

চন্দ্রগ্রহণ সময়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র (শ্রীগৌরান্বরূপে) অবতার গ্রহণ করিয়াছেন,
চতুর-চুড়ামণির এই চাতুর্য্য যে সেই চন্দ্রগ্রহণ-কালে সকল লোকমুখে সেই
চন্দ্রমুখী শ্রীরাধার গ্রহণ উপলক্ষেই যেন শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি নাম-সমূহ উচ্চারণ
করাইয়াছেন । যেহেতু ‘হরে’ এই নামে ব্যুৎপত্তি দ্বারা বুঝা যায় যে—স্বভাব ও
কান্তি দ্বারা যিনি শ্রীকৃষ্ণচিত্ত হরণ করেন, এক্ষণে কিন্তু বর্ণভাবাদিও সংহরণ
করিয়াছেন, তিনি ঐ ‘হরে’ শব্দ-বাচ্য অর্থাৎ হরে = শ্রীরাধে । সুতরাং শ্রীরাধাকৃষ্ণ
পরস্পর-স্বভাবাচ্য হইয়া অবতরণ করিলে তাঁহাদের আনুগত্য অবলম্বনে শ্রীগৌর-
পরিকর-স্বরূপে অবতীর্ণ আমার প্রভু শ্রীরূপচরণ ঐ শ্রীরাধাকৃষ্ণের একীভূত
হইয়া জন্মগ্রহণাদি লীলার প্রয়োজন উল্লেখ পূর্বক যাবতীয় তথ্য একটা পট্টেই
বর্ণনা করিয়াছেন—অনর্পিতচরী ইত্যাদি ।

[এক্ষণে শ্লোকের প্রতিপদের ব্যাখ্যা দিতেছেন—] শ্রীশচীনন্দন হরি
তোমাদের হৃদয়-কন্দরায় রূপাবলম্বনে ক্ষুরিত হউন । [এ স্থলে প্রতিপক্ষ
জিজ্ঞাসা করিতেছেন—] আচ্ছা, (১) শচীনন্দনের অবতার-কথা ত

সংখ্যে শাকে ফাল্গুনী-পৌর্ণমাস্যাং পূর্বফল্গুনীনক্ষত্রে ইতি সর্বথা পরিপূর্ণ-
রূপেণ অবতীর্ণ ইতি স্বয়মেব প্রায়শ্চপ্রয়োজনায়াবতীর্ণঃ প্রকটো নতু
ব্রহ্মণা প্রাধিতো নবা দৈত্য-বিনাশায় ইতি । “কৃষ্ণবর্ণং দ্বিষাকৃষ্ণ”মিতি
শ্রীভাগবতাং । পৌর্ণমাস্যাং ফাল্গুনস্য ফল্গুনীনক্ষযোগতঃ । ভবিষ্যে
গৌররূপেণ শচীগর্ভে পুরন্দরাদিতি বায়ব্যাং । সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো
বরাঙ্গ ইতি মহাভারতাং । নিঃস্বাধ্যায়বঘটকারে স্বধাস্বাহাবিবজ্জিতে ।
ততঃ প্রাবিরসৌ বিপ্রঃ কচিল্লোকে ভবিষ্যতীতি বিষ্ণুপুরাণাং ।
হিরণ্যবর্ণং ব্রহ্মযোনিমিতি শ্রুতেশ্চ পূর্ণোহবতারীতি নাবতারগণনায়াং
গণিতঃ । যদা শ্রীকৃষ্ণোহবতরতি তদৈবায়মবতরতীতি নিয়মাং
স এবায়মিতি ন পৃথগুপাদানম্ । ননু যদি শ্রীনন্দনন্দনোহয়ং, তস্য তু
শ্রীবৃন্দাবনলীলায়াঃ পরং সৌখ্যং নাস্তীতি । তদেব মাথুর-
বিপ্রলস্তাদিকমুদ্ভাব্য গাঢ়াবেশেনাধুনাপি সমৃদ্ধিমৎসন্তোগেন মাদন-

দশাবতারাদিতে শুনা যায় না ? (২) কবে বা অবতীর্ণ হইলেন ? (৩) তিনি
কি পূর্ণ, না অংশ ? (৪) কি প্রকারে, (৫) কাহার প্রেরণায় ? (৬)
কোন বর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছেন ? (৭) তাঁহার লীলাই বা কি ?

[এক্ষণে উত্তর করিতেছেন] (২) কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন ।
বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশত্যুর্যুগে ৪৭০০ বর্ষ পরিমিত কলিযুগাংশে ১৪০৭
শকাব্দায় ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী তিথিতে পূর্বফল্গুনী নক্ষত্রে তিনি আবির্ভূত
হইয়াছেন ; (৩) সর্বথা পরিপূর্ণস্বরূপেই তাঁহার অবতার, (৪) স্বয়ংই প্রায়শঃ
নিজপ্রয়োজন সাধন জন্তই প্রকট হইয়াছেন ; (৫) ব্রহ্মাদির প্রার্থনায় তিনি
আসেন নাই ; কিম্বা দৈত্য-বিনাশও উদ্দেশ্য নহে । (৬) তাঁহার বর্ণটী
শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত ‘কৃষ্ণবর্ণং দ্বিষাকৃষ্ণং’ শ্লোক হইতে জানা যায় অর্থাৎ গৌর
বর্ণ । বায়ুপুরাণে—‘ফাল্গুনী পূর্ণিমায় পূর্বফল্গুনী নক্ষত্রে মিশ্রপুরন্দর-গৃহে শচী-
গর্ভে গৌররূপে অবতীর্ণ হইব ।’ মহাভারতে—‘স্বর্ণকান্তি, হেমবৎ স্নহগীয়াঙ্গ
এবং মহাপুরুষ-লক্ষণযুক্ত ইত্যাদি’ । বিষ্ণুপুরাণে—‘যখন স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন)
বা বঘটকার (দেবোদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি) অনুষ্ঠিত হয় না, যখন স্বধা (পিতৃগণোদ্দেশ্যে
তর্পণাদি) বা স্বাহাদির (মন্ত্রাদির)ও নিষেধ হয়—সেই সময়ে কোনও কাল-
বিশেষে পৃথিবীতে বিপ্ররূপে শ্রীহরি আবির্ভূত হইবেন’ ইত্যাদি । শ্রুতিতেও
ত আছে—ইনি স্বর্ণবর্ণ ও ব্রাহ্মণবংশে জাত অথবা বেদের প্রবর্তক । (১)
ইনি পূর্ণাবতার বলিয়া অবতার-গণনায় ধরা হয় নাই । যে দ্বাপরশেষে শ্রীকৃষ্ণ
অবতার করেন—সেই দ্বাপরের অব্যবহিত কলিতেই ইহারও অবতার হয়—
এই নিয়ম থাকায় পৃথগুক্তি হয় নাই ।

প্রতিপক্ষ—যদি ইনিই শ্রীনন্দনন্দন হন, তবে ত শুনা যায় যে উহার
শ্রীবৃন্দাবনলীলা হইতে পরম সুখ আর কুত্ৰাপি হয় না ? সেই পরমসুখের
উদ্দেশ্যেই মাথুরবিপ্রলস্ত ইত্যাদি উদ্ভাবিত করিয়া গাঢ় আবেশে এতাবৎ কাল
সমৃদ্ধিমান সন্তোগে মাদনভাবে স্বীয় কান্তা সেই কান্তিমতী শ্রীরাধার সহিত

ভাবেনাথকান্তয়া তয়া কান্তিমত্যা শ্রীবৃন্দাবনে নিজরূপবিকার
ললিতাদি-সখীবর্গে স্তামেব লীলাং করোতীতি । কিং কণ্ঠমুদ্রাগত-
স্তত্রাহ—স্বভক্তিশ্রিয়ং সমর্পয়িতুম্ । সম্পদ স্তাবজ্রিবিধাঃ—রূপা-
স্বর্ণাদিমুদ্রাত্মিকা ইন্দ্রনীলমণ্যাদিরূপা শ্চিত্তামণিরূপাশ্চ সাধনভাবাপ্রেম-
ভেদেনেতি চরমকক্ষা-প্রাপ্তা যা এব স্বয়মাত্মারামেণ বিনা তদানান্ধাং ।
তথাচ—তুল্লভালোকয়ো যুনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ । সন্তোগ-
স্মৃতিরেকোহয়ং কীর্ত্যতে স সমৃদ্ধিমানিতি । নিতান্তপারতন্ত্র্যগমনক-
একং বিনা ন সম্ভবতীতি তস্মা অপি অনপেক্ষত্বাং নিতান্তআরামংক-
একং বিনা নেতি । সর্বভাবোদগমোল্লাসী মাদনোহয়ং পরাংপরঃ ।
যোগ এব ভবেদেষ বিচিত্রঃ কোহপি মাদনঃ ইতি । নিতান্তযোগোহপি
নৈক্যং বিনেতি । অত্রৈবাত্মনি তয়া সমৃদ্ধিমংসন্তোগেন মাদনে চ
রমতে । অতএব পাত্রাপাত্র-বিচারণং ন কুরুতে, মহানন্দসীমাস্ত-
প্রেমোন্নত্তো জগদপি মাদয়তীতি । নচেদমনুচিতমেব যংপাত্রাপাত্র-

শ্রীবৃন্দাবনে স্বকায়বাহরূপা ললিতাদি সখীবর্গ-সমভিষাহারে ঐ লীলাই ত
আস্বাদন করিতেছেন ? তবে আর কিজন্ত নবদ্বীপে আগমন হইল ?

উত্তর—নিজভক্তি-সম্পত্তি সমর্পণ করিবার উদ্দেশ্যেই এই অবতার ।
সম্পত্তি—রূপা স্বর্ণাদি মুদ্রা, ইন্দ্রনীল প্রভৃতি মণি এবং চিত্তামণিরূপে ত্রিবিধ ।
ইহাদিগকে ক্রমশঃ সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেমভক্তি বলিয়া নির্দেশ করা
যায় । যে ভক্তি চরমকাক্ষা-প্রাপ্ত অর্থাৎ উন্নত উজ্জল-রসাত্য, তাহা কিন্তু স্বয়ং
আত্মারাম ব্যতীত দান করা যায় না । আবার—‘পারতন্ত্র্য হেতু নায়কনায়িকার
বিয়োগে উভয়ের পরস্পর দর্শনাদিরও ছুঁচি হইলে সেই স্থলে [ঘটনাক্রমে
মিলনে] যে সন্তোগাতিশয্য সংঘটিত হয়, তাহাকে সমৃদ্ধিমান্ সন্তোগ বলা
হয় ।’ এই লক্ষণানুসারে দেখা যায় যে উভয়ের পারতন্ত্র্য-শূন্যতা ঐক্যব্যতিরেকে
সম্যক্ হইতে পারে না । পুনরায় সম্যক্ প্রকারে আত্মারাম হইতে হইলেও
উভয়ের ঐক্য আবশ্যক ; যেহেতু সেই আত্মারামেরও কোনও প্রকারে যদি
মহাভাব-স্বরূপার অপেক্ষা না থাকে, তবেই আত্মারামত্ব সিদ্ধ হইতে পারিবে,
নচেৎ একান্ত আত্মারামত্ব বজায় থাকে না । আর এক কথা—‘রত্নাদি মহাভাব
পর্যন্ত ভাব সমূহের উদগম বশতঃ উল্লাসশীল প্রেমকেই মাদন বলা হয় ।’
ইহা মোহন প্রভৃতি ভাব হইতেও অতু্যংকুষ্ট এবং ‘সন্তোগেই এই
অনির্বচনীয় বিচিত্র মাদনাখ্য ভাবের উদয় হয় ।’ এই প্রমাণ-বলে স্থিরী-
কৃত হইতেছে যে নিতান্তযোগ অর্থাৎ অনবচ্ছিন্ন নির্বাধ মিলনও ঐক্য-
ব্যতিরেকে সম্ভবত্যাগম্য নহে । সুতরাং এই গৌরানন্দ-স্বরূপেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার
সহিত সমৃদ্ধিমান সন্তোগাত্য মাদনের বিলাসে রমণ করিতেছেন । এই
জন্তই তিনি পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া উন্নততম উজ্জলরসই দান
করিয়াছেন । দেখাও ত যায় যে মহানন্দের চরমকাক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তি প্রেমোন্নত

বিচারাভাব ইতি বাচ্যম্ । বিশ্বজয়ানন্তরং মহারাজাধিরাজ-
গমনাগমনে তৎপরিকরৈরানন্দেন স্বস্বহস্তদ্বয়েনাপি ধনানি পাশ্বদ্বয়ে
বিকীর্যেব গম্যতে ইতি ব্যবহারাৎ ন গ্রানিকরমিদং তস্মাপিতু
মহৈশ্বর্য্যপ্রকাশকমিতি, অস্মাপি মহাকৃপালুত্ব-প্রকাশকমেব, যন্নিত্যা-
নন্দেন তন্মহাধন-প্রেমবিতরণং ন পুন ইরণমিতি । নদ্ব্যহো কিমুচ্যতে
ভবতা, প্রহ্লাদাশ্বরীষ-হনুমদ্বিভীষণ-পাণ্ডবাদিভ্যঃ প্রেমদানাদস্ম তদানং
নাধুনিকং, যুগে যুগ এব দৃশ্যতে ইত্যত আহ—অনর্পিতচরীমিতি ।
পূর্ব্বমনর্পিতা, তত্র তত্র তত্তত্তত্তকৃপয়া, তদনু তেষাং নিষ্ঠয়া তৈ
বলেনৈব নীতত্বাৎ কিং তস্ম দাতৃত্বম্ ? রাজা বলেন মহাকৃপণস্য
ধনানি নেতুং শক্নোতি তদা কিন্তুস্ম দাতৃত্বম্ ? যদি শক্নমিত্রোদা-
সীনেভ্যো হিতাহিতানুসন্ধানং বিনা জগাইমাধাই প্রভৃতিবৎ সর্ব্বত্রৈব
দাতুং শক্যতে, তদা দানং শস্তুতে, অত্রথা কিস্তেনেতি ভাবঃ ।

ননু পূতনা লোকবালপ্লীত্যাদৌ তথা দর্শনমপি অতএবাহ

হইয়া জগৎকেও উন্মাদিত করেন । পাত্রাপাত্র-বিচার করেন নাই বলিয়া
এই কার্য্যটা অনুচিত—এ কথাও বলিতে পার না । দেখনা কেন—বিশ্ব-
জয় করিয়া মহারাজ গতাগতি করিতে থাকিলে রাজকর্মচারিগণ আনন্দের
সহিত নিজ নিজ হস্তদ্বয়েই ছুই পার্শ্বে ধনরাশি বিকীরণ করিয়া গমন করেন—
এই ব্যবহার ত লোকপ্রসিদ্ধ, ইহা ত তাঁহার পক্ষে গ্রানিকর নহেই, প্রত্যুত
তাঁহার মহাঐশ্বর্য্য-প্রকাশকই । সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গও পাত্রাপাত্র বিচার না
করিয়া প্রেমসম্পত্তি দান করিয়াছেন—ইহাতে তাঁহার মহাদয়ালুত্বই উদ্-
ঘোষিত হইয়াছে, কাজেই তিনিও নিত্যানন্দ-দ্বারা সেই উন্নততম উজ্জল-
রসগর্ভা মহাধনস্বরূপা প্রেমভক্তি বিতরণ করিয়াছেন, কিন্তু উহার হরণ
(সঙ্কোচ) করেন নাই ।

প্রতিপক্ষ—অহো ! আপনি কি বলিতেছেন ? প্রহ্লাদ, অশ্বরীষ, হনুমান,
বিভীষণ, পাণ্ডাদিকেও ত প্রেমদান করা হইয়াছে ; কাজেই শ্রীকৃষ্ণের এই
দান আধুনিক নহে, বরং যুগে যুগেই ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে
পাওয়া যায় !!

উত্তর—এই প্রেমদানটি কিন্তু এক অনর্পিতচর ব্যাপারই বটে ! পূর্বে
অনর্পিত কেন বলিতেছি ; পূর্ব্বোক্ত স্থল-সমূহে তাৎকালীন নারদাদি ভক্তের
কৃপা ছিল ; আবার নিষ্ঠাবলে তাঁহারাও বলপূর্ব্বক প্রেম প্রাপ্তি করিয়াছেন
বলিয়া কি তিনি দাতা হইলেন ? রাজা বলাৎকারে মহাকৃপণের ধনসমূহ
নিতে পারেন ; তখন কি ঐ মহাকৃপণকে দাতা বলিব হে ? তাৎপর্য্য এই—
যদি শক্ন, মিত্র বা উদাসীন ব্যক্তিগণকেও হিতাহিত অনুসন্ধান ব্যতিরেকেও
জগাই মাধাই প্রভৃতির দ্বারা সর্বত্রই দিতে পারেন—তবেই তাঁহার প্রেম-
দানের প্রশংসা হয়, নতুবা দানের আবার প্রশংসা কি ?

প্রতিপক্ষ—‘পূতনা লোকবালক-নাশিনী রাক্ষসী হইয়াও জিঘাংসাবৃত্তি

উন্নতোজ্জ্বলরসামিতি । উন্নতঃ শ্রীগোপীভাবেন পরমোৎকর্ষকক্ষাং
প্রাপ্ত উজ্জ্বলো মধুরো রসো যস্মামিতি, সতু গোপনেন সম্পূর্ণ
স্থাপিতোহস্তু, মুক্তিং দদাতি কহিচিৎ স্ম ন ভক্তিয়োগমিতি ত্রায়েনাস্ত
রসস্য তু তত্রাতিগোপ্যত্বমিতি ভাবঃ । নবহো কিমানন্দঃ কিমানন্দঃ !
তদাযং কথং পূর্বং নাবতরদিত্যত আহ—চিরাৎ করুণয়েতি । অয়ং
নবদ্বীপনাথঃ সदैবেদমপেক্ষ্য স্থিতঃ—স্বচ্ছা মহাসাধকা বহবো ভবন্তি
কস্মাপি যদীথং ভাগ্যং জায়তে তদা তদবলম্ব্যৈব জগতীদং
বিতরিষ্যামীতি । তত্র কস্মাপীদৃশং ভাগ্যং ন জাতং তদা করুণাপ্রেরিত
এব কলৌ অনন্তগতিকদীনহীনজনালোচনে প্রাভূর্বভূবেতি চির-
কালানন্তরমিতি ভাবঃ । নবদ্বৈত-হৃষ্কারহেতুত্বমস্ম, কুতঃ করুণয়া ?
তথাচ—‘অদ্বৈতপ্রকটীকৃত’ ইত্যাদি প্রমাণেন গঙ্গায়াং তুলসীপত্রং
দত্ত্বা পাষণ্ডজন-বৃদ্ধি-বৈষ্ণবজন-সন্তাপেন ভগবৎপ্রত্যাসত্তিমপশ্যতা
হংকারং কুব্ধতা দ্বৈতাচার্য্য-গোস্বামিনা পরম সদাশিবেন ভুবানী-

লইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সবিধে গমন করিলেও—তিনি তাহাকে মাতৃগতি দান করিয়াছেন ।
এই উক্তিতে ত দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ নিজ-শত্ৰুকেও প্রেম দিয়াছেন ?

উত্তর—উন্নত উজ্জ্বল-রসযুক্তা ইত্যাদি । উন্নত অর্থাৎ শ্রীগোপীভাবে
পরমোৎকর্ষাবধিপ্রাপ্ত, উজ্জ্বল অর্থাৎ মধুর রস আছে যাহাতে এবিধ
প্রেমভক্তি শ্রীগৌরাবতারে প্রদত্ত হইয়াছে । এই জাতীয় মধুর রস গোপনে
সম্পূর্ণমধ্যে নিহিত থাকে । ‘শ্রীকৃষ্ণ প্রায়শঃই মুক্তিই দান করেন, কিন্তু
কখনও ভক্তিয়োগ দান করেন না ।’ এই যুক্তি-বলে বুঝা যাইতেছে যে
ঐ মধুররসটী তৎকালে অতি গোপনীয়ই ছিল । সূতরাং তাহার দান-প্রসঙ্গ
ত হইতেই পারে না ।

প্রতিপক্ষ—আচ্ছা ; পরমানন্দই বটে ! পরমানন্দই বটে !! যদি তোমার
কথাই ঠিক হয়, তবে কেন তিনি পূর্বেই অবতীর্ণ হইলেন না ?

উত্তর—বহুকাল পরে করুণা-হেতু এই অবতার । এই নবদ্বীপনাথ সর্বদাই
এই অপেক্ষা করিতেছিলেন যে—‘স্বচ্ছ (বিশুদ্ধ) মহাসাধক ত বহুই আছেন,
ইহাদের মধ্যে যদি কাহারও এতাদৃশ ভাগ্য হয়, তবে সেই ভাগ্যকে
অবলম্বন করিয়াই জগতে এই প্রেম বিতরণ করিব ।’ পূর্বোক্ত যুগে এতাদৃশ
ভাগ্য কাহারও হয় নাই দেখিয়া করুণা-প্রেরিত হইয়াই কলিতে অনন্তোপায়
দীনহীন জনদিগের অবস্থা পর্যালোচনা করতঃ প্রাভূর্ত হইয়াছেন । কাজেই
বলিতেছি যে তিনি চিরকাল পরে আসিয়াছেন ।

প্রতিপক্ষ—শ্রীঅদ্বৈতের হৃষ্কারই ত ইহার অবতারের কারণ শুনা যায় ?
তবে আর করুণাহেতু অবতার বলা কেন ? কেন না—‘অদ্বৈত-কর্তৃক প্রকটীকৃত,
নরহরিপ্রেষ্ঠ’ ইত্যাদি প্রমাণ-বলে পাষণ্ডজনের বৃদ্ধি এবং বৈষ্ণবগণের
সন্তাপে ভগবৎ-নৈকট্য না দেখিয়া (সাম্ব্য স্তদূরপরহত মনে করিয়া)

তোহয়মিতি । সত্যং, তথাপি ভজনে পশুতি, জ্ঞানে জানাতি, তপসানুভবতি, প্রেমা বশীকরোতি, কিং পুনর্যশোদয়া উদুখলে বন্ধ ইত্যাদি সর্বত্রৈব তৎকরণা মুখ্যপ্রযোজিকা গণ্যতে । যথা “কৃপয়াসীং স্ববন্ধনে” ইত্যাদি প্রমাণেন, যথাচ ভগবতঃ সর্বগম্যত্বমুক্তা পশ্চাৎ—“যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্ত (২।৭।৪২) ইত্যাদিনা দয়ামাত্র-প্রাপ্যত্বং তস্মা নির্দ্ধারিতম্ । তথাচ অকাণ্ডে প্রকাণ্ডহংকারেণ প্রলয়কর্তৃমহারুদ্রশ্রুত্যাঐত্যাচার্য্যাস্থ লোকা বিনক্ষ্যন্তীতি ঝটিতুখয়া করুণ্যৈব ভগবতঃ প্রাভূতত্বমিতি ভাবঃ । নহু ভোঃ ! শ্রীকৃষ্ণে-নাপি দণ্ডকারণ্যবাসিমুনি-শ্রুতিকথা-গায়ত্রী-প্রভৃতিভ্যো ব্রজে গোপকথা-রূপিণীভ্যো গোবিন্দচন্দ্রেণাপি উজ্জলরসপ্রদানং কৃতমিতি জ্ঞায়তে । কৃষ্ণদত্তঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতীত্যাদি প্রমাণেনাযোগ্যেভ্যোহপি তস্মা প্রেমদাতৃত্বঞ্চ । সত্যং ভোঃ ; স এব ব্রজরাজকুমারোহয়ং, তেনানেন ভেদবিবক্ষায়াং কিং প্রয়োজনং, কিন্তু অন্তঃপুরে মহারাজঃ কল্পতরুরূপেণ সর্বস্বমপি দদাতীত্যুক্তেহপি

গঙ্গাজলে তুলনীপত্র সমর্পণ পূর্বক পরম সদাশিব ঐত্যাচার্য্য গোস্বামী হৃদ্বারধ্বনিতে ইহাকে পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছেন ।

উত্তর—সত্যই বটে ! তথাপি ‘ভজন-বলে তাঁহাকে দর্শন করে, জ্ঞান-বলে জানে’, ‘তপোবলে অনুভব করে’, ‘প্রেমবলে বশীভূত করে’—অধিক আর কি বলিব ? ‘যশোদা কর্তৃক উদুখলে বন্ধ হইয়াছেন’ ইত্যাদি স্থলে সর্বত্রই তাঁহার করুণাকেই ত মুখ্য প্রযোজক বলিয়া ধরা হয় । যেমন ‘তিনি মাতার নিতান্ত পরিশ্রম ও আর্তি দেখিয়া কৃপাবশতঃ নিজেই বন্ধনে পড়িলেন’ ইত্যাদি ভাগবত-প্রমাণ । আবার অত্র ভগবান্কে সর্বথা অগম্য (ছলভ) নিশ্চয় করিয়া পরে বলিতেছেন—‘সেই অনন্ত ভগবান্ই যাহাদিগকে কৃপা করেন, তাঁহাদেরই পক্ষে দেবমায়া উত্তীর্ণ হওয়া সুকর ।’ ইত্যাদি বচনে ত তাঁহার দয়াই কেবল তৎপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে । তাৎপর্য্য এই যে হঠাৎ প্রলয়কর্তা মহারুদ্র ঐত্যাচার্য্যের প্রকাণ্ডহংকারভরে জগৎসমূহ বিনষ্ট হইবে—এই বোধে তৎক্ষণাৎ উদ্ধুদ্ধ করুণাই ভগবান্কে প্রাভূত করা হইয়াছে ।

প্রতিপক্ষ—আচ্ছা, শুনা যায় যে দণ্ডকারণ্যবাসিমুনিগণ এবং শ্রুতিকথা গায়ত্রী প্রভৃতিও ব্রজে গোপকথারূপে জন্মধারণ করিলে গোবিন্দচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগকে উজ্জলরস প্রদান করিয়াছেন । আর ‘কৃষ্ণ ব্যতিরেকে লতাদিতেও কি কেহ প্রেম দিতে পারেন?’ ইত্যাদি বচনের প্রমাণ-মূলে বুঝা যায় যে তিনি অযোগ্যস্থলেও প্রেম বিতরণ করিয়াছেন !! [তবে আবার গৌরাবতারে প্রেমদানের বৈশিষ্ট্য কোথায় ?]

উত্তর—হাঁ সত্যই বটে । সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনই ত ইনি (গৌর) ; তাঁহাতে আর ইহাতে ভেদ-স্বীকারের প্রয়োজন কি ? ‘মহারাজা অন্তঃপুর-

ন দাতৃৎ, যদি দীনহীন-পতিতাদিভোহদেয়মপি দীয়তে, মহাদাতৃৎ
তদৈব, অপিচ কুপণপক্ষে হুত্তমঃশ্লোকবাদ (১০।৪৭।১৫) ইতি স্বরণং।
ননু ঈদৃশপ্রেমরত্নানং স্থাপনাগারাণি ভূবি কতি প্রকাশিতানি, যেভ্যো
নীত্বান্যদাপি স্কৃতিনঃ প্রেমধনিনো ভবন্তি? সত্যং, অষ্টাদশসহস্র
সংখ্যকশ্লোকাঃ শ্রীমদ্ভাগবতীয়াঃ সন্তি যচ্ছ বনমাত্রেণাপি প্রেমা জায়তে
যস্তাং বৈ শ্রয়মানায়ামিতাদি (১।৭।৭) বচনাং। স্বয়মেব তদ্রূপতয়া
তয়া দদাতীতি ন চিত্রম্। ননু কোবাধ্যক্ষঃ, কো বা কোষদ্বার-
রক্ষকো, দ্বারি কপাটাদিকং কিং নাস্তি? অস্তি, যোহধ্যক্ষঃ
শ্রীনিত্যানন্দঃ সতু হস্তদ্বয়েন দদতি, তস্মাদপি বিচাররহিতঃ প্রেম
কাদম্বিনী-মত্তত্বাৎ। যন্তু দ্বাররক্ষকঃ শ্রীসনাতনঃ, সতু পুষ্পং স্থিতমপি
কবাট-কীলকাদিকং বৈষ্ণবতোষণাদিরূপেণোন্মুচ্যাহ্বয়তি—আগচ্ছ
ভ্রাতরেতস্মিন্ প্রেমাম্বুধি-নিমজ্জনে। যৎসৌখ্যমনুভূয়েহ তুচ্ছং
ব্রহ্মপদাদিকমিতি জ্ঞাত্বৈব প্রভুণাপি তস্মৈ তস্মৈ তত্তদধিকারো দত্তঃ।

মধ্যে কল্পতরু হইয়া সর্বস্বও দান করিতেছেন' এই কথা বলিলে ত আর
তাঁহার দাতৃত্ব বুঝায় না; পক্ষান্তরে, যদি দীন হীন পতিতাদিকেও অদেয়
বস্তুও দান করেন, তবেই তাঁহার মহাদাতৃত্ব ঘোষিত হইতে পারে। ভাগবতে
(১০।৪৭।১৫) 'শ্রীকৃষ্ণে উত্তমঃশ্লোকতা' কিন্তু কুপণজনের পক্ষেই মদ্রত
হইতে পারে!!' অর্থাৎ যিনি সন্তপ্ত দীন হীন জনকে দয়া করেন, তিনিই
উত্তমঃশ্লোকপদবাচ্য হন। শ্রীকৃষ্ণে উক্ত লক্ষণ না থাকায় তাঁহার উত্তমঃ
শ্লোক-শব্দবাচ্যত্ব মিথ্যাই বলিতে হয়।

প্রশ্ন—এতাদৃশ প্রেমরত্নের ভাণ্ডার কতটি পৃথিবীতে প্রকাশিত আছে?
যাহা হইতে অল্প সময়েও ধন সংগ্রহ করিয়া স্কৃতি জনগণ প্রেমধনী হইতে
পারেন?

উত্তর—হাঁ, শ্রীমদ্ ভাগবতের আঠার হাজার শ্লোক আছে—যাহাদের
শ্রবণ-মাত্রেই প্রেম হয়। যেহেতু উক্ত হইয়াছে (ভাগ ১।৭।৭) 'যে ভাগবতের
শ্রবণ-সমকালেই লোকের পরমপুরুষ কৃষ্ণে ভক্তির উদয় হয়' ইত্যাদি। আর
স্বয়ংই যে ঐরূপে সাক্ষত-সংহিতা দ্বারা প্রেমদান করেন—ইহা কিছু বিচিত্র নহে।

প্রশ্ন—ঐ ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ কে? কোষদ্বাররক্ষক কে? আর ঐ
দ্বারে কি কবাটাদি নাই?

উত্তর—হাঁ সবই আছে। অধ্যক্ষ—শ্রীনিত্যানন্দ। তিনি দুই হাতেই
বিতরণ করেন; স্বয়ং প্রেমমদিরায় উন্মত্ত বলিয়া শ্রীগৌরান্স হইতেও সমধিক
বিচারশূন্য। দ্বাররক্ষক—শ্রীসনাতন। তিনি পূর্বে ঐ প্রেমভাণ্ডারে কবাট
অর্গল প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, তাহা তাহাই বৈষ্ণব-তোষণী প্রভৃতি রূপে
উন্মোচন করিয়া আহ্বান করিতেছেন—'ওহে ভাই! এই প্রেমামৃত-সমুদ্রে
নিমজ্জন করিতে আস। এই স্নখ অনুভব করিলে ব্রহ্মপদাদিও অতি তুচ্ছই

না প্রেমদোহপি প্রেমদ ইত্যেতদ্ব্যঙ্গ্য প্রোজ্জিতকৈতবত্বাৎ । অতএব
ত্রিকপটী বর্জিতঃ যথা ধনকপটী, বলকপটী প্রেমকপটী চেতি । যন্ত
শ্রুতশ্রীভাগবতধর্মো গুরুকৃষ্ণবৈষ্ণবসেবনে শ্রীভাগবতশ্রীতৌ তদ্ব্যয়-
পরাম্বুখঃ প্রত্যুত তদ্বিপরীত-বত্নাণি সহস্রাধিকাদিব্যয়নিরতোহ
ধিকতল্লাভায় পূর্বত্র শতাদিদানেহপি ভীতঃ, স আত্মঃ । যন্ত
সত্যামপি শক্তৌ কৃষ্ণবৈষ্ণবকর্মণি জড়ঃ, শ্রীচৈতন্যসংকীর্ণনতাণ্ডবা-
লসঃ স দ্বিতীয়ঃ । যন্ত প্রেমি অজাতেহপ্যুৎকণ্ঠারহিতঃ, “অহং
ভক্ত” ইতি সাভিমানঃ, স তৃতীয়ঃ । এতেবাং কাপট্যত্যাগেন,
মুহুমুহু ম’হংকৃপাসাপেক্ষং প্রেম ।

নবয়ঃ শ্রীনন্দনন্দনস্তদা সর্বশ্রুতিপুরাণ-প্রসিদ্ধ-শ্যামরূপমেবাস্ত
স্মাদত আহ—পুরটছ্যতিকদম্বসন্দীপিতঃ । পুরটাজ্জাম্বুনদাদিসুবর্ণাৎ
সুন্দরী যাছ্যতি-সুৎসমূহেন কান্তিপুঞ্জন সন্দীপিত আচ্ছাদিতচিক্ণ-
মরকতমণিকান্তিক ইতি ভাবঃ । অতএব হরিঃ ত্রিজগন্মোহনঃ, কৃষ্ণরূপেণ
পুনঃ কৃষ্ণমোহিনীরূপসম্বলিতত্বাৎ । অতোহস্য দর্শনে চিন্তন এব
প্রেমোদয়ো, ন পুনর্দানাদানাপেক্ষা, হরতি সর্বং প্রেম্নেতি ভাবঃ ।

মনে হইবে ।’ আর শ্রীগোরাঙ্গপ্রভু ইঁহাদের দুইজনের এতাদৃশ স্বভাব
উত্তমরূপে জানিয়াই ইঁহাদিগকে অধ্যক্ষত্ব ও দ্বাররক্ষকত্ব দান করিয়াছেন ।
‘প্রেমনান না করিয়াও (মুক্তিদান করিলেও ভক্তি দেন না, অথচ) প্রেমদ
এই উক্তিভেদে কিন্তু বুঝা যায় যে ভাগবত ধর্ম্য সর্বথাই কৈতর-রহিত অর্থাৎ
কপটতাশূন্য । কাজেই তিনপ্রকার কপটী এই ভগবত-ধর্ম্য হইতে বিচ্যুত,
যথা ধনকপটী, বলকপটী ও প্রেমকপটী । যে ভাগবতধর্ম্য শ্রবণ করিয়াও
শ্রীগুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের সেবায় শ্রীভাগবতের প্রীতিউদ্দেশ্যে ধনব্যয় করিতে
কাতর—পক্ষান্তরে তদ্বিরোধী ব্যবহারমার্গে তদধিকলাভাশায় সহস্র অব্যুত
পর্যন্ত ব্যয় করিতেও অভ্যস্ত, কিন্তু পূর্বস্থলে শতাদি দান করিতেও ভীত
হয়—সেই ব্যক্তি ধনকপটী । যে শক্তি থাকিতে কৃষ্ণবৈষ্ণবকর্মে জড়,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সংকীর্ণনে তাণ্ডব নৃত্যাদিতে অলস, সে দ্বিতীয় (বলকপটী) ।
আর যে প্রেম না হইলেও উৎকণ্ঠাশূন্য, অথচ ‘আমি ভক্ত’ এই অভিমান
করে, সেই প্রেমকপটী । ইঁহাদের কাপট্যত্যাগে মুহুমুহু মহংকৃপায় অভিষিক্ত
হইলে প্রেমলাভ হয় ।

প্রশ্ন—যদি ইনি শ্রীনন্দনন্দনই হন, তবে ইঁহার সর্ব শ্রুতিপুরাণাদিতে
প্রসিদ্ধ শ্যামবর্ণ ই হইবে । তবে গোরবর্ণ বলা হইল কেন ?

উত্তর—পুরটছ্যতিকদম্ব-সন্দীপিত । জাম্বুনদ স্বর্ণ হইতেও সুন্দর যে
কান্তিমালা তাহা দ্বারা সম্যক্ উজ্জলীকৃত অর্থাৎ তাঁহার চিক্ণ মরকতমণি
কান্তিটী আচ্ছাদিত হইয়াছে । অতএব তাঁহার নাম হইয়াছে হরি : অর্থাৎ
ত্রিজগন্মোহন, যেহেতু একে কৃষ্ণরূপই জগন্মোহন, তাহাতে আবার কৃষ্ণমোহিনী
শ্রীরাধার রূপটিও সংযুক্ত হইয়াছে, অতএব ইঁহার দর্শনে চিন্তনেই প্রেমোদয়

নবমু লীলাং ভাবয়ামি—কুপয়া ক্রহীত্যত আহ—স্মরতু বঃ । ভোঃ !
 ত্বমতাপি প্রধানগিরিরেব, যতঃ শ্রীগৌরান্ধচন্দ্রলীলাপি তে ন গোচরা ।
 অতঃ সত্যপি জ্ঞানে তব হৃদয়ং শৈলকন্দরমেব, তত্র কুপয়া প্রভূর্মে
 স্মরতু সর্বদা, তদা তল্লীলাপি প্রেমময়ী সর্বদা স্মুরিষ্যতীতি প্রত্যক্ষী-
 করিষ্যাম্বেব, কিং কথনেন । কথনেহপি তে বিলতুল্যকর্ণে কি জ্ঞাতু-
 শক্লুত ইতি ভাবঃ । ননু মহাপরাধী অহং । হা শ্রীচৈতন্যলীলারামপি
 ন মে রতি জ্ঞাতা । কথং স মামনুগ্রহীষ্যতীত্যত আহ—শ্রীশচীনন্দনঃ ।
 জগন্মাতা শচী, তস্যা বালকেষু স্নেহো বর্ধত এব । “কুপুত্রো জায়তে
 কচিদপি কুমাতা ন ভবতী”তি জ্ঞায়েন মাতৃভক্তো গৌরান্ধ স্বামনু-
 গ্রহীষ্যত্যেবেতি ভাবঃ । যদ্বা এবং মহানুভাবমতপ্রসিদ্ধি বর্ধতে—
 সন্ন্যাসানন্তরমদ্বৈত-গৃহে শচীগৌরান্ধসংবাদঃ । যথা—শচী আহ—
 রে বিশ্বম্ভর ! বিশ্বরূপ-শোকাদি জ্ঞাতং । মদীয়জন্মান্তরীয়-পাপপুঞ্জঃ
 স্থিত এব কালেন ফলিতঃ । যদি ভবৎপিতৃবন্মমৃতিরতাপি সহসা
 সম্ভবতি, তদৈহিক-শোকসন্তাপ-লোকধিকারলজ্জাদিভ্যো মুক্তা

হয়, আবার দানাদানের অপেক্ষা নাই । ‘হারি’ নামের ব্যুৎপত্তি এই—দিনি
 প্রেমদ্বারা সকলকে হরণ করেন ।

প্রশ্ন—আমি ইহার লীলা ভাবনা করিতে ইচ্ছা করি, কৃপাবশ ইহঁরা
 উহার লীলাকথা শ্রবণ করান ।

উত্তর—তোমাদের চিত্তে তিনি স্মরিত হউন । ওহে ! তুমি অগ্গবধি
 শ্রীগৌরান্ধের লীলাও জ্ঞান নাই, অতএব তোমাকে মহাপর্বতই বলিতে হয় !!
 তোমার জ্ঞান থাকিলেও তোমার হৃদয় ত পর্বত-কন্দরই হে ! সেই কন্দরার
 রূপালু প্রভু আমার সর্বদা স্মরিত হউন । আমার প্রভুর প্রকাশে তাঁহার
 প্রেমময়ী লীলাবলীও সর্বদা স্মৃতি হইবে, স্বয়ংই তুমি প্রত্যক্ষ করিবে, অতএব
 লীলাকথা বলিবার আবশ্যক নাই । আর বলিলেই বা তোমার গর্ততুল্য
 কর্ণ কি তাহা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে ?

প্রতিপক্ষ—আমি মহাপরাধী । হায় ! আমার শ্রীচৈতন্যলীলারও রতি
 হইল না !! কি প্রকারে শ্রীগৌরান্ধ আমাকে কৃপা করিবেন ?

উত্তর—তাঁহার নাম যে শ্রীশচীনন্দন । জগতের মাতা শচীদেবী, কাজেই
 সন্তানগণের প্রতি তাঁহার স্নেহ ত আছেই । ‘কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা
 কখনও নয় ।’ এই সিদ্ধান্তানুসারে মাতৃভক্ত গৌরান্ধ তোমাকে কৃপা
 করিবেনই । অথবা—এ বিষয়ে মহানুভব-সম্মত প্রসিদ্ধি অলবধন করিয়া
 উত্তর দিতেছি—সন্ন্যাসের পরে অদ্বৈতগৃহে শচী ও গৌরান্ধের সংবাদ
 (কথাবার্তা) হইতেছে—শচী বলিলেন—“বিশ্বম্ভর রে ! বিশ্বরূপের শোক
 প্রভৃতি ত তুই জানিস্ । আমার জন্মান্তরীণ পাপপুঞ্জ ছিল—তাহাই কালক্রমে
 ফলিত হইয়াছে !! যদি তোর পিতার মত আমারও মৃত্যু সহসা হইত,
 তবে ঐহিক শোক-সন্তাপাদি, লোককৃত ধিকার-লজ্জাদি হইতে মুক্ত হইতে

শ্রামমুত্র যন্তবতু । যদি জীবনং ন নশ্যেত্তদা ময়া কিং বিষাদি পাতব্যং,
কিং সুরধুনী-নীরমধ্যমধ্যাসনীয়মন্থথা বিশ্বস্তরজননীতি সর্কৈঃ শ্লাঘা
স্থিতাহমতীব তিরস্কৃত্য স্যাং । ন কোহপি ময়া সম্বদিস্থতি, ন বা
মন্মাম গ্রহীষ্যতি—অহো ! অস্মা নাম-গ্রহণেন করগতেষ্টমপি নজ্জ্যতি ।
অতীব দুর্ভাগিনীমেনামস্মাৎ পুরান্নিঃসারয়েতি পরস্পর-প্রবদনশীলো
নবদ্বীপলোকো ভবিষ্যতি । কিমতঃ কার্যং মমেতি ক্রুহি বিশ্বস্তর !
ততঃ শ্রীগৌরান্ধেগোক্তঃ—

মাত মঁ বদ মা বদেদৃশমহো কষ্টাতিকষ্টং বচ
স্তথ্যং তে নিগদামি যামি ভবনান্তিষ্ঠামি যত্নতঃ ।
ত্বং মাতা মম সর্বদেশ-বসতো দেবাদি-জন্মস্বপি
ত্বৎপুত্রোহহমহং সদা ত্রিজগতামর্চ্য স্তমর্চ্যা মম ॥ ইতি
সর্বসাধনহীনোহপি মহাপাপ-সহস্রকুং ।
শচীস্মৃত ইতি প্রোক্তঃ সগর্গং মাং বশং নয়েৎ ॥
স জ্ঞানী সর্বশাস্ত্রজ্ঞঃ স প্রেমী মৎপ্রিয়োহধিকঃ ।
শচীনন্দন ইত্যেব যেন হর্ষণে গীয়তে ॥
মাং ক্রীণাতি জনো ধন্যঃ পরিক্রীণাতি মদগণং ।
শচীনন্দন ইত্যেবং যোহভিধত্তে কথঞ্চন ॥

পারিতাম । পরলোকে বাহা হইবার, হউক । যদি জীবন নাই যায়, তবে
কি আমি বিষাদি পান করিব ? অথবা গঙ্গাজলে ডুবিব ? তাহা না হইলে
বিশ্বস্তরের মা বলিয়া সকলের প্রশংসনীয় হইয়া এক্ষণে সকলেরই অতীব
তিরস্কারের ভাজন হইব !! কেহই আমার সঙ্গে কথা কহিবে না, আমার
নামও গ্রহণ করিবে না !!! ‘অহো ! এই অভাগিনীর নাম লইলে করস্থিত
বাঞ্ছিত বস্তুও নষ্ট হইবে । হায় এই দুর্ভাগিনীকে এই নদীয়া হইতে বাহির
কর ।’ ইত্যাদি রূপে নদীয়াবাসিরা পরস্পর কথা কহিবে । বাপ বিশ্বস্তর !
এখন বল দেখি—আমি কি করি !! তখন শ্রীগৌরান্ধ বলিলেন—‘মা, মা !
তুমি আর এইরূপে ঐ মহাকষ্টের কথা বলিও না । আমি যথার্থই বলিতেছি
যে গৃহত্যাগ করিয়া অন্ত্র গেলেও তুমি সকলদেশেই আমার মাতাই থাকিবে !
দেবাদিজন্মেও তুমি আমার মাতা এবং আমি তোমার পুত্রই ছিলাম ।
আমি সর্বদা ত্রিভুবনের অর্চনীয় আর তুমি আমারও অর্চনীয় । সর্বসাধনহীন
হইয়াও—সহস্র সহস্র মহাপাতক করিলেও—যে ‘শচীস্মৃত’ এই নাম বলিবে,
সেই সগণ আমাকে বশবর্তী করিবে ॥ যে হর্ষভরে ‘শচীনন্দন’ এই নাম
কীর্তন করে, সেই জ্ঞানী, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, প্রেমী ও আমার সমধিক প্রিয় । যে
কোনও প্রকারেই হউক না কেন, যে ব্যক্তি ‘শচীনন্দন’ এই শব্দই উচ্চারণ
করে, সেই ধন্যজন আমাকে ক্রয় করে এবং আমার পরিকরগণকেও ক্রয়

তস্ম বিদ্যা তস্ম বিত্তং স তীর্থ-সদৃশো ভবেৎ ।
 শচীনন্দন ইত্যেবং যেন হর্ষণে গীয়তে ॥
 শচীং বা মাং শচীপুত্রং নবদ্বীপং শচীস্থলং ।
 যো বদেৎ সোহবদচ্ছাত্রং বেদবেদান্ত-সংগ্রহম্ ॥
 জন্মজন্মনি তৎপ্রীতো জাতোহহং যো বদেৎ কচিৎ ।
 শ্রীশচীতি শ্রীশচীতি শ্রীশচীতি স মে গুরুঃ ॥

ইত্যতঃ শ্রীশচীনাম-গ্রহণেন মহাপরাধিনোহপি শ্রীগৌরান্ধোহ-
 তিপ্রিয়ো ভবতীত্যুক্তং শ্রীশচীনন্দন ইতি । তথাচ—‘শ্রীশচীনন্দন’
 ইত্যেবং কীর্তয়, তেনৈব কীর্তনেনাপরাধ-যুক্তোহপি তস্মান্মুক্তো
 ভবিষ্যসীতি ।

করে । যে হর্ষভরে ‘শচীনন্দন’ এই নাম গান করে—তাহার বিদ্যা ও ধন
 সার্থক ; সে তীর্থসদৃশ হইয়াছে । যে ‘শচী’ অথবা ‘শচীপুত্র’ আমাকে
 কিম্বা শচীর বসতিস্থল ‘নবদ্বীপ’ এই নাম উচ্চারণ করে, সে বেদবেদান্তাদি
 সকল শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছে । কোনও সময়ে যে ব্যক্তি ‘শ্রীশচী’ ‘শ্রীশচী’
 ‘শ্রীশচী’ বলিয়া কীর্তন করে—তাহার প্রতি আমি জন্মজন্ম সন্তুষ্ট হইয়া
 থাকি—অধিক কথা কি বলিব ? সে আমার গুরু ।” অতএব বলিতেছি
 ‘শ্রীশচী’ নাম গ্রহণ করিলে শ্রীগৌরান্ধ মহাপরাধীরও অতিপ্রিয় হইবেন !
 এই সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করিয়াই শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্লোকে ‘শচীনন্দন’ পদ-
 প্রয়োগ করিয়াছেন । অতএব শ্রীশচীনন্দনের নাম কীর্তন করিতে থাক,
 তাহা হইলে অপরাধী হইলেও অপরাধ-মুক্ত হইবে ।

—*—

হরি-গিরি-পাদপদ্ম হৃদয়ে বিলাস ।
 ‘অনর্পিত’-ভাষা কৈল দীন হরিদাস ॥

—

শ্রীশ্রীমদগুরুবে সমর্পণমস্ত ।

অপ্রকাশিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব পুঁথির সন্ধান।

যদি কাহারও সন্ধানে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি থাকে, তবে দয়া করিয়া নিম্ন
স্বাক্ষরকারিকে জানাইলে, তাহাদের সংরক্ষণ, সঙ্কলন বা প্রকাশন-বিষয়ে যথাযথ
ব্যবস্থা হইবে। ইতি

বিনীত নিবেদক—
শ্রীহরিন্দাস দাস
পোঃ নবদ্বীপ
হরিবোল কুটীর

- ১। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী কৃত—শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত (কল্পিণীহরণ কাব্য)
- ২। শ্রীমদ্ রূপগোস্বামি কৃত—প্রযুক্তাখ্যাত মঞ্জরী
- ৩। শ্রীমদ্ রাধাকৃষ্ণ গোস্বামিকৃত { সাধনদীপিকা
- ৪। " " { দশশ্লোকীভাষা
- ৫। শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত { ঐশ্বর্যাকাদম্বিনী
- ৬। " " { শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত টীকা
- ৭। " " { ব্রহ্মসংহিতা টীকা
- ৮। " " { ভক্তিরসামৃতসিন্ধু টীকা
- ৯। শ্রীল বনদেব বিষ্ণুভূষণ কৃত { উপনিষদ্ভাষ্যাবলি:
- ১০। " " { চন্দ্রালোকটীকা
- ১১। " " { শ্রীমদ্ ভাগবত টীকা
- ১২। " " { অনন্তসংহিতা
- ১৩। শ্রীমদ্রহরি চক্রবর্তি কৃত { অনুরাগবল্লী
- ১৪। " " { শ্রীগৌরচরিত্র চিন্তামণি:
- ১৫। (ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত)—সঙ্গীতমাধবনাটকম্
- ১৬। শ্রীমৎ কবিকর্ণপুর গোস্বামিকৃত { আর্য্যাশতকম্
- ১৭। " " { শ্রীদশমস্কন্ধটীকা
- ১৮। শ্রীমদ্ গিরিধর দাস কৃত—পরকীয়ারস-স্থাপনসিদ্ধান্তঃ
- ১৯। শ্রীমৎ গতিগোবিন্দ ঠাকুর কৃত—গোবিন্দরতিমঞ্জরী
- ২০। " " { বীরচরিত বা বীরভদ্রচরিত
- ২১। " " { শ্রীল স্বরূপদামোদরের কড়চা
- ২২। শ্রীমৎ শ্রীনাথ চক্রবর্তি কৃত { শ্রীচৈতন্যমত-মঞ্জুষা
- ২৩। " " { রসভক্তিচন্দ্রিকা
- ২৪। শ্রীমৎ জীব গোস্বামি কৃত—ন্যায়দর্শনটীকা
- ২৫। " " { ভাবনাসার-সংগ্রহঃ
- ২৬। শ্রীল ধ্যানচন্দ্র গোস্বামি কৃত—পদ্ধতি:

শ্রীধাম নবদ্বীপ 'হরিবোলকুটীরতঃ' প্রকাশিতঃ

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়গৌরবগ্রন্থগুচ্ছঃ ।

- ১। শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ
- ২। *শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-মহিমাভূতঃ
- ৩। আশ্চর্য্যরাস-প্রবন্ধঃ ।
- ৪। *শ্রীকৃষ্ণাভিষেকঃ
- ৫। শ্রীশ্রীমথুরামাহাত্ম্যং
- ৬। শ্রীসামান্য বিরূদাবলি-লক্ষণং
- ৭। শ্রীমাধবমহোৎসবঃ [মহাকাব্যম্]
- ৮। শ্রীগোপালবিরূদাবলী
- ৯। *শ্রীরাধাকৃষ্ণচর্নদীপিকা
- ১০। ধাতুসংগ্রহঃ
- ১১। শ্রীযোগসারস্তব টীকা
- ১২। শ্রীভক্তিরসামৃতশেষঃ
- ১৩। শ্রীকৃষ্ণাঙ্কিক-কৌমুদী
- ১৪। *শ্রীগোপালতাপনী (টীকাহর্যোপেতা)
- ১৫। শ্রীনিকুঞ্জকেলি-বিরূদাবলী
- ১৬। শ্রীস্বরতকথামৃতং
- ১৭। শ্রীচমৎকার-চন্দ্রিকা
- ১৮। শ্রীদানকেলিচিন্তামণিঃ
- ১৯। সিদ্ধান্তদর্পণঃ
- ২০। ঐশ্বর্য্য-কাদম্বিনী
- ২১। মুক্তাচরিতের পর্যায়ে অনুবাদ ।
- ২২। শ্রীকৃষ্ণবিরূদাবলী
- ২৩। শ্রীশ্যামানন্দ-শতকম্
- ২৪। *ছন্দঃকৌস্তভঃ
- ২৫। শ্রীগৌরান্দবিরূদাবলী
- ২৬। ছলভাসার
- ২৭। পরতত্ত্ব-গৌর

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীহরিন্দাস দাস

শ্রীধাম নবদ্বীপ

হরিবোল কুটীর, পোড়াঘাট ।

* নিঃশেষ হইয়াছে ।